চমক ভরা
ধনতেরাস
২৬ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর
(আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৮ তম বছর

সিস্টার
Sister
Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com
JAGARAN ■ 22 October 2021 ■ আগরতলা ২২ অক্টোবর ২০২১ ইং ■ ৪ কার্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সেমিফাইন্যালের দৌড় শুরু, রাজনৈতিক দলগুলির ভাগ্য পরীক্ষার সূচি ঘোষিত

রাজ্যের পুর ও নগর নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষিত, ২৫ নভেম্বর ভোট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। ত্রিপুরায় পুর ও নগর সংস্থা নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা দিয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। আগামী ২৫ নভেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ফলাফল ঘোষণা দেবে ২৮ নভেম্বর। সারা ত্রিপুরায় ১টি পুর নিগম, ১৩টি পুর পরিষদ এবং ৬টি নগর পঞ্চায়েতে ৩৩৪টি আসনে ভোট হবে। তাতে, ভোট কেন্দ্র রয়েছে ৭৭০টি। ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন ৫ লক্ষ ৯৪ হাজার ৭৭২ জন ভোটার। ভোট ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথেই নির্বাচনী এলাকায় আদর্শ আচরণবিধি লাগু হয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার এম এল দে।

আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রী দে বলেন, ২০২০ সালের ১৮ ডিসেম্বর ২০টি পুর ও নগর সংস্থার মেয়াদ সমাপ্ত হয়েছে। কিন্ত, করোনার প্রকোপের কারণে নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি। ভোট পিছিয়ে দিতে হয়েছে। এখন ত্রিপুরায় করোনার সংক্রমণ অনেকটাই কমেছে এবং নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে। তাই, নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়েছে কমিশন। তাঁর দাবি, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য দফতরের সাথে আলোচনার মাধ্যমে কমিশন নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়েছে। তবে, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সকলের কোভিড বিধি কঠোরভাবে পালন করতে হবে।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় পুর ও নগর সংস্থায় সীমানা পূণ: নির্ধারিত হয়েছে। তাতে স্বাভাবিকভাবে আসন সংখ্যা বেড়েছে। তাঁর কথায়, গত নির্বাচনে মোট আসন ছিল ৩১০টি। এখন বেড়ে হয়েছে ৩৩৪টি। স্বাভাবিকভাবে বেড়েছে ভোটারের সংখ্যাও। তিনি জানান, নির্বাচনে তপশিলি জনজাতি সংরক্ষিত ৮টি, তপশিলি জাতি সংরক্ষিত ৮৫টি এবং সাধারণ শ্রেণীভুক্ত ২৪১টি আসন রয়েছে। মোট আসনের ৫০ শতাংশ ১৫৭টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচন নির্ঘন্ট ঘোষণা দেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার এম এল দে। ছবি নিজস্ব।

তিনি জানান, গত ফেব্রুয়ারিতে ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।২০২১ সালের ১ জানুয়ারী ভিত্তি বছর ধরে ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। তাতে, মোট ভোটার রয়েছেন ৫ লক্ষ ৯৪ হাজার ৭৭২ জন। তিনি বলেন, পুরুষ ২ লক্ষ ৯৩ হাজার ৯৭৯ জন, মহিলা ৩ লক্ষ ৭৭৭ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ১৬ জন।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনার জানিয়েছেন, ধর্মনগর, পানিসাগর, কৈলাসহর, কুমারঘাট, আমবাসা, কমলপুর, খোয়াই, তেলিয়ামুড়া, মোহনপুর, জিরানিয়া, বিশালগড়, সোনামুড়া, উদয়পুর, অমরপুর, বিলোনিয়া, শান্তিরবাজার এবং সাব্রুম মহকুমা শাসক এবং পুর নিগম এলাকায় সদরের মহকুমা শাসক, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক এবং অতিরিক্ত জেলা শাসক রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁর দাবি, নির্বাচনে ২২ জন অবজারভার এবং ১৫১ জন সেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করেছে কমিশন। পুলিশের সেক্টর অফিসার আরক্ষা দফতর নিযুক্ত করবে।

শ্রী দে এদিন বলেন, পুর ও নগর সংস্থা নির্বাচনে ৭৭০টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। তবে, গণনা শুধুমাত্র মহকুমা মুখ্য কার্যালয়েই সম্পন্ন হবে। নির্বাচনে এভিএম ব্যবহৃত হবে। তার জন্য ইতিমধ্যে এভিএমের মহড়া শুরু হয়ে গেছে। তাঁর দাবি, নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপুর্ন ভাবে সম্পন্ন করার প্রশ্নে পুলিশের সাথে বৈঠক হয়েছে। প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরক্ষা দফতর বন্দোবস্ত করবে। তবে, গণনা কেন্দ্র এবং এভিএমের পাহারায় কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন থাকবে। তিনি আশ্বস্ত করেছেন, নির্বাচনে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে। এদিকে, গণনা কেন্দ্র এবং এভিএমের মহড়ায় ভিডিওগ্রাফি করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লক্ষ্য পূরণের জন্য কঠিন পরিশ্রমও করতে পারে দেশ প্রমাণিত হল বললেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর (হি.স.): কঠিন থেকে কঠিনতম লক্ষ্য পূরণের জন্য দেশ যে কঠোর পরিশ্রম করতে পারে, তা দেশবাসী দেখিয়ে দিল। শুক্রবার সকালে জাতির উদ্দেশে ভাষণে দেশবাসীর ভূয়সী প্রশংসা করে এই কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, '১০০ কোটি টিকাকরণ শুধুমাত্র সংখ্যা নয়, দেশের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা। ভারত দেখিয়ে দিল, তাঁরা কঠোর সংকল্পের মধ্যে কঠিন থেকে কঠিনতম লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম।'

শুক্রবার সকাল দশটা নাগাদ জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, '২১ অক্টোবর ১০০ কোটি কোভিড-১৯ টিকাকরণের লক্ষ্য অর্জন করেছে ভারত। এই প্রাপ্তি দেশের প্রতিটি মানুষের। আমি এই কীর্তির জন্য প্রতিটি নাগরিককে অভিনন্দন জানাচ্ছি। করোনার সময় কর্তব্য পালন করেছে দেশ। তাতেই এসেছে সাফল্য। এই সাফল্য দেশের প্রতিটি মানুষের। ১০০ কোটি টিকাকরণ শুধুমাত্র সংখ্যা নয়, দেশের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা। প্রমাণিত হয়েছে কঠিন থেকে কঠিনতম লক্ষ্যও সফলভাবে অর্জন করতে পারে ভারত, এটা প্রমাণিত হল যে, লক্ষ্য পূরণের জন্য দেশ কঠিন পরিশ্রমও করতে পারে।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'ভারতের টিকাকরণ অভিযান ''সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস এবং সবকা প্রয়াসের'' একটি প্রাণবন্ত উদাহরণ।' প্রধানমন্ত্রীর আরও সংযোজন, 'আমাদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশের আইজি-কে স্মারকলিপি দিলেন সিপিএম নেতৃত্বরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। বিশালগড় সিপিএম পার্টি অফিসে অগ্নিসংযোগ ভাঙচুর করেছে দুর্বত্তরা। বহুবার জেলার এসপিকে জানালেও কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। সেই অভিযোগ এনে আজ ভানুলাল সাহার নেতৃত্বে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে আইজি ল অ্যান্ড অর্ডার কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পাশাপাশি নির্বাচন ঘোষণার আগ মুহূর্তে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদের উপর আক্রমণের নিন্দা জানানো হয়। অভিযোগ গতকাল রাতে যোগেন্দ্র নগর পুর নিগমের প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র এর বাড়িতে গিয়ে কিছু লোক হুমকি দিয়েছে। এবার পুরনিগম নির্বাচনে দাঁড়ালে খুব খারাপ হবে বলে হুশিয়ারী দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ।

গন্ডাছড়ার এসডিপিওকে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। সর্বনাশা জান্ডি মুন্ডা নামক জুয়া বন্ধ করার জন্য এক স্মাররক লিপি তুলে দিলেন মহকুমা পুলিশ অফিসার দশিরাম রিয়াং এর নিকট স্মারক লিপি তুলে দিলেন।গন্ডাছড়া মহকুমা থানাধিন রইস্যাবাড়ি গন্ডাছড়া থানা এলাকায় নারকেল কুঞ্জ, তৈইচাকমা,চিত্তপাড়া(মাছ খলা)কমলা আশ্রম,কুড়ালাছড়, বিভিন্ন জাগায় রমরমা চলছে জান্ডি মুন্ডা নামক জুয়ার আসর। এই জুয়ার আসরে সর্বস্ব হারাচ্ছেন সাধারন মানুষ। পুলিশের ভূমিকা নিরব দর্শক। এই জুয়ার আসর থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়ে পুলিশ বাবুরা নিরবতা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিবিআই তদন্তের অনুমতি দেওয়া বা বন্ধ করার এক্তিয়ার নেই রাজ্যের, সুপ্রিম কোর্টকে বলল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর (হি.স)।। ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় ফের রাজ্যের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করল কেন্দ্রীয় সরকার। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে এই মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্র জানায়, সিবিআই তদন্তের অনুমোদন দেওয়া বা তদন্ত প্রক্রিয়া বন্ধ করার কোনও এক্তিয়ার রাজ্য সরকারের নেই। এদিন ৬০ পাতার হলফনামা পেশ করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও ও বিচারপতি বিএল গাভাইয়ের বেঞ্চে চলছে এই মামলার শুনানি। সেই হলফনামায় বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা যদি কোনও তদন্তভার নেয় তাতে গণতন্ত্রের কোনও ক্ষতি হয় না। সিবিআই তদন্তের অনুমোদন পেলে তা বন্ধ করার ক্ষমতাও রাজ্যের নেই।

ভোট পরবর্তী হিংসার মামলার তদন্ত করছে সিবিআই। ইতিমধ্যেই এই মামলায় একাধিক চার্জশিট পেশ করা হয়েছে। জেলায় জেলায় ঘুরে তল্লাশি চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা। সিবিআই রাজ্যের অনুমতি না নিয়েই তদন্ত শুরু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্ব ও পশ্চিম আগরতলা থানা এলাকায় ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। দুর্গাপুজা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ায় এবং কোভিড পরিস্থিতির সন্তোষজনক উন্নতি হওয়ায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপারের কাছ থেকে পাওয়া এক রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা সদর পুলিশ মহকুমার পূর্ব এবং পশ্চিম আগরতলা থানা এলাকায় জারি থাকা ১৪৪ ধারা ২২ অক্টোবর, ২০২১ সকাল ৬টা থেকে প্রত্যাহার করার কথা ঘোষণা করেছেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে ২১/০৯/২০২১ সকাল ৬টা থেকে ৪/১১/২০২১ মধ্যরাত পর্যন্ত পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা সদর পুলিশ মহকুমায় (পূর্ব এবং পশ্চিম আগরতলা থানা এলাকা) ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারা অনুযায়ী যেকোন রাজনৈতিক দলের মিটিং, মিছিল, জমায়েতের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন। পশ্চিম জেলার জেলাশাসকের দপ্তর থেকে এক বি'প্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এই ১৪৪ ধারা জারী করার বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল।

পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় মহিলাসহ গুরুতর তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। আবারও যান দুর্ঘটনা ঘটেছে কমলপুরে। শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় কমলপুরের মানিক ভান্ডার মরজিদ সংলগ্ন এলাকায় পারমিতা পাল (২০) নামে এক মহিলাকে অলটো গাড়ি ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ফেলে পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় মহিলা পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা কমলপুর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের খবর দেন। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে গুরুতর আহত মহিলাকে বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যায়।

অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক ধলাই জেলার কুলাই হাসপাতালে রেফার করে দেন। আহত মহিলা সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ কলাছড়ি থেকে মানিক ভান্ডার বাজারে নিজ বাড়িতে যাচ্ছিল।এমন সময় এই যান দুর্ঘটনা ঘটে। বর্তমানে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোভিড টিকাকরণে ১০০ কোটির মাইল ফলক ছুয়েছে ভারত, ধন্যবাদ রেলি করল যুব মোর্চা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। কোভিড টিকাকরণে ১০০ কোটির মাইল ফলক ছুয়েছে ভারত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিরাট এই সাফল্যের জন্য ত্রিপুরায় বিজেপি যুব মোর্চা ধন্যবাদ রেলির আয়োজন করেছে। আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে ওই রেলির সূচনা করেন ত্রিপুরা মন্ত্রিসভার সদস্য রামপ্রসাদ পাল, বিজেপির অসম ও ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক এবং প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক তথা যুব মোর্চার ত্রিপুরা প্রভারী টিঙ্কু রায়।

প্রসঙ্গত, করোনা যুদ্ধে দেশে টিকাকরণ নতুন বিপ্লব এনেছে। মাত্র নয় মাসের ব্যবধানে ১০০ কোটি মানুষের টিকাকরণ সম্ভব হয়েছে। ভারতের এই সাফল্য বিশ্বের বহু উন্নত দেশকে চমকে

দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই সাফল্যের জন্য টিকা প্রস্তুতকারক সংস্থা, স্বাস্থ্য কর্মী ও সমগ্র দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সারা দেশের সাথে ত্রিপুরাতেও করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে টিকাকরণ ইতিহাস রচনা করেছে।

ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৪০ লক্ষ ২১ হাজার ৭০৬টি করোনার টিকা দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ১৫ লক্ষ ১৮ হাজার ৯১৬ জনের সম্পুর্ন টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। অন্তত টিকার একটি ডোজ নিয়েছে এমন মানুষের সংখ্যা ২৫ লক্ষ ২ হাজার ৭৯০। ত্রিপুরা ১০০ শতাংশ সম্পুর্ন টিকাকরণে খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। গতকালও সারা ত্রিপুরায় ১১ হাজার ৪৩৩ জনের টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ৮ লক্ষ ৫ হাজার ৪৫০টি টিকার ডোজ ত্রিপুরায় মজুত রয়েছে।

আজ আগরতলায় যুব মোর্চার ধন্যবাদ রেলি শুরু হওয়ার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদেশ বিজেপি সাধারণ সম্পাদক টিঙ্কু রায় বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমতলীতে তৃণমূলের গাড়ি ভাংচুর, মারধর, আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। প্রচারাভিযানে গিয়ে তৃণমূলের গাড়ি ভাংচুর এবং মারধরের ঘটনায় ত্রিপুরায় আমতলী বাজার এলাকায় উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেব সহ তিনজন আক্রান্ত হয়েছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। ওই ঘটনায় সাংসদ সুস্মিতা দেব আমতলী থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। মামলা নথিভুক্ত করে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করবে বলে আমতলী থানার এসডিপিও অনির্বাণ দাস জানিয়েছেন।

সাংসদ সুস্মিতা দেবের অভিযোগ, আজ দুপুরে আমতলী বাজারে জনও সংযোগে গিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। বাজারে ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনা সেরে গাড়িতে উঠতেই কয়েকজন দুষ্কৃতিকারী হামলা করেছে। তারা গাড়ি ভাংচুরের সাথে তাঁদের মারধর করেছে বলে সুস্মিতা দেব অভিযোগ করেন। তাঁর দাবি, মামন খান, সূর্যকান্ত সরকার দুস্কৃতিকারীদের আক্রমনে গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁদের বাঁচাতে গিয়ে তিনিও হাতে আঘাত পেয়েছেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় প্রচারের জন্য সাজানো দুইটি গাড়িতে ভাংচুর করা হয়েছে। ওই ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে।

এদিন তিনি ত্রিপুরায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য সরকারকে নিশানা করেছেন। সাথে বলেন, হামলাকারীরা মুখ ঢেকে ছিলেন না। তাতে বোঝা যাচ্ছে, শাসকের মদত রয়েছে তাঁদের। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, পুলিশের সামনেই তৃণমূলের গাড়িতে ভাংচুর এবং নেতা-কর্মীদের মারধর করা হয়েছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় তৃণমূলের উপর সমস্ত অত্যাচারের জবাব মানুষ দেবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ মনে হচ্ছে কোভিড মোকাবিলা অনেকটাই সহজ, প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। আজ মনে হচ্ছে কোভিড মোকাবিলা করা অনেকটাই সহজ। তবে, শুরুতে এমনটা ছিলনা। অবশ্য, সবই সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যোগ্য নেতৃত্বের জন্য। এভাবেই আবেগতাড়িত হয়ে করোনার টিকাকরণে ১০০ কোটির মাইল ফলক অতিক্রম করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানালেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সাথে তিনি সমগ্র ত্রিপুরাবাসীকে করোনার প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য সতর্কতা অবলম্বনের আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, কোভিডকে জীবনের অঙ্গ করে নেওয়া উচিত। তবে, টিকাকরণ হলেও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এদিন তিনি কোভিড মোকাবিলায় ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দৃঢ়তার সাথে বলেন, বিনামূল্যে কোভিডের টিকাকরণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে আজ দেশ করোনার প্রকোপ মোকাবিলায় সক্ষম হয়েছে। ভারত কোভিডের টিকাকরণে ১০০ কোটির মাইল ফলক অতিক্রম করেছে। তিনি বলেন, ভারতে এখন পর্যন্ত ১০০ কোটি ৬১ লক্ষ ৫২ হাজার ৯১৪টি টিকার ডোজ দেওয়া হয়েছে। তাতে, ৭১ কোটি ৯ লক্ষ ১৫ হাজার ৫৬৪ প্রথম ডোজ এবং ২৯ কোটি ৫২ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩৫০ দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, কোভিড মোকাবিলার সাথে দেশকে স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তাই, কোভিড মুক্তির রাস্তা খুঁজে বের করা সম্ভব হয়েছে।

শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

তাঁর কথায়, শুধু টিকাকরণেই থেমে থাকেনি ভারত সরকার। সময়ের মধ্যে দেশে অক্সিজেনের ঘাটতিও মেটানো সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, গত ৭ অক্টোবর পিএম কেয়ার তহবিল থেকে সারা দেশে ১২২২টি অক্সিজেন প্ল্যান্টের উদ্বোধন হয়েছে। তার মধ্যে ত্রিপুরায় ২২টি অক্সিজেন প্ল্যান্টের সূচনা হয়েছে। তাঁর দাবি, ইতিপূর্বে ত্রিপুরায় মাত্র ৩টি অক্সিজেন প্ল্যান্ট ছিল যার উতাদন ক্ষমতা ছিল ১.৯৭ এমটি। বর্তমানে ২২টি অক্সিজেন প্ল্যান্টে উদপাদন ক্ষমতা বেড়ে হয়েছে ১৮ এমটি।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, সুনির্দিষ্ট রণকৌশলের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী করোনার প্রকোপ মোকাবিলা করেছেন। কোভিডের প্রথম ঢেউ-এ জনতা কারফিউ, তারপর লকডাউন, ধাপে ধাপে আনলক, কন্টেইন্মেন্ট জোন এসবের মাধ্যমে অর্থনীতির গতি সচল রেখে কোভিড যুদ্ধে ব্রতী হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। অবশ্যই, গোটা দেশ ওই মহাযুদ্ধে সহযোগিতা করেছেন নির্দ্বিধায়।

তিনি বলেন, কোভিড মোকাবিলায় দেশে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে পরিকাঠামো ৩ থেকে ৪ গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ত্রিপুরায় স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলা নির্মাণ শ্রমিক বিবাহ যোজনায় আর্থিক সহায়তার পরিমাণ বাড়িয়ে ২৫ হাজার টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। ত্রিপুরা সরকার মহিলা নির্মাণ শ্রমিক বিবাহ যোজনায় আর্থিক সহায়তার পরিমাণ দশ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে পঁচিশ হাজার টাকা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রম মন্ত্রী ভগবান চন্দ্র দাস এই সংবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মহিলা নির্মাণ শ্রমিক বিবাহ যোজনায় ২০১২ সাল থেকে নির্মাণ শ্রমিক পরিবারের কন্যার বিবাহের জন্য দশ হাজার টাকা করে সহায়তা দেওয়া হত। বর্তমান রাজ্য সরকার এই সহায়তার পরিমাণ দশ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে পঁচিশ হাজার টাকা করেছে। এতে রাজ্যের বেশি সংখ্যায় নির্মাণ শ্রমিকরা উপকৃত হবেন।

তিনি জানান, এই আর্থিক সহায়তা শ্রম দপ্তরের নথিভুক্ত নির্মাণ শ্রমিকের পরিবারের কন্যার বিবাহের খরচ বাবদ এককালীন সহায়তা হিসেবে দেওয়া হবে। একটি পরিবারের সর্বাধিক দুই জন কন্যা এই সুবিধা নিতে পারবে। সাথে তিনি আরও জানান, এই প্রকল্প শ্রম দপ্তরের অধীন ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ দ্বারা বাস্তবায়ন করা হবে। ত্রিপুরা সরকারের এই সিদ্ধান্ত ২২ অক্টোবর ২০২১ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ১৭ ▫ ২৩ অক্টোবর ২০২১ ইং ▫ ৫ কার্ত্তিক ▫ শনিবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

ভারতকে বাংলাদেশ সম্পর্কে সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংঘটিত করিবার যে সব চক্রান্ত শুরু হইয়াছে তাহাতে প্ররোচনার ফাঁদে পা দেওয়া কোনভাবেই সঠিক পদক্ষেপ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে ভারত এবং বাংলাদেশের শান্তিকামী হিন্দু-মুসলিম সহ বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকজনদেরকে সুচিন্তিত মানসিকতা নিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং বাড়িঘরে হামলার পরিপ্রেক্ষিতে সীমান্তবর্তী ত্রিপুরা রাজ্যে কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কিংবা সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা চালানো কোনভাবেই সঠিক পদক্ষেপ হইবে না।এক্ষেত্রে সচেতনতা, সহনশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হইবে।এক্ষেত্রে ভারতের সতর্ক পদক্ষেপ জরুরি।শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রিত্বের এটা চতুর্থ দফা। বাংলাদেশের জাতির পিতা প্রয়াত শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা ১৯৯৬ সালে প্রথম সে-দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। আওয়ামি লিগ সুপ্রিমো হাসিনা পাঁচ বৎসরাধিকাল ওই দায়িত্ব পালন করার পর বিরোধী আসনে গিয়ে বসেন। বাংলাদেশের মানুষ ফের তাঁকেই ক্ষমতাসীন করে ২০০৮ সালে। ২০০৮ থেকে তিনি উপর্যুপরি তিনবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দফার বর্তমান সময় পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন প্রায় ১৩ বছর। সব মিলিয়ে শেখ হাসিনা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে রয়েছেন প্রায় ১৮ বছর। সে-দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে তিনিই সবচেয়ে দীর্ঘ সময় কাটাইতেছেন। পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন ২০২২ সালের ডিসেম্বরে অথবা ২০২৩-এর গোড়ার দিকে হওয়ার কথা। সে-দেশের বিরোধীরা হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে নির্বাচনে কারচুপি, গণতন্ত্র হত্যা এবং একাধিক আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ আনিয়া থাকে। কিন্তু আন্তর্জাতিক মহল তাহাতে বিচলিত বোধ করেনি। কারণ, ভোটে কারচুপি এবং আর্থিক ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতা তৃতীয় বিশ্বের কোনও দেশের পক্ষে অস্বাভাবিক বা নতুন কিছু নয়। হাসিনার নেতৃত্ব বরং বিরোধীদের এইসব সমালোচনা অনেকাংশে গুরুত্বহীনই করিয়া দিতে পারিয়াছে দুটি সত্যিকার কৃতিত্ব স্থাপন করে। প্রথমটি হল, মৌলবাদী শক্তি রীতিমতো টাইট হইয়া গিয়েছে। তাঁহার দ্বিতীয় কৃতিত্ব, বাংলাদেশের মানুষের খিদের জ্বালা প্রশংসনীয় মাত্রায় কমাইতে পারিয়াছেন। হাসিনা জমানায় বাংলাদেশের আর্থিক, সামাজিক এবং পরিকাঠামো ক্ষেত্রের যে উন্নতি হইয়াছে তাহা এককথায় অভূতপূর্ব, অকল্পনীয়! শুধু ভারত, পাকিস্তান চমকাইয়া যায়নি, উন্নত বিশ্বেরও সমীহ আদায় করিয়া নিয়াছে এই ঘটনা। রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক সুস্থিতিই যে এই ব্যাপারে বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

হাসিনার প্রশাসন বুঝাইয়া দিতে পারিয়াছে, বাংলাদেশ আর যাহাই হোক পাকিস্তান বা আফগানিস্তান নয়। ধর্মের নামে ঘৃণা বিদ্বেষ হিংসা ছড়াইবার সামান্য চেষ্টাও হাসিনা সরকার বরদাস্ত করিবে না। এই ধরনের অপরাধীদের কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তির মুখেই পড়িতে হইবে। বলার অপেক্ষা রাখে না, পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির যাবতীয় নষ্টামির আসল লক্ষ্যবস্তুর নাম ভারত। পাকিস্তান যখন কাশ্মীর, পাঞ্জাব, গুজরাত প্রভৃতি সীমান্ত পথে এঁটে উঠিতে পারে না তখন তাহাদের লক্ষ্য থাকে বাংলাদেশের মাটি। বাংলাদেশের মাটি এবং সেখানকার যুব সম্প্রদায়ের একটি অংশকে ভারত-বিরোধী কুকর্মে ব্যবহার করিবার জন্য পাকিস্তান পাঁচ দশক যাবৎ মরিয়া চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। সারা পৃথিবী জানে, ভারতের সহায়তায় ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন বাংলাদেশের রূপ দিয়াছিলেন শেখ মুজিব। এহেন নেতাকে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা অসম্ভব জানিয়াই পাক মদতপুষ্ট শক্তি মুজিবকে হত্যা করিয়াছিল। মুজিবের মৃত্যুর পরই বাংলাদেশ জুড়িয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল পাকপন্থীদের দাঁত নখ। সীমাহীন অত্যাচার নামিয়া আসিয়াছিল হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর। হাজারে হাজারে নির্যাতিত নরনারী সীমান্ত পার হইয়া ভারতে চলিয়া আসিতে থাকেন। শরণার্থীর সেই স্রোত কিছুতেই থামছিল না।

হাসিনা ক্ষমতাসীন হইয়াই এই অন্যায় বন্ধ করিবার শপথ নেন। মৌলবাদী এবং পাকপন্থীদের নষ্টামি রুখিতে গোড়াতেই কঠোর অবস্থান নেন শেখ হাসিনা। আইন ও বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে মুজিব হত্যাকারীদের একে একে শাস্তি দিয়াছেন। বিচারের কাঠগড়ায় হাজির করা হইয়াছে অন্য মৌলবাদীদেরও। বিশেষ করিয়া হিন্দু এবং বৌদ্ধদের অবাধ ধর্মাচরণেও যত্নবান হয় হাসিনা সরকার। জামাত এবং বিএনপির লাগাতার সমালোচনা আমলই দেননি প্রধানমন্ত্রী। তাঁহাকে টলাইতে পারেনি কোনও কোনও কুচক্রী বৈদেশিক শক্তিও। সবচেয়ে বেকায়দায় পড়িয়া গিয়াছে পাকিস্তান।ভারত-বিরোধী সন্ত্রাস সৃষ্টির ব্যাপারে তাহারা বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করিতে বাধা পাইতেছে। এতদিন তাহাও একরকম ছিল। আফগানিস্তানে তালিবান, থুড়ি পাকিস্তানের ছায়া সরকার বসিবার পরও হাসিনার রক্তচক্ষু মানিয়া নিতে হইতেছে। এটা কোনওভাবেই হজম হইতেছে না পাকপন্থীদের। তাহাদের পরিষ্কার মতলব, আগামী সাধারণ নির্বাচনের আগে বাংলাদেশ জুড়িয়া অশান্তি সৃষ্টি করা। সম্প্রতি বাংলাদেশের কিছু অপ্রীতিকর ঘটনার প্রতি সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। এসব ঘটনায় হিন্দুসহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বিপন্ন বোধ করিতেছেন। দুষ্কৃতীদের দমনে হাসিনা স্বয়ং তাঁহার জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করিয়াছেন এবং কিছু প্রশংসনীয় পদক্ষেপও করিয়াছেন। মানুষের এই দুঃসময়ে আমাদের উচিত, তাঁহার উপর আস্থা রাখা, হাসিনা প্রশাসনের পাশে থাকা। বাংলাদেশ ইস্যুতে ভারতের মাটিতে প্রতিবাদের নামে এমন কিছু করা উচিত হইবে না যাহাতে উল্টে ষড়যন্ত্রীরাই বাড়তি সুবিধা পাইয়া

যায়। পাকিস্তান এবং তালিবান কিন্তু বড় ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছে। তাহাতে একবার পা গলিয়া দিলেই মহাভুল হইয়া যাইবে। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যতই সন্ত্রাস চালাইবার চেষ্টা করুক না কেন শান্তিকামী ভারতবাসী এবং বাংলাদেশের দেশপ্রেমীদের উচিত শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখা পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করা। নচেৎ সন্ত্রাসবাদীরা যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে সেই সব পরিকল্পনা তাহারা সহজেই বাস্তবায়িত করিতে সুযোগ পাইবে।বিশেষ সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিকে এইসব বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

লক্ষীর ভান্ডার চলবে না বেশি দিন, পেঁচার ভান্ডার চালু হবে : সুকান্ত মজুমদার

তারাপীঠ, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : 'লক্ষ্মীর ভান্ডার বেশিদিন চলবে না। লক্ষ্মীর ভান্ডার কতদিন চলবে এর পরে পেঁচার ভান্ডার চালু হবে তা কদিন পরে দেখা যাবে'। বর্তমানে রাজ্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রকল্প লক্ষীর ভান্ডারকে এই ভাবে কটাক্ষ করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ দু'দিনের কর্মসূচি নিয়ে বৃহস্পতিবার বীরভূমে আসেন। সিউড়িতে কর্মসূচি করার পর শুক্রবার সকালে তারাপীঠ মন্দিরের যান তারা মায়ের পূজা দেওয়ার জন্য। পুজো দেবার পর সুকান্ত মজুমদার রাজ্য সরকারের রাজকোষ এর অবস্থা , বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করেন।বিজেপির রাজ্য সভাপতি লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা নিয়ে কটাক্ষ করে জানান, "এখনকার দিনে ৫০০ টাকায় কি হয়? দিদিমনি বলেছিলেন ৪ মাস আগে চালু করবেন, জুন মাস থেকে চালু করবেন। তাহলে এই চার মাসের বোনাস বলুন বা যাই বলুন তাতো দেওয়া উচিত ছিল পুজোর সময়। কিন্তু কেন জনগণ পেল না? মুখ্যমন্ত্রীর আগে তার উত্তর দেওয়া উচিত। তারপরে লক্ষ্মীর ভান্ডার কতদিন চলবে না পেঁচার ভান্ডার চালু হবে তারপরে দেখা যাবে।"

'জাল বর্ণপরিচয়': বিদ্যাসাগরকে বাঙালির শ্রদ্ধার্ঘ্য

শোভনলাল চক্রবর্তী

'বর্ণ পরিচয়' কার লেখা? উত্তর আমাদের সকলের জানা, কিন্তু বইবাজারে বা বইয়ের ছোট দোকানে চোখ রাখলে ধাঁধা লেগে যাওয়ার উপক্রম। ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত হয় বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়', বাংলা প্রাইমারের এক মাইলফলক। এই বইকে সঙ্গী করে আজ দেড়শো বছরের বেশি সময় ধরে চলছে বাঙালির বর্ণভিক্ষা। এই দেড়শো বছরে 'বর্ণপরিচয়' -এর বিপুল জনপ্রিয়তার কারণে অন্যান্য প্রাইমার লেখক শুরুতে 'বর্ণপরিচয়' নামে বই লিখলেও তার আগে জুড়ে দিতেন -সহজ, সরল, সুবোধ, সচিত্র, নব, নতুন, প্রথম প্রভৃতি বিশেষণ। কিন্তু 'বর্ণপরিচয়'-এর প্রভাব বা তার অনুকরণে প্রকাশিত প্রাইমারের মাঝে ঘটল আরও এক আশ্চর্য ঘটনা, প্রকাশিত হল নকল 'বর্ণপরিচয়'। বিদ্যাসাগর রচিত গ্রন্থের হুবহু কপি বেরিয়ে পড়ল। এই নকলনবিশির সূচনা বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশাতেই। তৎকালীন 'অনুসন্ধা' পত্রিকার বিশেষ সন্ধানেধরা পড়েছিল এক 'জুয়াচোর গ্রন্থকারের'। ১৮৮৯ সালে এই জুয়াচুরি প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের কোনো অভিমত পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগর প্রয়াত হলেন। ১৮৯১ সালে। বিদ্যাসাগর তাঁর জীবদ্দশায় 'বর্ণপরিচয়'-এর প্রথম ভাগের ৩০ তম সংস্কারণে এবং তাঁর দ্বিতীয় ভাগের ৬২ তম সংস্করণের বিন্যাসে শেষবারের মতো সংস্কার করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নারায়ণ আদালতের দ্বারস্থ হয়ে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী 'বর্ণপরিচয়' গ্রন্থের স্বত্বাবিধাকর দখল করেন। সেই ' স্বচ্ছাচারীও বিপথগামী' নারায়ণ, বিদ্যাসাগর যাঁকে ত্যাজা ঘোষণা করেছিলেন। ১৮৯৫-৯৬ সালে তিনি 'বিদ্যারত্ন' উপাধি নিয়ে 'বর্ণপরিচয়' -এ তাঁরই হস্তক্ষেপ ঘটালেন। খানিকটা সময়ের দাবি মেনেই তিনি অক্ষর বিন্যাসে, সংশ্লিষ্ট অক্ষর যোগে ছবি ও শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটালেন। বিদ্যাসাগর কৃত সাবিবদ্ধ অ, আ, ক,খ নবপরিচয়ে হল 'অ-অজগর, আ-আনারস, ক-কোকিল, খ-খরগোস--- প্রতিটি শব্দের সাদাকালো সচিত্র পরিচয়। বিদ্যাসাগর তাঁর সমকালে অন্যান্য সচিত্র প্রাইমার গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'বর্ণপরিচয়'কে চিত্রভূষিত করেননি। সেটা করলেন নারায়ণ। শুধু তাই নয়, বর্ড়যোজনার দৃষ্টান্তস্বরূপ বিদ্যাসাগর 'বর্ণপরিচয়'-এ যেসব বানান নির্দিষ্ট করেছিলেন, নারায়ণ বানান তালিকা থেকে সেগুলি যথেষ্ট খারিজ করলেন, নতুন বানানের অনুপ্রবেশ ঘটালেন, বদল আনলেন বাক্যবন্ধেও। নমুনা হিসিবে সবচেয়ে যেটি উল্লেখযোগ্য সেটি হল 'গোপাল-রাখাল' পাঠ বদলটি। খুব বেশিদিন অবশ্য নারায়ণ তাঁর দখল 'বর্ণপরিচয়'-এর স্বত্বাধিকার রাখতে পারলেন না। কারণ বিদ্যাসাগরের সম্পত্তি বন্ধক রেখে বৃত্তির টাকা মিটিয়ে দিতে হবে। বিদ্যাসাগরের সম্পত্তি হিসাবে বন্ধক রাখা হল তাঁর বাদুড়বাগানের বাড়িটি এবং তাঁর রচিত 'বর্ণপরিচয়' সহ অন্যান্য পাঠ্যপুস্তকগুলি। এইভাবে কিছুদিন বৃত্তিভোগীরা তাঁদের প্রাপ্য অর্ত পেলেও একসময় তা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর যখন বন্ধক রাখা সম্পত্তি ছাড়ানোর মেয়াদও উত্তীর্ণ হয়ে গেল, তখন পাঠ্যপুস্তকগুলির স্বত্ব বিক্রির জন্য ডাকা হল নিলাম। সেখানে সর্বোচ্চ দর দিয়ে বইগুলির স্বত্ব অধিকার করেন আশুতোষ দেব, যিনি এ টি দেব নামে অধিক পরিচিত। ততদিনে বিদ্যাসাগর পুত্র নারায়ণ বিদ্যারত্ব-কৃত 'বর্ণপরিচয়' সর্বসাধারণের মান্যতা লাভ করেছে, ফলে 'বর্ণপরিচয়'-এর রিসিভার সংস্কারণ এবং পরবর্তীকালে এ টি দেবের তত্ত্বাবধানে, দেব সাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড থেকে প্রকাশিত 'বর্ণপরিচয়'আসলে যতখানি না বদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়'তার চেয়ে বেশি নারায়ণ বিদ্যারত্নের 'বর্ণপরিচয়'। মনে রাখতে হবে, ওই পরিবর্তিত 'বর্ণপরিচয়'ই আজকের প্রচলিত বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়'। অন্যদিকে গ্রন্থস্বত্বের নিয়ম অনুযায়ী এ টি দেবের স্বত্বাধিকারের মেয়াদ ফুরোলে যে কোনো প্রকাশন সংস্থাই বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' প্রকাশের যথেচ্ছ স্বাধীনতা পেয়ে যান। প্রকাশিত হয় 'বর্ণপরিচয়' -এর নির্মল সংস্কারণ, নন্দন সংস্করণ, সংসদ সংস্করণ। এছাড়াও নানা প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়ে চলেছে 'বর্ণপরিচয়'। প্রকাশনা সংস্থার রুচি অনুযায়ী সেগুলি সেজে উঠছে, আধুনিক বানানবিধির দোহাই দিয়ে পুরনো বানানে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। আমদানি করা হচ্ছে নতুন বানান। পাঠ শেষে সংযোজিত হয়েছে প্রশ্ন ও অনুশীলনা। নারায়ণ বিদ্যারত্নের সময়ের সাদাকালো ছবির ছড়াছড়ি। অ-অজগর থেকে শুরু করে 'গোপাল-রাখাল' এবং দ্বিতীয় ভাগের ভুবন ও তার কুখ্যাত মাসি—সবই এখন রঙিন, চটকদার।

শুধু 'বর্ণপরিচয়' নয়, বর্ণবোধ', 'ধারাপাত' সহ বাংলা বানানের নানা বই বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়'-এর মুখোশে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। সেই সব বইও গোলাপি মলাটের, বিদ্যাসাগরের ছবিযুক্ত। বিদ্যাসাগরের নাম ভাঁড়িয়ে, 'বর্ণপরিচয়' জালগ্রন্থে শিশুপাঠ্যের বাজার ছেয়ে গেছে।

পাশাপাশি বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় জাল 'বর্ণপরিচয়'-এর সন্ধান দিয়েছিল যে 'অনুসন্ধান' পত্রিকা, সেই জাল এখন আরও বিস্তৃত ও সুদূরপ্রসারী। বিদ্যাসাগর বেঁচে থাকাকালীন যদি জুয়াচোরেরা তাঁর গ্রন্থের হুবহু করি করে, তাঁর নাম ও ছবি ব্যবহার করে লোক ঠকাতে পারে, তাহলে আজকের দিনে সেই চৌর্যবৃত্তির রমরমা হওয়াই স্বাভাবিক। 'বর্ণপরিচয়' আজ অভিভাবকহীন, স্বত্বহীন। তাই জাল গ্রন্থের অসাধু ব্যবসায়ীরা দিব্যি বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' কে অবিকল নিজের নামে বা একটু আধটু নিয়মরক্ষার হেরফের ঘটিয়ে ঢালাও ব্যবসা করে চলেছেন। বাংলা বই বাজারের বিয়মকানুন তাঁদের ছোঁয় না বা ছুঁতে পারে না। গ্রন্থস্বত্বের মেয়াদ শেষ হলে কোনো লেখকের লেখা যে কোনো প্রকাশক ছাপাতে পারেন, কিন্তু তাই বলে কি কেউ সে কথা নিজের নিয়ম যাই হোক, এটি যে শাস্তিযোগ্য অপরাধ তা বোধ করি কোনো প্রশ্নের অপেক্ষা রাখে না। 'বর্ণপরিচয়' লেখকরা মদনমোহন তর্কলঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা' গ্রন্থের প্রথম ভাগের 'প্রভাত বর্ণন' কবিতাটি (পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল/ কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল) দিব্যি 'বর্ণপরিচয়' গ্রন্থেছ ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এছাড়াও 'শিশুশিক্ষা' গ্রন্থের অসংখ্য বাক্য 'বর্ণপরিচয়' গ্রন্থে ঢুকে আছে। আজ গ্রামে-গঞ্জে মফস্সলে এই ডাল 'বর্ণপরিচয়'-এর রমরমা। বিশেষত গ্রামেগঞ্জে যুদির দোকানে যে 'বর্ণপরিচয়' মেলে, সেসবের প্রায় সম্পূর্ণটাই জাল 'বর্ণপরিচয়'। এই জাল বইগুলিতে যথারীতি বড় হরফে লেখা থাকে 'বর্ণপরিচয়', প্রথম ভাগ/ দ্বিতীয় ভাগ', তলায় বড় হরফে লেখা থাকে 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর'। এরপর ছোট হরফে লেখা থাকে 'মহাশয়ের পন্থানুসারে'। শেষে লেখকের নাম, সেই নাম আজ আর 'অনুসন্ধান' পত্রিকা যেমনটা লিখেছিল, 'জুয়াচোর লেখকদের নাম অণুবীক্ষণের তলায় ফেলিয়া দেখিতে হয়'। তেমনটা নয়, যথেষ্ট বড় হরফের লেখা। আজকের জুয়াচোরেরা অকুতোভয়,বিদ্যাসাগরের নামের সমান মাপের হরফে তাঁদের নাম। মলাটপাতায় ছাপাখানার ঠিকানা, দাম দশ টাকা। আর অতি অবশ্যই গোলাপি মলাটের মাঝখানে বিদ্যাসাগরের সাবেকি ছবিটি। শুধু 'বর্ণপরিচয়' নয়, বর্ণবোধ', 'ধারাপাত' সহ বাংলা বানানোর নানা বই বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়'-এর মুখোশে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। সেই সব বইও গোলাপি মলাটের, বিদ্যাসাগরের ছবিযুক্ত। বিদ্যাসাগরের নাম ভাঁড়িয়ে, 'বর্ণপরিচয়' জালগ্রন্থে শিশুপাঠ্যের বাজার ছেয়ে গেছে। কাল উত্তীরণ একটি শিশুশিক্ষার, গ্রন্থ, যার রচয়িতা শিক্ষারম্ভের এক মহতী ব্যক্তিত্ব, তাঁর নিকৃষ্ট নকল বা তাঁর চিত্র ও স্বাক্ষর দেখিয়ে লোক ঠকানো এই অসাধু ব্যবসা কি চলতেই থাকবে? যে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা বিদ্যাসাগরের মৃত্যু ও জন্মবার্ষিকীতি নিয়ম করে সংবাদপত্রে ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় শ্রদ্ধার্ঘ্য উগরে দিয়ে থাকেন, তাঁরা কি এ ব্যাপারে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবেন? (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ইসিজি'র প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে কেন ?

অসীম সুর চৌধুরী

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটা পরিসংখ্যান বলছে ফি বছর সারা পৃথিবীতে হৃৎরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ আর ভারতে এটা ২১ লক্ষ্যের উপরে। তবে এটা ২০১৬-র হিসাব। নিঃসন্দেহে এই ক'বছরে সংখ্যাটা আরও বেড়েছে। তাই করোনা কালেও বলতে হচ্ছে হৃদরোগের সমস্যাটা আরও ভয়ানক।

হৃৎপিন্ড স্বাভাবিক কাজকর্ম করছে কিনা তা জানার জন্য বর্তমানে যে যন্ত্রটার সাহায্যে আমাদের প্রথমেই নিতে হয় তার নাম 'ইলেক্ট্রো কার্ডিও গ্রাম' বা সংক্ষেপে 'ইসিজি'। দেখা যাচ্ছে যে হৃৎপিন্ডের ছন্দময় সংকোচন ও প্রসারণের ফলে খুব অল্প পরিমাণ এ সি ভোল্টেজ (কয়েক মিলি ভোল্ট) উৎপন্ন হয়। এই এ সি তরঙ্গগুলোর গতি প্রকৃতি ইসিজি যন্ত্রে সাহায্যে দেখা যায় এবং রেকর্ডও করা যায়। বস্তুত এই তরঙ্গগুলো বিশ্লেষণ করে একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অন্যায়াসেই বলেদিতে পারেন যে ওই হৃদপিন্ডের স্পন্দন স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক।

কিন্তু আজ থেকে কয়েকশো বছর আগে হৃৎপেশীর চরিত্র সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদেরও কোনও ধারণাই ছিল না। এর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে যে ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক ভোলেজট উৎপন্ন হয় তা ছিল অজানা। কিন্তু একটা ঘটনার পর্যবেক্ষণ জীবন বিজ্ঞানীদেরএই ব্যাপারে মনোনিবেশ করার জন্য উৎসাহিত করল।

১৭৮৬ সালের ঘটনা। তখন ইটালির বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'লুইগি গ্যালভানি' নামে একজন বিখ্যাত শারীরবিদ ছিলেন। একদিন গ্যালভানি কতগুলো কাটা ব্যাং নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিলেন। এই কারণে ব্যাঙের কিছু কাটা পা লবণ জলে ভিজিয়ে পিতলের হুকে গেঁছে তিনি ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। এর ঠিক নীচে একটা লোহার রেলিং ছিল। সেই সময় হাওয়ায় দুলে দুলে ব্যাঙের পা সেই লোহার রেলিংকে বার বার স্পর্শ করছিল। গ্যালভানি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন যে ব্যাঙের পা যখনই লোহার রেলিংয়ে ছোঁয়া লাগছে তখনই সেই পায়ের মাংশপেশী কুঁচকে গিয়ে আবার ছিটকে পড়ছে। অর্থাৎ ওই কাটা পায়ের মধ্যে যেন একটা স্পন্দন দেখা গেল। এর থেকে গ্যালভানির মনে ধারণা জন্মাল যে, ব্যাঙের পায়ের মাংসপেশীতে আপনা থেকেই তড়িৎ জন্মেছে, আর যার ফলে ওইরকম স্পন্দন দেখা গিয়েছে। গ্যালভানির ধারণাটা পুরোপুরি সত্যি না হলেও প্রাণীদের মাংসপেশী সঞ্চালনের ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় কিনা তা জনার কিন্তু সেই শুরু। তারপর নানা গবেষণার মধ্য দিয়ে জীব বিজ্ঞানীরা জানতে পারেলেন যে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর পেশীর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়। হৃদপেশীর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। হৃৎপিন্ডের অবিশ্রান্ত সংকোচন ও প্রসারণের ফলে বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়। হৃদপেশীর ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটে। হৃৎপিন্ডের অবিশ্রান্ত সংকোচন ও প্রসারণের ফলে সবসময় আমাদের দেহের হৃৎপেশীতে ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়ে চলেছে। সেই ভোল্টেজ তরঙ্গের ছবি ইসিজি যন্ত্রের সাহায্যে আমরা দেখতে পাই এবং তা রেকর্ডও করতে পারি।

ইসিজি কীভাবে কাজকর্ম করে তা বুঝতে গেলে আগে হৃৎপিন্ড সম্বন্ধে কতগুলো তথ্য আমাদের জেনে নিতে হবে।

মানুষের হৃৎপিন্ডকে যদি প্রস্থচ্ছেদ করে আমরা দেখি তবে দেখতে পাব যে এতে মোট চারটে প্রকোষ্ঠ আছে। ওপরের প্রকোষ্ঠ দুটোর নাম 'বাম অলিন্দ' ও 'ডান অলিন্দ'। এবং নীচের দুটোর পরিচয় 'নাম নিলয়' ও 'ডান নিলয়' নামে। রক্তকে পাম্প করে আমাদের দেহের সমস্ত প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার পেছনে হৃৎপিন্ডের ওই চারটে প্রকোষ্ঠের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু সংকোচন ও প্রসারণের ফলে হৃৎপিন্ডে যে বৈদ্যুতিক ভোল্টেজের উদ্ভব হয় তার উৎস কোথায়? বিজ্ঞানীরা

গবেষণা করে দেখেছেন যে ডান অলিন্দের একেবারে ওপরের দিকে একটা ছোট্ট বিন্দুর মতো স্থান থেকে ওই বৈদুতিক ভোল্টেজের জন্ম হচ্ছে। এই স্থানটা 'পেশমেকার' বা 'সিনো অ্যাটারিয়ানল নোড' নামে পরিচিত। সংক্ষেপে একে এস এ নোডও বলা হয়। এই এস এ নোড কতকগুলো বিশেষ ধরনের কোষ দিয়ে তৈরি যারা সমবসময় ইলেকট্রিক ভোল্টেজ উৎপন্ন করে চলেছে। এই বৈদ্যুতিক ভোল্টেজকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'অ্যাকশন পোটেনশিয়াল'। এই 'অ্যাকশন পোটেনশিয়াল' তরঙ্গ এরপর হৃৎপিন্ডের 'রায় কেন্দ্রস্থলের একটা বিন্দুতে পোঁছায়, যার নাম 'অ্যাটারিও ভেন্ট্রিকুলার নোড সংক্ষেপে এ ভি নোড। তারপর কতগুলো তন্তুর সাহায্যে যাদের নাম 'পার্কিন্‌জ' তন্তু, এই তরঙ্গ সারা হৃৎপিন্ডে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে হৃৎপিন্ডের চারটে প্রকোষ্ঠর মধ্যেই হৃৎপিন্ডের 'অ্যাকশন পোটেনশিয়াল' তরঙ্গগুলো বিরাজ করছে। হৃৎপিন্ডের গতি প্রকৃতির পরিবর্তনের সাথে সাথে এই তরঙ্গগুলোর আকৃতিরও বদল ঘটে। ইসিজি যন্ত্রে সাহায্যে তরঙ্গগুলোর হুবহু লেখচিত্র আমরা পেয়ে যাই।

প্রাণীদের হৃৎস্পন্দনের ফলে বৈদ্যুতিক প্রবাহ উৎপন্ন হয়, এই কথাটা প্রথম প্রমাণ করেন ইতালির পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর কার্লো ম্যাটিইকসি, ১৮৩৮ সালে। কিন্তু মানুষের হৃৎপিন্ডের গতি প্রকৃতি প্রথম রেকর্ড করার কৃতিত্ব 'আগস্টাস ওয়ালার'-এর ১৮৮৭ সালে। তিনি ক্যাপিলার ইলেক্ট্রোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে ওই কাজটা করেছিলেন। কিন্তু আধুনিক ইসিজি যন্ত্রের জনক বলতে যাকে বোঝায় তিনি হলেন, প্রফেসর ইউলিয়াম এ্যাইনস্‌ওভেন। ১৯০৩ সালে তাঁর আবিষ্কৃত ইসিজি যন্ত্রের মূল বিত্তি ছিল স্ট্রিং গ্যালভানোমিটার। এই ইসিজি নামটা তিনিই প্রথম ব্যবহার করেছেন। এই আবিষ্কারের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ১৯২৪ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। কিন্তু এই স্ট্রিং গ্যালভানোমিটার পদ্ধরি সাহায্যে হৃৎপিন্ডের গতি প্রকৃতি রেকর্ড করতে গিয়ে নানা অসুবিধা দেখা দিল। এই বাধাগুলো কীভাবে দূর হবে তা নিয়ে গবেষণা চলতে লাগল। ১৯৪৮ সালে সুইডেন-এর এক ইঞ্জিনিয়ার নাম রুনে এলম্‌কিউভিস্ট, সরাসরি রেকর্ড করার ক্ষমতাযুক্ত ইসিজি যন্ত্র তৈরি করেন। এই পদ্ধতিতে একটা ইস্ক জেট প্রিন্টার এর সাহায্যে সরাসরি ছক কাগজের উপর হৃৎপিন্ডের গতি প্রকৃতির লেখচিত্র এঁকে দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। বর্তমানে ইসিজি যন্ত্রের আরও অনেক উন্নতি সাধন করা হয়েছে। এখন কম্পিউটারইজড ইসিজি যন্ত্রে সাহায্যে হৃদয়ের অতি সূক্ষ্ম গতিপ্রকৃতির তথ্য দেখা যায় এবং রেকর্ড করা যায়। ইজিসি পরিমাপের জন্য অনেকগুলো বিশেষ দরনের 'তার রোগীর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় লাগানো হয়। এই তারগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে 'ইলেকট্রোড'। সাধারণত দশটা 'ইলেকট্রোড' থাকে তবে তিনটে বা পাঁচটা 'ইলেকট্রোড' ও ব্যবহার হয়। দশটা 'ইলেকট্রোড'কে শরীরের দশ জায়গায় স্থাপন করা হয়। এগুলো হল বাঁ হাত ও ডান হাতের কবজি, বাঁ পা ও ডান পায়ের গোড়ালির ঠিক উপরে আর বাঁদিকে বুক যেখানে হৃৎপিন্ড অবস্থান করে সেখানে ছটা বিভিন্ন জায়গায়। এই দশটা 'ইলেকট্রোড'-এর তারের রং আলাদা আলাদা এবং কোন অঙ্গে কোন তার লাগানো হবে তা স্থির করা থাকে। একটা তালিকা করে ব্যাপারটা দেখানো হল। ইলেকট্রোডগুলো হাত, পা ও বুকের লাগানোর পর এদের 'লিড' নামে অভিহিত করা হয়। যেমন ডান পায়ে যে তার লাগানো হয় তাকে বলে আর এল লিড, বাঁ হাতে যে তার লাগানো হয় তার নাম এল এ লিড' ইত্যাদি। এইভাবে সমস্ত লিডগুলো বিভিন্নভাবে বিন্যাস ও সমবায়ের সাহায্যে মোট ১২ রকম ভাবে রেকর্ড করা হয়। এর ফলে ছক কাগজে ১২ ধরনের লেখচিত্র পাওয়া যায়। এই জন্য এর নাম '১২ লিড ইসিজি'।

কীভাবে ইসিজি যন্ত্র কাজ করে ? খুব সহজ ও সাধারণভাবে বলা হচ্ছে। হৃৎপিন্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে যে ক্ষুদ্র এ সি ভোল্টেজের সৃষ্টি হয় তা দুটো লিড এর সাহায্যে ইসিজি যন্ত্রে পৌঁছে দেওয়া হয়। যন্ত্রে ভিতর কয়েক ধাপ অ্যাম্প্লিফার লাগানো থাকে। তার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় সেই ক্ষুদ্র এ সি ভোল্টেজ ধাপে ধাপে বর্ধিত হয়ে অনেক গুণ বেড়ে যায়। তারপর সেই বর্ধিত এ সি ভোল্টেজকে ইসিজি রেকর্ডরে নিয়ে আসা হয়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

নিরন্তর বাড়ছে দুই জ্বালানির দাম, মধ্যবিত্তের মাথায় হাত

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর (হি.স.): মূল্যবৃদ্ধির সর্বকালীন রেকর্ড গড়েই চলেছে পেট্রোল ও ডিজেল। শুক্রবার ফের দাম বাড়ল দুই জ্বালানি তেলের দাম। দিল্লিতে ১০৭-টাকা ছুঁইছুঁই পেট্রোলের দাম, কলকাতা এবং মুম্বইতেও মহার্ঘ্য হয়েছে পেট্রোল। পেট্রোলের পাশাপাশি ডিজেলের দামও প্রতিদিনই নতুন নতুন রেকর্ড গড়ছে। পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধিতে স্বাভাবিকভাবেই মাথায় হাত সাধারণ মানুষের।

০.৩৫ পয়সা মূল্যবৃদ্ধির পর শুক্রবার দিল্লিতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.৮৯ টাকা এবং ডিজেল ০.৩৫ পয়সা বেড়ে ৯৫.৬২ টাকা প্রতি লিটার। মুম্বইয়ে লিটার প্রতি পেট্রোলের বর্ধিত দাম ১১২.৭৮ টাকা ও ডিজেল ১০৩.৬৩ টাকা। কলকাতায় পেট্রোলের দাম ১০৭.৪৫ টাকা ও ডিজেলের মূল্য ৯৮.৭৩ টাকা প্রতি লিটার, চেন্নাইয়ে দাম বাড়ার পর পেট্রোলের দাম ১০৩.৯২ টাকা ও ডিজেল ৯৯.৯২ টাকা।

ব্রিটেনে ফের ঊর্ধ্বমুখী করোনা-সংক্রমণ, ১১৫ বেড়ে মোট মৃত্যু ১.৩৯-লক্ষাধিক

লন্ডন, ২২ অক্টোবর (হি.স.): ব্রিটেনে আবারও বাড়ছে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। মৃত্যুর সংখ্যা কখনও বাড়ছে, কখনও আবার কমছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রিটেনে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫২ হাজার ৯ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ১১৫ জনের। নতুন করে ১১৫ জনের মৃত্যুর পর ব্রিটেনে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ১৪৬।

বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৫২ হাজার ৯ জন সংক্রমিত হওয়ার পর ব্রিটেনে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বনের হল ৮,৬৪১,২২১ জন। ব্রিটেনে ইতিমধ্যেই করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৭,০৫৭,৫৮৬ জন। তবে, সাম্প্রতিক সময়ে করোনার প্রকোপ বৃদ্ধি চিন্তা বাড়াচ্ছে।

শনিতে গোসাবায় নির্বাচনী জনসভা অভিষেকের, প্রস্তুতি প্রায় শেষ

গোসাবা (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ২২ অক্টোবর (হি.স.): আগামী ৩০ অক্টোবর দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা বিধানসভা কেন্দ্রে উপ-নির্বাচন। গোসাবা বিধানসভা উপ-নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী সুব্রত মণ্ডলের সমর্থনে শনিবার দুপুরে গোসাবার পাঠানখালীতে সুন্দরবন হাজী দেশারত কলেজের মাঠে নির্বাচনী জনসভা করতে আসছেন ডায়মন্ড হারবারের সংসদ তথা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেকের এই নির্বাচনী জনসভাকে ঘিরে যথেষ্ট উন্মাদনা রয়েছে তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে।

মঞ্চ তৈরির কাজও প্রায় শেষ। তৃণমূল সূত্রের খবর, হেলিকপ্টারে পাঠানখালীতে এসে পৌঁছবেন অভিষেক। ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে হেলিপ্যাড। মঞ্চ বাধার কাজের পাশাপাশি যে মাঠে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা করবেন সেই মাঠে কাদা থাকায় শুক্রবার সকাল থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী ও স্থানীয় মানুষজন মিলে কাদা পরিষ্কারের কাজ শুরু করেছেন। অভিষেকের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করতে ইতিমধ্যেই পুলিশ কর্মীরা সভাস্থল নিরীক্ষণ করেছেন। নির্বাচনী এই জনসভাকে ঘিরে দলীয় পতাকা ও ফেস্টুনে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে গোটা পাঠানখালী দ্বীপকে। হিন্দুস্থান সমাচার। পার্সতি।

সরকারকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে অমিত শাহের অবদান অসামান্য : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর (হি.স.): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দল (বিজেপি) ও সরকারকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে অমিত শাহের অসামান্য অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। জন্মদিনে ৫৭ বছর বয়সী অমিত শাহের দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

শুক্রবার সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী শুভেচ্ছা-বার্তায় জানিয়েছেন, 'অমিত শাহজিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। আমি বহু বছর ধরে অমিত ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করেছি এবং দল ও সরকারকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের সাক্ষী থেকেছি। একই উদ্দীপনায় দেশের সেবা করতে থাকুন। আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।' শুধু প্রধানমন্ত্রীই নন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতারা অমিত শাহকে এদিন জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

হরিয়ানার ঝাজ্জরে চারটি গাড়ির সংঘর্ষ, ৩ জন মহিলা-সহ মৃত ৯

ঝাজ্জর (হরিয়ানা), ২২ অক্টোবর (হি.স.): হরিয়ানার ঝাজ্জর জেলায় চারটি গাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৯ জন। দুর্ঘটনায় মৃত ৯ জনের মধ্যে ৩ জন মহিলা ও একটি শিশু। আহত হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন। শুক্রবার ভোররাত ৩.৩০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বাহাদুরগড় শহরের কাছে কুন্দলি-মানেসার-পালওয়াল এক্সপ্রেসওয়েতে। পুলিশ সূত্রের খবর, শুক্রবার ভোররাতে একটি এরটিগা গাড়ি ১১ জন যাত্রীকে নিয়ে রাজস্থান থেকে উত্তর প্রদেশ অভিমুখে যাচ্ছিল।

তদন্তকারী অফিসার ওম প্রকাশ জানিয়েছেন, বাদলি ও ফারুখানগরের মাঝে একটি দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পিছনে গাড়িটিকে দাঁড় করান চালক। ওই গাড়িতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে একটি ট্রাক, দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই গাড়ির ৮ জন যাত্রীর এবং আহত হন ৩ জন। পরে দুর্ঘটনাস্থলে দাঁড়ায় আরও একটি গাড়ি। ওই গাড়িতে ছিলেন ৭ জন যাত্রী। ওই গাড়ির পিছনে ধাক্কা মারে একটি ট্রাক। মৃত্যু হয় একজনের। আহত অবস্থায় বাকিদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

চেতলার ঝুপড়িতে বিধ্বংসি আগুন, ঝলসে গেল ২ শিশু-সহ চারজন

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : শুক্রবার চেতলায় ঝুপড়িতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ছড়াল ব্যাপক চাঞ্চল্য। ঘটনায় দুই শিশু-সহ চারজন জখম হয়েছেন। তাঁরা এসএসকেএম হাসপাতালে ভরতি। অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি।

শুক্রবার দুপুর ১টা ১৫ মিনিট নাগাদ চেতলার ওই ঝুপড়ির একটি ঘর থেকে আচমকাই কালো ধোঁয়া বেরতে দেখেন স্থানীয়রা। মুহূর্তেই আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পাওয়া যায়। খবর দেওয়া হয় দমকলে। খবর পাওয়ামাত্রই একে একে দমকলের চারটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় আগুন নেভানোর কাজ।

ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় আগুন নেভাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় দমকলকর্মীকে। সরু পাইপের সাহায্যে আগুন নেভানোর কাজ শুরু হয়। গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে এই বিপত্তি ঘটেছে বলেই মনে করা হচ্ছে। আগুনে ঝলসে যায় ওই ঝুপড়ির ঘরে থাকা চারজন। তাদের মধ্যে ২ জন শিশুও রয়েছে। প্রত্যেকেই বর্তমানে এসএসকেএম হাসপাতালে ভরতি। সকলের অবস্থা বেশ আশঙ্কাজনক। আগুন যাতে ভয়াবহ রূপ নিতে না পারে, তাই ঝুপড়ির ঘর থেকে সিলিন্ডার বের করে দেওয়া হয়েছে। এদিকে, অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যান ফিরহাদ হাকিম। তাঁর তৎপরতাতেই জখমদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয় বলেই দাবি স্থানীয়দের।

মধ্য মুম্বইয়ে বহুতলে আগুন-আতঙ্ক! ১৯-তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু একজনের

মুম্বই, ২২ অক্টোবর (হি.স.): বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ে ৬১-তলা আবাসিক বহুতলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। শুক্রবার দুপুর বারোটা নাগাদ মধ্য মুম্বইয়ের কারি রোডে অবস্থিত ৬১-তলা অভিঘ্ন পার্ক অ্যাপার্টমেন্টে আগুন লাগে। ৬১-তলা বহুতলের ১৯-তলায় আগুন লাগে, দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন, আগুন লাগা মাত্রই ১৯-তলা থেকে ঝাঁপ দেন একজন আবাসিক। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও, প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। দমকল সূত্রের খবর, শুক্রবার দুপুরে মধ্য মুম্বইয়ের কারি রোডে অবস্থিত ৬১-তলা অভিঘ্ন পার্ক অ্যাপার্টমেন্টের ১৯-তলায় আগুন লাগে। আগুন ছড়িয়ে পড়ে ২৫-তলা পর্যন্ত। আগুন-আতঙ্কে ১৯-তলা থেকে একজন ঝাঁপ দেন, তাঁর মৃত্যু হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে আসেন মুম্বইয়ের মেয়র কিশোরী পেডনেকর। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও আগুন নেভানো সম্ভব হয়নি। দমকলের ১২টি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে দুর্ঘটনার কবলে লরি ও কন্টেনার, আহত দু''জন

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.): শুক্রবার ভোররাতে দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি লরি ও কন্টেনার। কলকাতা থেকে হাওড়াগামী একটি কন্টেইনার বিদ্যাসাগর সেতু থেকে নামার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশে থাকা ডিভাইডার ও লাইটপোস্টে ধাক্কা মারে। এর ফলে কনটেইনারটি এক লেন থেকে অন্য লেনে চলে যায়।

সেই সময় পেছন থেকে আসা অপর একটি লরি ওই কন্টেইনারের পেছনে ধাক্কা মারে। আহত হন গাড়িচালক ও অন্য একজন। দুর্ঘটনার জেরে লরিটির সামনের অংশ ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় দু''জনকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল

গড়িয়াহাট জোড়া খুনে ফের নয়া তথ্য, পুলিশের সন্দেহ মিঠুই মূল ষড়যন্ত্রী

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.): গড়িয়াহাট জোড়া খুন কাণ্ডে পুলিশের সামনে উঠে আসছে নানা প্রশ্ন। ইতিমধ্যেই গড়িয়াহাট খুন কাণ্ডে অভিযুক্ত মিঠু হালদারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার গড়িয়াহাট জোড়া খুনে ফের নয়া তথ্য। পুলিশ সূত্রে খবর, খুনের ব্লু প্রিন্ট থেকে পালানোর ছক, পুরোটাই করেছিল অভিযুক্ত মিঠু হালদার। পুলিশের অনুমান, এই জোড়া খুনে মিঠু হালদারই ষড়যন্ত্রী। শুক্রবার পুলিশ সূত্রে খবর, খুনিরা পুলিশকে বিভ্রান্ত করতে একাধিক পরিকল্পনা কষেছিল। পুলিশের অনুমান, এই খুনে মিঠু হালদারের সঙ্গে জড়িত তাঁর বড় ছেলে ভিকি। যদিও মিঠু হালদার গ্রেফতার হলেও, এখনও পলাতক ভিকি।

উল্লেখ্য, গড়িয়াহাট থানা এলাকার কাঁকুলিয়া রোডে একটি দোতলা বাড়ি থেকে এক মালিক ও তাঁর গাড়ি চালকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে গড়িয়াহাট থানার পুলিশ। গড়িয়াহাট পুলিশ সূত্রে খবর, সম্পত্তি বিবাদের জেরেই গড়িয়াহাটে খুন। কাঁকুলিয়া রোডের তিনতলা একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় মালিক মৃত সুবীর চাকী ও তাঁর চালক রবীন মণ্ডলের ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত দেহ। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল।

পানিপতে টেক্সটাইল ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি

পানিপত, ২২ অক্টোবর (হি.স.): হরিয়ানার পানিপতে টেক্সটাইল ফ্যাক্টরিতে আগুনে ক্ষয়ক্ষতি হল প্রচুর। শুক্রবার সকালে পানিপতের জাতাল রোডে অবস্থিত একটি টেক্সটাইল ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন লাগে। ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত ওই ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে ওই ফ্যাক্টরি, গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়।

অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে, ফ্যাক্টরির ভিতরে থাকা অনেক কিছু পুড়ে যাওয়ায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। কীভাবে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখছেন দমকল কর্মীরা।

ঢাকা, ২২ অক্টোবর (হি.স) : বাংলাদেশে সাম্প্রতিক হিংসার অন্যতম চক্রীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাত ১০টা নাগাদ কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকত থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে কক্সবাজার জেলা পুলিশ। ধৃতকে কুমিল্লা জেলা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের নাম ইকবাল হোসেন (৩৫)। তিনি পেশায় রং মিস্ত্রি। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে তাঁকে চিহ্নিত করেছে পুলিশ। কুমিল্লার পুলিশ সুপার ফারুখ আহমেদ জানান, ধৃত ব্যক্তিই হিংসার ঘটনার মূল চক্রী কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গত ১৩ অক্টোবর গভীর রাতে ইকবালকে নানুয়া দিঘি এলাকায় ঘুরতে দেখা গিয়েছিল। ওই এলাকার একটি বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজ হাতে পায় পুলিশ। সেখান থেকে ওই ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা। এই ঘটনায় প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে শেখ হাসিনা সরকার। তড়িঘড়ি ড্যামেজ কন্টোলে নামেন হাসিনা স্বয়ং। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে শেখ হাসিনা নির্দেশ দেন, হিংসার ঘটনায় দোষীদের কড়া শাস্তি দিতেই হবে।

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে ফুলবাড়িতে বিক্ষোভ বিজেপির

ফুলবাড়ি, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : দুর্গাপুজোর সময় বাংলাদেশে দুর্গা মন্দিরে ভাঙচুর ও হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে কোচবিহারে বিক্ষোভ বিজেপির। শুক্রবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফুলবাড়ির ক্ষেতিতে বিক্ষোভ মিছিল করে বিজেপির জেলা পরিষদ ৫ নম্বর মণ্ডল কমিটি।

শুক্রবার ওই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা রিষদ ৫ নম্বর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত বর্মন, দুই সম্পাদক রমেন বর্মন ও বিনয় সরকার, সহ সভাপতি শেফালি সরকার, মহিলা মোর্চার মণ্ডল সভাপতি কোয়েল মিশ্র প্রমুখ। এদিন বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয় ক্ষেতি বাজার বিজেপির দলীয় কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে পরে পার্শবর্তী এলাকা পরিক্রমা করে। —হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

বাজারদর চড়া, আশা দিতে পারছেন না টাস্ক ফোর্স কর্তা

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : বাজারে শস্য—সবজির দাম সাঙ্ঘাতিক বেড়ে গিয়েছে। নাভিশ্বাস উঠেছে আমজনতার। রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অথবা খাদ্য বিপননমন্ত্রী কারও মুখে রা নেই। মুখ্যমন্ত্রী ব্যস্ত প্রধানমন্ত্রী আর কেন্দ্রকে দুষতে।কতটা চড়া বাজারদর? বাজার ঘুরে দেখা গেল, পিঁয়াজ, পটল, কুমড়ো, ঢেঁড়শ, শশা, বেগুন—সহ বিভিন্ন সবজির দাম বেশ চড়া। বেগুনের দাম কেজি প্রতি ৮০—১০০ টাকা, টমেটো ৮০ টাকা, দু'রকম পটল বিকোচ্ছে ১০০ আর ৬০ টাকায় ফুলকপি ৩০ টাকা। আলু, বাঁধাকপি ও কুমড়োর দামও কিছুটা নাগালছাড়া। বাজারদরের ওপর নজর রাখতে বেশ ক'বছর আগেই মুখ্যমন্ত্রী টাস্ক ফোর্স করে দিয়েছেন। এর সদস্য তথা পশ্চিমবঙ্গ ফোরাম অফ ট্রেডার্স অর্গানাইজেশনের সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ কোলে শুক্রবার 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "পর পর প্রাকৃতিক বিপর্যয় এর মূল কারণ। তার জেরে খেতের ফসল পচে যাচ্ছে।

যাত্রীবাহী গাড়ি উল্টে নয়ানজলিতে, আহত আট

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স) : শুক্রবার সকালে নয়ানজলিতে একটি যাত্রীবাহী গাড়ি উল্টে গিয়ে জখম হলেন আট যাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে, এদিন সকাল এগারোটা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লকের কুশিদাগামি রাজ্য সড়কে। আহত ব্যক্তিদের হরিশ্চন্দ্রপুর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে বলে খবর। এখনও পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি বলে জানান হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। ঘটনার পর থেকে গাড়িচালক পলাতক। চালকের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যাত্রীবাহী গাড়িটি কুশিদা থেকে তুলসীহাটার অভিমুখে আসছিল। গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাজ্য সড়কের ধারে নয়ানজলিতে উল্টে যায় বলে খবর। যাত্রীরা জানালার কাঁচ ভেঙে কোনো রকমে বেড়িয়ে আসে। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে স্থানীয়রা হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামিন হাসপাতালে ভর্তি করান। গাড়িতে মোট কতজন যাত্রী ছিল তা সঠিক কেউ বলতে পারছে না।

উত্তর প্রদেশের জৌনপুরে দো-তলা বাড়ি ভেঙে মৃত ৫, আহত ৬ জন

জৌনপুর, ২২ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের জৌনপুর জেলায় জীর্ণপ্রায় দো-তলা বাড়ি ভেঙে প্রাণ হারালেন ৫ জন। এছাড়াও ৬ জন গুরুতর আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে জৌনপুর জেলার রাউজা আর্জান এলাকায় মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে। সেই সময় ওই বাড়ির সমস্ত সদস্যারা ঘুমিয়েছিলেন। ঘুমের মধ্যেই ভগ্নস্তূপের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। মৃতদের নাম-সানজিদা (৩৭), আজিমুল্লাহ (৬৮), মহম্মদ কাইফ (৮), মহম্মদ সইফ (১৯) এবং মিসবাহ (১৮)। সিটি ম্যাজিস্ট্রেট অনিল অগ্নিহোত্রী জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাত এগারোটা নাগাদ রাউজা আর্জান এলাকায় অবস্থিত একটি বাড়ি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। কামরুদ্দিন ও জামালউদ্দিনের (উভয়েরই রাজমিস্ত্রি) বাড়ি আচমকাই ভেঙে পড়ে। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় পুলিশ ও দমকল। প্রায় ৩ ঘন্টা উদ্ধারকাজ চালানোর পর ভগ্নস্তূপের নীচ থেকে ৬ জনকে উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। মর্মান্তিক এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

সত্যজিতের নামাঙ্কিত পুরস্কার দেওয়া হবে স্করসেসি ও ইস্টভানকে : অনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর (হি.স.): 'সত্যজিৎ রায় লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট' পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে দুই বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালকের হাতে। মার্টিন স্করসেসি এবং ইস্টভান জাবো। শুক্রবার এই ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। ২০ থেকে ২৮ নভেম্বর গোয়ায় ভারতের ৫২ তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (আইএফএফআই) এই পুরস্কার প্রদান করা হবে। অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন, "২০ থেকে ২৮ নভেম্বর গোয়ায় আয়োজিত হবে ৫২ তম ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কল্পনাকে তুলে ধরেছে আমাদের দেশ। কার্লোস সরা পরিচালিত 'দ্য কিং অব দ্য এনটায়ার ওয়ার্ল্ড' ছবিটি দিয়ে শুরু হবে উৎসব। জেন ক্যাম্পিওন পরিচালিত 'দ্য পাওয়ার অব দ্য ডগ'-ও দেখানো হবে উৎসবে। এ রকম মোট ৩০টি ছবি বেছে নেওয়া হয়েছে এ বারের জন্য।"

"ফাদার" (১৯৬৬), "মেফিস্টো" (১৯৮১)-র মতো বিশ্বখ্যাত ছবির স্রষ্টা হাঙ্গেরিয়ান পরিচালক জাবো। হলিউড ছবির নতুন যুগের প্রবর্তক স্করসেসি। 'দি আইরিশম্যান', 'ট্যাক্সি ড্রাইভার', 'দ্য উলফ অব ওয়াল স্ট্রিট'-এর মতো ছবি বানিয়ে প্রশংসিত হয়েছেন। সেই সঙ্গে স্করসেসি তুলেছেন "নো ডেকিশন হোম: বব ডিলান" বা "দ্য লাস্ট ওয়ালৎজ"-এর মতো সাড়া জাগানো তথ্যচিত্রও। জাবো এবং স্করসেসি, এই দুই পরিচালককে সত্যজিৎ রায়ের নামাঙ্কিত এই পুরস্কারে ভূষিত করা ছাড়াও একাধিক ওটিটি ছবিকেও প্রথম বার সম্মান দিতে চলেছে চলচ্চিত্র উৎসব। তা ছাড়া প্রয়াত ভারতীয় শিল্পী দিলীপ কুমার, সুমিত্রা ভাবে, সঞ্চারী বিজয়, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, সুরেখা সিক্রিকেও স্মরণ করা হবে এই উৎসবে।

হাতে সময় কম, কালীপুজোর আগে ব্যস্ততা কুমোরটুলিতে

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.): কথায় বলে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। সবে মাত্র মিটেছে দুর্গাপুজো ও লক্ষ্মী পুজো। তবে, এখনও শেষ হয়নি উৎসবের। সামনেই কালী পুজো। কালী পুজোর আগেই কুমোরটুলিতে ফিরল ব্যস্ততা। আবহাওয়ায়ও অনুকূল, ফলে মুখে হাসি ফুটেছে কুমোর পাড়ার শিল্পীদের।

জোর কদমে কালীঠাকুর গড়ার কাজ শুরু করে দিয়েছেন কুমোর টুলির শিল্পীরা। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চলছে প্রতিমা গড়ার কাজ। হাতে তো আর খুব বেশি দিন আর বাকি নেই। তাই দিন-রাত এক করে কালী প্রতিমা নির্মাণ করছেন শিল্পীরা।

হিন্দুস্থান সমাচার। পায়েল।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোয়া অভিযান নিয়ে সংশয় তথাগত রায়ের

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোয়া অভিযান নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলেন প্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

তথাগতবাবু শুক্রবার দুপুরে টুইটার ও ফেসবুকে লিখেছেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের দাবি তুলে ধরতে সেই সুদূর গোয়া যাবেন। এটি একটি গণতান্ত্রিক দেশ (পশ্চিমবঙ্গের সম্ভাব্য ব্যতিক্রম ছাড়া) এবং তিনি এটি করার ব্যাপারে স্বাধীন। যাই হোক, এখন পর্যন্ত কোনও এক আদর্শের উপর ভিত্তি করে কোন দল, কোনও একক নেতার উপর নির্ভরশীল, তার উৎপত্তিস্থলের বাইরে খুব একটা কিছু করতে সক্ষম হয়নি।

রাজ্যগুলি ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিকভাবে কাছাকাছি থাকলেও এটি সত্য। একটি উদাহরণ হল মুলায়ম এবং লালু বিহার এবং ইউপি-র সাথে। এবং পশ্চিমবঙ্গ এবং গোয়া ভাষাগত, সাংস্কৃতিক এবং ভৌগোলিকভাবে অনেক দূরে। যাই হোক, গোয়া সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে যে তার রাস্তার লড়াইয়ের রাজনীতি গোয়ার পর্যটন শিল্পকে বিঘ্নিত করবে না। পর্যটন ভাল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল।"

চেতলার ঝুপড়িতে বিধ্বংসি আগুন, ঝলসে গেল ২ শিশু-সহ চারজন

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : শুক্রবার চেতলায় ঝুপড়িতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ছড়াল ব্যাপক চাঞ্চল্য। ঘটনায় দুই শিশু-সহ চারজন জখম হয়েছেন। তাঁরা এসএসকেএম হাসপাতালে ভরতি। অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। শুক্রবার দুপুর ১টা ১৫ মিনিট নাগাদ চেতলার ওই ঝুপড়ির একটি ঘর থেকে আচমকাই কালো ধোঁয়া বেরতে দেখেন স্থানীয়রা। মুহূর্তেই আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পাওয়া যায়। খবর দেওয়া হয় দমকলে। খবর পাওয়ামাত্রই একে একে দমকলের চারটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় আগুন নেভানোর কাজ। ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় আগুন নেভাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় দমকলকর্মীকে। সরু পাইপের সাহায্যে আগুন নেভানোর কাজ শুরু হয়। গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে এই বিপত্তি ঘটেছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

ভারতের নিরাপত্তায় অমিত শাহর ভূমিকা স্মরণ করলেন সুকান্ত মজুমদার

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর জন্মদিনে ভারতের নিরাপত্তায় তাঁর ভূমিকা স্মরণ করলেন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।সুকান্তবাবু টুইটে লিখেছেন, "কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তাঁর নেতৃত্বে দল শক্তিশালী হয়ে উঠছে এবং ভারতের নিরাপত্তা ও ঐক্য শক্তিশালী হচ্ছে। এটি জাতির অগ্রগতিকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। তিনি সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন লাভ করুন।"প্রসঙ্গত, সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে গান্ধীনগরের লোকসভা সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন অমিত শাহ। তিনি ২০১৭ সাল পর্যন্ত গুজরাটের রাজ্যসভা সদস্য ছিলেন। অমিত শাহ বিজেপির প্রধান কৌশলী ও নরেন্দ্র মোদির ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসাবে চিহ্নিত।

"নতুন ভারতকে রূপান্তরিত করছেন অমিত শাহ"শুভেন্দু অধিকারী

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.) :"নতুন ভারতকে রূপান্তরিত করছেন অমিত শাহ"। শুক্রবার তাঁর জন্মদিনের বার্তায় এই মন্তব্য করেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।শুভেন্দুবাবু টুইটে লেখেন, "আমার হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাই। ভারতকে শক্তিশালী করার জন্য আপনার প্রচেষ্টা স্মরণ করি। আমাদের জাতির জন্য যুদ্ধে শক্তি সহকারে লড়াই করে নতুন ভারতকে রূপান্তরিত করছেন। ইশ্বর আপনাকে দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন দান করুন।"অমিত অনিলচন্দ্র শাহ (জন্ম ২২ অক্টোবর ১৯৬৪) একজন ভারতে বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি ২০১৪ সালের ৯ জানুয়ারি থেকে ২০২০ সালের ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

অভিনেতা অ্যালেকের নকল বন্দুক থেকে চলল গুলি, মৃত্যু মুখ্য চিত্রগ্রাহকের

নিউ মেক্সিকো, ২২ অক্টোবর (হি.স.): চলছিল শ্যুটিং। গোলাগুলির শব্দও শোনা যাচ্ছিল নিউ মেক্সিকোতে বসা হলিউড ছবি "রাস্ট" মুভির সেট-এ। ছবির প্রধান নায়ক হিসেবে শ্যুট করছিলেন "মিশন ইম্পসিবল" ছবি খ্যাত মার্কিন অভিনেতা অ্যালেক বল্ডউইন। প্রায় সবকিছু চলছিল চিত্রনাট্য মেনে পরিকল্পনা অনুযায়ী। আচমকাই বিপত্তি। অ্যালেক বল্ডউইন-এর হাতে নকল বন্দুক থেকে ছুটে গেল আসল গুলি! গুলিবিদ্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হয় ছবির মুখ্য চিত্রগ্রাহক হ্যালাইনা হাটচিনসের। গুরুতর আহত হয়েছেন "রাস্ট" ছবির পরিচালক জোয়েল সৌজা।

নিউ মেক্সিকোর হুয়ান রিওজ-এর সান্টা ফে কাউন্টি অঞ্চলে চলছিল "রাস্ট" ছবির শ্যুটিং। শ্যুটিংয়ের মাঝে আকস্মিক এই দুর্ঘটনার জেরে বর্তমানে স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ রয়েছে এই ছবির সমস্ত রকমের কাজ। সান্টা ফে কাউন্টির শেরিফের অফিসের তরফে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই এই ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কারও নাম অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। কী ধরণের অস্ত্র ব্যবহৃত করা হচ্ছিল ওই ছবির সেটে, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

বিজেপি-র দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর কর্মীদের, শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতেই বিক্ষোভ

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : বিজেপি-র কর্মসূচি নিয়ে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল কাটোয়ার দাঁইহাটে বর্ধমান পূর্ব (গ্রামীণ) জেলা কার্যালয়। দলের কর্মসূচিতে নেতৃত্বের উপস্থিত হওয়ার আগেই কার্যালয়ে ভাঙচুর চালালেন কর্মীরা।সূত্রের খবর, অশান্তির জেরে ভেঙে ফেলা হল চেয়ার ও কার্যালয়ের অন্য সামগ্রী। মারামারিতে আহত হলেন বেশ কয়েকজন। বিজেপি- র বর্ধমান পূর্ব (গ্রামীণ) জেলা সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষ ও দাঁইহাট নগর কমিটির সভাপতি অনুপ বসুকে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ দেখানো হয়। কৃষ্ণকে সরানোর দাবিতেই এই বিক্ষোভ বলে দাবি করেছেন বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীরা। জেলার বিজেপি কর্মীদের মধ্যে সাংগঠনিক জেলার দায়িত্বে থাকা কৃষ্ণকে নিয়ে অনেকদিন ধরেই নানারকম ক্ষোভ হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিক্ষোভরত সমর্থকরা। এর আগেও কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। শুক্রবার তা বড় আকার ধারণ করে। জেপি কর্মী-সমর্থকদের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে শীর্ষ নেতৃত্ব কর্মী-সমর্থকদের খোঁজ রাখেননি। কী ভাবে তাঁরা কার্যত পালিয়ে পালিয়ে দিন কাটিয়েছেন, সে খবর নেননি নেতারা। আর নির্বাচনে ভরাডুবির কারণ কষ্ণ। সেই কারণেই কৃষ্ণকে সরিয়ে নতুন কাউকে সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পদে বসাতে হবে, দাবি তোলেন বিজেপি সমর্থকরা। এদিন গোলমালের মধ্যেই কার্যালয়ে পৌঁছে যান বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তাঁদের সামনে প্রথমে এক দফা বিক্ষোভ হয়। পরে তাঁরা কার্যালয়ের ভিতরে ঢুকে সভা শুরু করলেও বিক্ষোভ ক্রমাগত চলতেই থাকে। এক দল সমর্থক কার্যালয়ের বাইরে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। কর্মীরা দাবি করেন, কৃষ্ণর জন্য বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবি হয়েছে বিজেপি-র। তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হোক। পাল্টা কৃষ্ণ ঘোষের ঘনিষ্ঠদের দাবি, তাঁদের মারধর করা হয়েছে। চাপান উতোর চলতেই থাকে। তাদের থামাতে ব্যর্থ হন নেতৃত্ব।

চিনের হাত থেকে তাইওয়ানকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর আমেরিকা : জো বাইডেন

ওয়াশিংটন, ২২ অক্টোবর (হি.স.): চিনের হাত থেকে তাইওয়ানকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর আমেরিকা। জানিয়ে দিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বাইডেন জানিয়েছেন, 'চিনের হাত থেকে তাইওয়ানকে রক্ষা করবে আমেরিকা।' পাল্টা আমেরিকাকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তাইওয়ানের বিষয়ে সাবধানতার সঙ্গে কাজ করতে বলেছে চিন। শুক্রবার চিন জানিয়েছে, 'আপোষের কোনও স্থান নেই।'

তাইওয়ানকে বরাবরই নিজেদের ভূখণ্ড বলে দাবি করে এসেছে চিন। সাম্প্রতিককালে তাইওয়ানের আকাশসীমা লঙ্ঘন থেকে শুরু করে একাধিক সামরিক প্রদর্শনের মাধ্যমে পরিস্থিতি জটিলও করে তুলেছে চিন। তাইওয়ান নিজেদের স্বাধীনতা হারানোর ভয়ে রয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, চিনের হাত থেকে তাইওয়ানকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর আমেরিকা। আমেরিকাকেও পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়েছে চিন।

এনসিবি-র দফতরে অনন্যা পাণ্ডে, পৌঁছলেন বাবা চাঙ্কি পাণ্ডেও

মুম্বই, ২২ অক্টোবর (হি.স) : শুক্রবার দুপুরে ফের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরোর (এনসিবি) দফতরে পৌঁছেলেন অনন্যা পাণ্ডে। সঙ্গে ছিলেন বাবা চাঙ্কি পাণ্ডের মেয়েকেও। মাদককাণ্ডে আরিয়ান খানের গ্রেফতারির পর বৃহস্পতিবার অনন্যা পাণ্ডের বাড়িতে হানা দেয় নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরো(এনসিবি)। এনসিবির তরফে ওইদিনই তলব করা হয়। বাজেয়াপ্ত করা হয় অনন্যার ফোনও। চাঙ্কি পাণ্ডের কন্যা অনন্যা শাহরুখ তনয়া সুহানা খানের বেস্ট ফ্রেন্ড বলেই পরিচিত। টানা দুঘণ্টার জিজ্ঞাসাবাদের পর এনসিবি দফতর থেকে বেরিয়ে যায় অনন্যা পাণ্ডে। তবে এদিনও ফের তলব করা হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

অণুচক্রিকা শব্দটি কিভাবে পেলাম?

কোথাও কেটে গেলেই সেখানে সাধারণত রক্ত জমাট বাঁধতে দেখা যায়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এমনিতে শরীরের ভেতরে রক্ত জমাট বাঁধে না। কিন্তু কেন? রক্ত নিয়ে গবেষণার সূচনাপর্বে এটি বিজ্ঞানীদেরও ভাবিয়েছিল। অবশ্য শরীরের ভেতরে বা রক্তনালির মধ্যেও মাঝেমধ্যে রক্ত জমাট বাঁধতে পারে। এর ফলে ছোট ছোট রক্তনালিতে জট লেগে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এতে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক হয়ে মানুষ মারাও যেতে পারে। তবে আপাতত সেটি নিয়ে দুচিন্তার কিছু নেই।

রক্ত কেন জমাট বাঁধে, তার ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়েছিল ১৮৪১ সালে। সে বছর মাইক্রোস্কপের নিচে রক্তের মধ্যে নতুন এক বস্তুর খোঁজ পেয়েছিলেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জর্জ গালিভার। এ বস্তুটির ছবিও এঁকেছিলেন তিনি। পরের বছর ফরাসি বিজ্ঞানী আলফ্রেড ডোহনি রক্তে নতুন ওই বস্তুটি দেখেন। এর প্রায় ৪০ বছর পর ইতালিয়ান চিকিতক গুইলিও বিজ্জোজিরো এই নতুন পদার্থ নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। ১৮৮২ সালে তিনি প্রমাণ করেন, স্বাভাবিকভাবেই রক্তে পদার্থটি থাকে। আবার এর সঙ্গে রক্ত জমাট বাঁধার সম্পর্ক আছে। ইতালিয়ান ভাষায় তিনি এই পদার্থটির নাম দিলেন পিয়াসস্ট্রিন, যার অর্থ ছোট প্লেট বা থালা। কারণ এদের আকার-আকৃতি অনেকটা ছোট ছোট প্লেট বা থালার মতো। আসলে এ বস্তুটির আকার-আকৃতি দুটি থালার মতো, মানে মুখোমুখি দুটি থালার মতো। ১৯০৬ সালে এক গবেষণা প্রবন্ধে বস্তুটিকে প্লেটস হিসেবে উল্লেখ করেন মার্কিন বিজ্ঞানী জেমস রাইট। তবে ১৯১০ সালের আরেক গবেষণা প্রবন্ধে নামটি পরিবর্তন করে রাখেন প্ল্যাটিলেটস বা অণুচক্রিকা। এর পাশাপাশি এ রক্তকণিকার সমার্থক শব্দ হিসেবে অনেকে থ্রম্বোসাইটস নামেও ডাকতে লাগলেন। গ্রিক অর্থ রক্ত জমাট বাঁধা আর অর্থ কোষ। কাজেই থ্রম্বোসাইট অর্থ রক্ত জমাট বাঁধার কোষ।

অণুচক্রিকা লোহিত রক্তকণিকার চেয়েও ছোট। দুটি অণুচক্রিকা পাশাপাশি রাখলে একটি লোহিত কণিকার সমান হয়। আটটি অণুচক্রিকার ওজনের সমান একটি লোহিত রক্তকণিকার ওজন। রক্তে শ্বেতকণিকার চেয়ে অণুচক্রিকার সংখ্যা অনেক বেশি। সাধারণত রক্তের প্রতিটি শ্বেতকণিকার বিপরীতে ৩৫টি অণুচক্রিকা আর প্রতি ২০টি লোহিত কণিকার বিপরীতে মাত্র একটি অনুচক্রিকা থাকে।

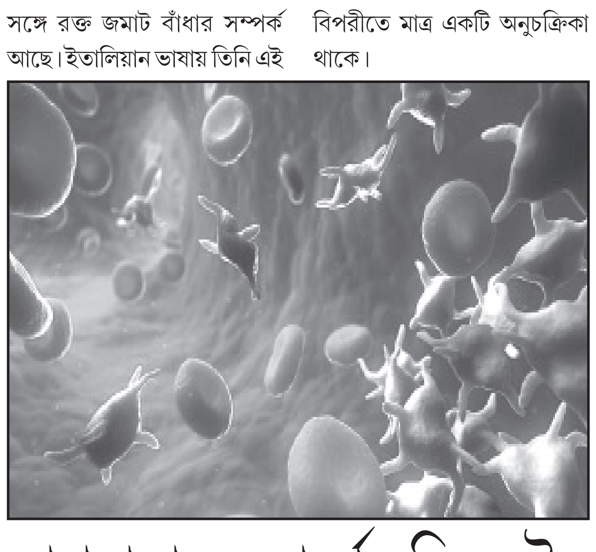

তাপমাত্রা ও স্পর্শের রিসেপ্টর পেল চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল

এ বছর চিকিৎসাবিজ্ঞান ও শারীরবিদ্যায় নোবেল পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী ডেভিড জুলিয়াস এবং লেবাননের আরডেম পাটাপুটিয়ান। তাঁদের গবেষণা আমাদের তাপমাত্রা ও স্পর্শের অনুভূতি নিয়ে।

এই দুই বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছেন, তাপমাত্রা আর চাপের অনুভূতি বহন করার স্নায়ুতে স্নায়ুতাড়না কী করে সৃষ্টি হয়, কোন রিসেপ্টরগুলোর প্রয়োজন হয়। তাপমাত্রা, স্পর্শানুভূতি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু তাঁদের এ আবিষ্কারের আগে আমাদের স্নায়ুতন্ত্র কীভাবে পরিবেশ থেকে তাপ-চাপ বুঝতে পারে, তা ছিল এক রহস্য। তাদের এ আবিষ্কারের ফলে চিকিৎসাবিজ্ঞানে খুলে যায় নতুন দিগন্ত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে দার্শনিক রেনে দেকার্ত দেহের বিভিন্ন অংশের সাথে মস্তিস্কের সংযোগকারী সুতার কথা কল্পনা করেন। পরবর্তীতে আবিষ্কৃত হয়, অনুভূতি বহন করে নিয়ে যায় স্নায়ু। কিন্তু এই স্নায়ু ঠিক কীভাবে বুঝতে পারে বাইরের পরিবেশে তাপমাত্রা কী, বা স্পর্শের অনুভূতি?

মরিচ আমাদের চামড়ায় জ্বালাপোড়ার অনুভূতি দেয়। এর জন্য দায়ী ক্যাপসাইসিন। বিজ্ঞানী ডেভিড জুলিয়াস মরিচে উপস্থিত ক্যাপসাইসিন ব্যবহার করে এমন এক সেন্সরের উপস্থিতি প্রমাণ করেন, যা তাপমাত্রার প্রতি সংবেদনশীল। এই সেন্সর বা রিসেপ্টরের নামঞ্টউঞ্ঝ১। এটি আমাদের দেহে তাপমাত্রার অনুভূতি দেয়। দেহের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা, দেহের ভেতরের অঙ্গগুলোতে ব্যথা কিংবা স্নায়বিক কোনো সমস্যায় ব্যথা হলেও এই রিসেপ্টর কাজ করে। প্রতিবর্তী ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণেও রয়েছে এর ভূমিকা।

অন্যদিকে বিজ্ঞানী আরডেম পাটাপুটিয়ান চাপ-সংবেদনশীল কোষ ব্যবহার করে এক নতুন ধরনের সেন্সর আবিষ্কার করেন। এটি আমাদের চামড়া ও অন্যান্য অঙ্গে চাপ দেওয়া হলে তা বুঝতে পারে। এই সেন্সর বা রিসেপ্টরের নাম ঞ্কত্রৈদ্র২। এটি কাজ করে স্পর্শানুভূতি তৈরিতে। এছাড়া শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্তচাপ, এমনকি হাড়ের পুনর্গঠনেও রয়েছে এর ভূমিকা।

বিজ্ঞানী ডেভিড জুলিয়াস ও আরডেম পাটাপুটিয়ানের আবিষ্কৃত এই সেন্সরগুলো নিয়ে আরো গবেষণা হয়েছে, আবিষ্কার হয়েছে দেহের অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগুলোর কাজ। দেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় এই সেন্সরগুলোর কাজ নিয়ে গবেষণা চলছে। এগুলোর ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন দীর্ঘমেয়াদি ব্যথার সমস্যাসহ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা আবিষ্কারের।

মগজে জিপিএস

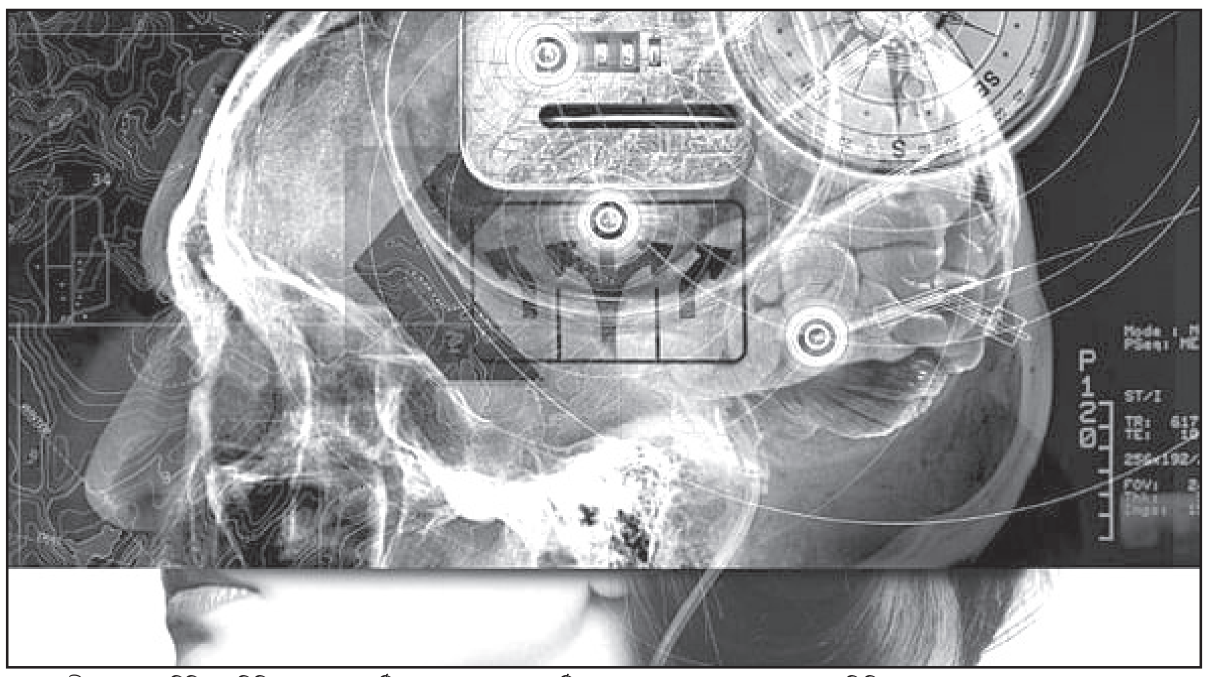

আমরা কীভাবে পথ চিনি? পরিচিত জায়গায় গেলে কীভাবে বুঝি যে ওখানে আমরা আগেও এসেছিলাম? কিংবা একেবারে নতুন পরিবেশে গেলে কীভাবে বুঝি যে পরিবেশটা নতুন? পরিবেশের জটিল স্মৃতি আমরা কীভাবে ধরে রাখি? এসব প্রশ্নের মোটামুটিভাবে যে উত্তর আমরা সবাই জানি, তা হলো, আমাদের মগজের মেমোরি সেল বা স্মৃতিকোষে জমা থাকে এসব তথ্য। আমরা যখন নতুন কিছু দেখি, আমাদের মস্তিষ্ক নতুন তথ্যগুলো ধারণ করে স্মৃতিকোষে জমা রাখে। আমরা এটাও জানি যে বিভিন্ন প্রাণীর স্মৃতিধারণক্ষমতা বিভিন্ন। যেমন হাতির স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর, কিন্তু গোল্ডফিশের স্মৃতিশক্তি প্রায় নগণ্য। মানুষেরও মস্তিষ্কের স্মৃতিধারণক্ষমতা সবার সমান নয়। বয়স, অনুশীলন ও অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিধারণক্ষমতাও তুলনামূলকভাবে বেড়ে যায়। যে পথ আমরা ছোটবেলায় কিছুতেই চিনতে পারতাম না, বড় হয়ে সেই পথ চিনতে আমাদের সমস্যা হয় না। পথ ও অবস্থান খুঁজে বের করার জন্য এখন কত ধরনের যান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে। গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম বা জিপিএস এখন সুলভ ও বহুল ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি। গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে এখন জিপিএস বিশেষ পথপ্রদর্শকের কাজ করে। উপগ্রহের মাধ্যমে আমরা আমাদের অবস্থান ও গন্তব্যের দিকনির্দেশনা পাই জিপিএসের সাহায্যে।

মানুষের ক্ষেত্রে পথ খুঁজে বের করার পদ্ধতি সম্পর্কে একটা ভাসা-ভাসা ধারণা পাওয়া গেল। ভাসা-ভাসা বললাম এ কারণে যে মস্তিষ্কের সব কোষের কার্যপদ্ধতি নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি এখনো। আমরা এখনো জানি না ঠিক কী কারণে আলজেইমারস-জাতীয় রোগ হয়, বা স্মৃতিবিনাশ ঘটে। বিজ্ঞানীরা এটুকু নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছেন যে আলজেইমারস রোগীর হিপোক্যাম্পাস ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মানুষের রোগের কারণ-সম্পর্কিত গবেষণার জন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানীদের নির্ভর করতে হয় ইঁদুর বা অন্যান্য প্রাণী নিয়ে গবেষণালব্ধ ফলের ওপর।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, ইঁদুর বা অন্যান্য প্রাণী পথ বা পরিবেশ কীভাবে চেনে বা মনে রাখে? সব প্রাণীর মগজেই কি আছে কোনো না কোনো ধরনের জিপিএস? এ-সংক্রান্ত ব্যাপক গবেষণা করে যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছেন আমেরিকান-ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন ও'কিফ এবং নরওয়ের বিজ্ঞানী দম্পতি মে-ব্রিট মোজার ও এডভার্ড মোজার। ২০১৪ সালে চিকিতাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছেন এই তিনজন বিজ্ঞানী।

যেভাবে শুরু

যুক্তরাষ্ট্রের মনোবিজ্ঞানী এডওয়ার্ড টলম্যান ১৯৪৮ সালে ফিজিওলজিক্যাল রিভিউতে প্রকাশিত তাঁর কগনিটিভ ম্যাপস ইন র‍্যাটস অ্যান্ড ম্যান শিরোনামের গবেষণাপত্রে প্রাণী কীভাবে পথ চেনে, তার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন। তিনি দেখান, প্রাণীরা স্থান ও ঘটনার সমন্বয় ঘটিয়ে পরিবেশের চিত্র মনে রাখতে পারে। ক্রমঘটমান ঘটনা ও ক্রম-অগ্রসরমাণ অবস্থানের সমন্বয়ে প্রাণীর মগজের মধ্যে ক্রমান্বয়ে একটা সামগ্রিক মানসিক ম্যাপ তৈরি হয়। ওই মানসিক ম্যাপ দেখেই প্রাণীরা পথ চেনে। টলম্যানের তত্ত্বপথ চেনার প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটা বৈজ্ঞানিক ধারণা দেয় ঠিকই, কিন্তু মগজের ঠিক কোন জায়গায় এবং ঠিক কী প্রক্রিয়ায় এই মানসিক ম্যাপ তৈরি হয়, সে সম্পর্কে কোনো ধারণা দেয় না।

পরবর্তী ২০ বছর ধরে অনেক বিজ্ঞানীই অনেক রকমের গবেষণা করেছেন এ ব্যাপারে। কিন্তু ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তেমন সুনির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়নি। ১৯৭১ সালে বিজ্ঞানী জন ও'কিফ প্রাণীর মস্তিষ্কে প্লেইস সেল বা স্থানিক কোষ আবিষ্কার করে প্রাণীর পথ চেনার পদ্ধতি-সম্পর্কিত গবেষণায় নতুন পথের সন্ধান দেন।

জন ও'কিফ ও প্লেস সেল

নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার পর জন ও'কিফের ইচ্ছা হলো মনের দর্শন (ফিলোসফি অব দ্য মাইন্ড) সম্পর্কে পড়াশোনা করার। ১৯৬০ সালে ভর্তি হয়ে গেলেন নিউইয়র্ক সিটি কলেজে। ১৯৬৩ সালে সাইকোলজিতে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন জন। তারপর চলে যান কানাডায়। ফিজিওলজিক্যাল সাইকোলজি (শারীরতাত্ত্বিক মনোবিজ্ঞান) বিষয়ে মন্টিয়েলের ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করেন অধ্যাপক রোনাল্ড মেলজ্যাকের তত্ত্বাবধানে। তাঁর পিএইচডি গবেষণার বিষয় ছিল 'সেন্সরি প্রপার্টিজ অব অ্যামিগডালা'। প্রাণীর ঘ্রাণ নেওয়ার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে অ্যামিগডালার কোষগুলো।

পিএইচডি করার পর ১৯৬৭ সালে ইউএস ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেন্টাল হেলথের পোস্ট ডক্টরাল ফেলো হিসেবে যোগ দেন ইউনিভার্সিটি কলেজ অব লন্ডনে। শুরুতে অ্যামিগডালার কোষ নিয়ে গবেষণা করলেও লন্ডনে এসে তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত হয় হিপোক্যাম্পাসে। প্রাণীর জীবনে হিপোক্যাম্পাসের ভূমিকা কী? প্রাণীর স্মৃতি সংরক্ষণে মস্তিষ্কের হিপোক্যাম্পাসের একটা ভূমিকা আছে, তা জানা গেছে ১৯৫৭ সালে। হেনরি মোলেইসন নামে এক রোগীর মৃগীরোগ সারানোর জন্য দুটি হিপোক্যাম্পাসই কেটে বাদ দেওয়ার পর দেখা গেছে যে হেনরি তাঁর স্মৃতিশক্তির অনেকখানিই হারিয়েছেন।

হিপোক্যাম্পাসের সুনির্দিষ্ট ভূমিকার ব্যাপারটা কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়নি তখনো। ইঁদুরের হিপোক্যাম্পাস নিয়ে গবেষণা শুরু করেন ও'কিফ। ইঁদুরের হিপোক্যাম্পাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে (আস্তে আস্তে কিছুটা করে কেটে নিয়ে) তিনি ইঁদুরের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি দেখেন হিপোক্যাম্পাসের ক্ষতি হলে ইঁদুর আর জায়গা চিনতে পারছে না। নতুন জায়গায় গেলে ইঁদুরের যে উত্তেজনা বাড়ে, তা হিপোক্যাম্পাসের অনুপস্থিতিতে কমে যায়। অনেক পরীক্ষা করে ও'কিফ দেখেন যে হিপোক্যাম্পাসের কিছু কোষ শুধু প্লেস বা জায়গার পরিবর্তন হলে উত্তেজিত হয়। তিনি এই কোষগুলোর নাম দিলেন 'প্লেস সেল'। প্লেস সেলগুলো শুধু জায়গা পরিবর্তন বা দিক পরিবর্তনের সময় উত্তেজিত হয়। ১৯৭১ সালে তিনি তাঁর ছাত্র জনাথন ডস্ট্রভিস্কির সঙ্গে প্লেস সেলের ফলাফল প্রকাশ করেন ব্রেন রিসার্চ জার্নালে। তাঁর পেপার থেকে আমরা জানতে পারি, হিপোক্যাম্পাস ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রাণী জায়গা চিনতে পারে না, পথ ভুলে যায়।

প্লেস সেলগুলোর উত্তেজনা জন ও'কিফের আগে আর কেউ পর্যবেক্ষণ করেননি। ও'কিফ আবিষ্কার করলেন যে প্লেস সেলগুলো শুধু পরিচিত পরিবেশে পেলেই উদ্দীপ্ত হচ্ছে, বিভিন্ন প্লেস সেল মিলে পরিবেশ সম্পর্কে একটা সুনির্দিষ্ট ছক তৈরি হচ্ছে মস্তিষ্কের হিপোক্যাম্পাসে। তিনি আরও দেখালেন যে হিপোক্যাম্পাসে বিভিন প্লেস সেলের সমন্বয়ে বিভিন্ন পরিবেশের অসংখ্য মানসিক ম্যাপ সংরক্ষিত থাকতে পারে।

জন ও'কিফের আবিষ্কার স্নায়ুবিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। সারা পৃথিবীতে অসংখ্য বিজ্ঞানী প্লেস সেল-সংক্রান্ত তত্ত্বীয় ও পরীক্ষামূলক গবেষণায় লিপ্ত হন। এসব গবেষণার ফল থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় যে প্লেস সেলগুলো মগজে স্থানিক পরিবেশের একটা ম্যাপ তৈরি করে তা স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে। স্মৃতি সংরক্ষণে হিপোক্যাম্পাসের ভূমিকা মানুষের মানসিক রোগের কারণ এবং চিকিতা-সংক্রান্ত গবেষণায় নতুন পথের সন্ধান দেয়। আলজেইমারস রোগীদের মস্তিষ্কের এমআরআই স্ক্যান পরীক্ষা করে দেখা গেছে, তাদের হিপোক্যাম্পাস ক্ষতিগ্রস্ত। গবেষণা চলতে থাকে।

মে-ব্রিট মোজার ও এডভার্ড মোজার এবং গ্রিড সেল

১৯৯৫ সালে জন ও'কিফের ল্যাবে পোস্ট ডক্টরেট রিসার্চ করতে এলেন নরওয়েজিয়ান তরুণ দম্পতি মে-ব্রিট ও এডভার্ড মোজার। তখন পর্যন্ত ধারণা ছিল যে পরিবেশ চেনার ব্যাপারে মস্তিষ্কের হিপোক্যাম্পাসের সামনের দিক ও পেছনের দিক সমান ভূমিকা রাখে। মে-ব্রিট ও এডভার্ড আবিষ্কার করলেন যে হিপোক্যাম্পাসের সামনের দিকের চেয়ে পেছনের দিকটা বেশি ভূমিকা রাখছে ইঁদুরের পরিবেশ চেনার ক্ষেত্রে। এই আবিষ্কার তাঁদের পরবর্তী গবেষণায় ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। জন ও'কিফের ল্যাবে তাঁরা শিখলেন হিপোক্যাম্পাসের প্লেস সেল রেকর্ডিং সিস্টেম।

১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসে তাঁরা নরওয়েজিয়ান ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে সহযোগী অধ্যাপকের পদে যোগ দিয়ে একেবারে গোড়া থেকে শুরু করলেন পরীক্ষাগার তৈরি করার কাজ। ইউনিভার্সিটির একটা বিল্ডিংয়ের বেসমেন্টের কয়েকটা ঘর নিয়ে তৈরি হলো ল্যাব। শুরুতে বায়োলজিক্যাল রিসার্চের সবচেয়ে জরুরি অংশ 'অ্যানিমেল হাউস', টেকনিশিয়ান, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ কিছুই ছিল না তাঁদের। সব কাজই নিজেদের করতে হয়েছে। সবকিছু নিজেদের হাতে করায় সবকিছু নিজেদের মনের মতো করে তৈরি করে নিতে পেরেছেন। ভোর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রমের ফল পেতে শুরু করেছেন বছর দুয়েক পর থেকে। ১৯৯৮ সালে তাঁরা প্রথম গবেষণা শিক্ষার্থী পেলেন। ১৯৯৯ সালে পেলেন প্রথম আন্তর্জাতিক রিসার্চ গ্রান্ট ইউরোপিয়ান কমিশন থেকে। নরওয়েজিয়ান একাডেমি অব সায়েন্স থেকে পান 'ইয়ং সায়েন্টিস্ট অ্যাওয়ার্ড'। তারপর থেকে এক দিনের জন্যও গবেষণা বন্ধ রাখেননি মে-ব্রিট ও এডভার্ড। তাঁরা গবেষণাকাজ এমনভাবে ভাগ করে নিয়েছেন, যেন একটুও সময় নষ্ট না হয়। মে-ব্রিট দেখেন ল্যাবরেটরি ও প্রশাসন। এডভার্ড দেখেন কারিগরি দিক। কাজের ক্ষতি এড়াতে পারতপক্ষে কোনো কনফারেন্সেই দুজন একসঙ্গে যান না।

পথ ও পরিবেশের স্মৃতি সংরক্ষণে প্লেস সেলের ভূমিকার ব্যাপারটা গত শতাব্দীর শেষে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তবে প্লেস সেলগুলো শুধু হিপোক্যাম্পাসেই থাকে নাকি হিপোক্যাম্পাসের বাইরেও থাকে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়নি তখনো। মোজাররা গবেষণা শুরু করলেন এ ব্যাপারে। ইঁদুরের হিপোক্যাম্পাসে ইলেকট্রোড স্থাপন করে একটা বড় (দেড় মিটার দৈর্ঘ্য ও দেড় মিটার প্রস্থের) কাঠের বাক্সের ফ্লোরে ছেড়ে দেওয়া হলো। বাক্সের ফ্লোরজুড়ে চকলেটের গুঁড়া ছড়িয়ে দেওয়া হলো, যেন ইঁদুর খাবারের লোভে বাক্সের মধ্যে ছোটাছুটি করে। বাক্সের ফ্লোরের সঙ্গে কম্পিউটারের সংযোগ ঘটানো হলো। ইঁদুরের হিপোক্যাম্পাসের প্লেস সেলে কোনো উত্তেজনা তৈরি হলে সেখানে স্থাপিত ইলেকট্রোডের সাহায্যে কম্পিউটার সেই ব্রেইন-সিগন্যাল রেকর্ড করতে পারে। ফ্লোরের কোন পথে গেলে ইঁদুরের প্লেস সেলে উত্তেজনা তৈরি হয়, তা-ও রেকর্ড হয়ে যায়।

মোজার দম্পতি আবিষ্কার করলেন যে হিপোক্যাম্পাসের বাইরে এন্টোরাইনাল কর্টেক্সেও প্লেস সেলের সিগন্যাল পাওয়া যায়। তার মানে, শুধু হিপোক্যাম্পাসের প্লেস সেলগুলোই যে পরিবেশের স্মৃতি তৈরি করছে তা নয়, এন্টোরাইনাল কর্টেক্সের সেলগুলোর ভূমিকাও আছে সেখানে। তাঁরা দেখলেন ইঁদুরের মগজের এন্টোরাইনাল কর্টেক্স থেকে যে সিগন্যাল আসছে, তা ষড়ুজের মতো প্যাটার্ন তৈরি করছে। বোঝাই যাচ্ছে যে হিপোক্যাম্পাসের প্লেস সেল ছাড়াও এন্টোরাইনাল কর্টেক্সের একধরনের সেলও কাজ করছে, যা এই প্যাটার্ন তৈরি করছে। মোজাররা এই সেলের নাম দিলেন গ্রিড সেল।

গ্রিড সেল আবিষ্কারের ফলাফল প্রকাশিত হয় ন্যাচার জার্নালে ২০০৫ সালে। প্লেস সেল ও গ্রিড সেলের সমন্বয়ে প্রাণীর মস্তিষ্কে পরিবেশের স্মৃতি বা এপিসোডাল মেমোরি কীভাবে তৈরি হয়, তার একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া গেল ।

মানুষের মগজে প্লেস ও গ্রিড সেল

ইঁদুর ও অন্যান্য প্রাণী যেভাবে পথ দেখে বা পরিবেশ মনে রাখে, মানুষের বেলায় তা কিন্তু আরও অনেক জটিল। মানুষ বহুমাত্রিক তথ্য ব্যবহার করতে পারে। ছবি, শব্দ, সময়, দূরত্বসহ বহু অপেক্ষক মানুষ ব্যবহার করতে পারে। তাই মানুষের বেলায় প্লেস সেল ও গ্রিড সেলগুলোর ভূমিকা আরও অনেক বেশি জটিল। তারপরও অনেকগুলো পরীক্ষায় মানুষের হিপোক্যাম্পাসের প্লেস সেলের পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। লন্ডনের ট্যাক্সিড্রাইভারদের মগজের এমআরআই স্ক্যান করে দেখা গেছে, যেসব ড্রাইভার দীর্ঘ প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের পর ট্যাক্সি ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়েছেন, তাঁদের হিপোক্যাম্পাসের আয়তন ও গঠন সাধারণ মানুষের হিপোক্যাম্পাসের আয়তনের তুলনায় বেশ কিছুটা বদলে গেছে। ড্রাইভিং ট্রেনিং শুরুর আগের হিপোক্যাম্পাস আর ট্রেনিং শেষের হিপোক্যাম্পাসে অনেক পার্থক্য দেখা গেছে। কোষের জৈব বিবর্তনের সরাসরি প্রমাণ হিপোক্যাম্পাসের এই পরিবর্তন।

চিকিতাবিজ্ঞানে ও'কিফ এবং মোজারদের আবিষ্কার ব্যাপক সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। আলজেইমারস, ডিমেনসিয়াসহ আরও অনেক মানসিক রোগের কারণ নির্ণয় এবং তাঁদের চিকিতা-সংক্রান্ত গবেষণায় দ্রুত উন্নতি হবে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

মৃত্যুর পর কি চুল-নখ বড় হয়?

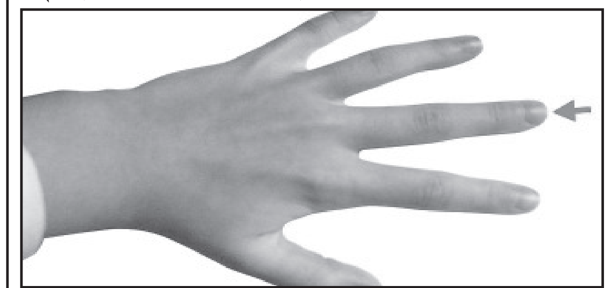

এরিখ মারিয়া রেমার্কের বিখ্যাত যুদ্ধবিরোধী উপন্যাস অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট উপন্যাসে তরুণ পল বোমার তাঁর বন্ধুর মৃত্যুতে মৃতদেহ নিয়ে একটি চিত্রকল্প মনে আঁকেন। সেখানে তিনি স্মরণ করেন, মৃত্যুর পরও তাঁর বন্ধুর চুল আর নখ আস্তে আস্তে বেশ কয়েক দিন বাড়তে থাকবে। নখগুলো বেড়ে ক্রমান্বয়ে বেঁকে যাবে। মৃত্যু-পরবর্তী এই দৃশ্যকল্প এরিক মারিয়া রেমার্কের বর্ণনায় আমাদের শিহরিত করে।

তবে সত্যি সত্যি কি মৃতদেহের চুল-নখ বাড়ে? প্রশ্নটার উত্তর হলো, আমরা যদি মৃত্যুর কয়েক দিন পর কোনো মৃতদেহ দেখি, তাহলে আসলেই মনে হবে হাতের নখ আর চুল কিছুটা বেড়েছে। কিন্তু নখ আর চুল বৃদ্ধির জন্য যে জৈবিক প্রক্রিয়া প্রয়োজন, সেটা কীভাবে বজায় থাকছে? মৃতদেহে সে প্রক্রিয়া চলমান থাকা সম্ভব নয়।

এখানে যে ব্যাপারটি হয় সেটাকে দৃষ্টিবিভ্রম বা অপটিক্যাল ইল্যুশন বলা চলে। মৃত্যুর পর আমাদের দেহ পানিশূন্য হয়ে বেশ কিছুটা সংকুচিত হয়, নখের নিচের নেইলবেড, পুরো দেহের চামড়া স্বাভাবিক নিয়মে কুঁচকে ছোট হয়ে আসে বলে আমাদের কাছে নখ আর চুল বড় বলে বোধ হয়।

শ্বেত রক্তকণিকা নামটি যেভাবে পেলাম

১৮৫০ সাল। ফরাসি চিকিতক জোসেফ ক্যাসিমির দাভ্যান রক্তে লোহিত কণিকার চেয়েও বড় একধরনের কোষ দেখতে পেলেন। কোষগুলো ফ্যাকাশে ও আকারও অসমান। আরও বিজ্ঞানীরা একে লিউকোসাইটস (জ্রত্রঙ্কদ্রত্বাণ্ঠত্রন্) নামে ডাকতে লাগলেন। গ্রিক শব্দ অর্থ বর্ণহীন বা সাদা এবং অর্থ কোষ। কাজেই লিউকোসাইটস অর্থ সাদা কোষ বা শ্বেতকণিকা। শরীরে লোহিত

পরীক্ষায় দেখা গেল কোষটির চলাফেরা ক্ষুদ্র অণুজীব অ্যামিবার মতো। মাইক্রোস্কপে পুকুর বা ডোবার পানিতে এককোষী অণুজীব অ্যামিবা দেখা যায়। অ্যামিবা যেদিকে যেতে চায়, তাদের শরীরের সেদিকেই সাময়িকভাবে ফুলে উঠতে দেখা যায়। এভাবে তারা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলাফেরা করে। একে বলে অ্যামিবীয় চলন। একইভাবে ফ্যাকাশে কোষটি রক্তের মধ্যে চলাফেরা করতে দেখা গেল। ১৮৬৯ সালে জোসেফ বললেন, রক্তের মধ্যে বাইরে থেকে কিছু এলেই তা শোষণ করে বা গিলে ফেলে এ কোষগুলো।

লোহিত কণিকা থেকে আলাদা করতে এ কোষকে শ্বেতকণিকা নামে ডাকা হলো। এ কোষে কোনো রক্তের লাল রঙের উত হিমোগ্লোবিন থাকে না। তাই এদের ফ্যাকাশে দেখায়। তবে প্রতিটি সাদা কোষে একটি নিউক্লিয়াস থাকে। ১৮৫৫ সালে কণিকার তুলনায় রক্তে শ্বেতকণিকা খুবই কম। ৬৫০টি লোহিত কণিকা বিপরীতে আছে মাত্র একটি শ্বেতরক্তকণিকা। সে কারণে রক্তে শ্বেতকণিকা খুঁজে পেতে বেশি সময় লেগেছিল।

শ্বেতরক্তকণিকা শরীরের প্রতিরক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শরীরে কোনো জীবাণু ঢুকলে তার সঙ্গে লড়াই করে কোষটি। আমাদের ক্ষতস্থানে মাঝেমধ্যে সাদা পুজ জমতে দেখা যায়। এগুলো আসলে মৃত শ্বেতকণিকা, যা জীবাণুর সঙ্গে যুদ্ধ করে মারা গেছে। তবে অতিরিক্ত শ্বেতকণিকাও শরীরের জন্য ক্ষতিকর। শরীরে শ্বেতকণিকার পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়াকে বলে লিউকোমিয়া । গ্রিক শব্দ (সাদা) (রক্ত) যোগ করে তৈরি হয়েছে লিউকোমিয়া শব্দটি, যার অর্থ সাদা রক্ত। আবার শরীরে শ্বেতরক্তের পরিমাণ কমে যাওয়া রোগকে বলে লিউকোপেনিয়া। গ্রিক শব্দ অর্থ কমে যাওয়া।

চুল কামালে কমে না বাড়ে?

কেউ কেউ তাঁর চুল কমে যাচ্ছে বলে মাথা নিয়মিত কামান। তাঁদের বিশ্বাস, নতুন চুলগুলো নবপল্লবের মতো বেড়ে উঠবে ঘন আর বেশি কালো হয়ে। কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রীয় অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়েছে, এই কামানোর কোনো প্রভাব চুল বাড়া বা কমার ক্ষেত্রে মোটেও নেই। কিন্তু তারপরও এই বিশ্বাসটা টিকে আছে কীভাবে? আসলে কেউ মাথা কামালে চুলের মৃত অংশটুকু তারা চেঁছে ফেলে দেন। হেয়ার ফলিকল, মানে যা থেকে চুলটা গজায়, তা রয়ে যায় চামড়ার নিচে, সেটা কিন্তু ব্লেড স্পর্শ করে না। অবশ্য করলেও সেটা ভালো কিছু না হয়ে মন্দই হতো। এই হেয়ার ফলিকল রিজেনারেশন করে দেহের স্টেম সেল, সেটা আবার নিয়ন্ত্রিত হয় দেহের ডিএনএ দ্বারা। চুল গজানোর পুরো ব্যাপারটাই তাই দেহের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, মাথা কামালে তাই সেটার ব্যত্যয় ঘটবে না। কিন্তু কেউ যখন মাথা সেভ করেন, তখন যে নতুন চুলগুলো গজায়, সেগুলো তখনো বাইরে রোদ, আলো-বাতাসে ক্ষয়ে যায়নি, ধুলাবালুতে জর্জরিত হয়নি, রংটাও থাকে পাকা। আর তার পুরোনো অংশটা যেহেতু ফেলে দেওয়া হয়েছে, তাই এই নবকেশদাম বেশ দৃষ্টিগোচরও হচ্ছে। তাই কেউ মাথা কামিয়ে যখন এই অঙ্কুরের মতো চুলগুলো দেখেন, তখন খুশি হয়ে ভেবে বসেন, কামিয়েই বোধ হয় চুলটা বাড়িয়েছি!

দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কার্যকর হলে এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ মহারাজ

ঢাকা, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব বাংলাদেশের রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সমস্ত শাখা। সারাদেশে মন্দিরে হামলা, প্রতিমা ভাংচুর, অগ্নি সংযোগ ও হিন্দুদের উপর সহিংসতার প্রতিবাদে শুক্রবার রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন পক্ষ থেকেও মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। মানববন্ধন শেষে ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ মহারাজ বলেন, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার কারণেই দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন ও নিপীড়ন হচ্ছে। সরকারের কঠোর মনোভাব এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কার্যকর করা হলে এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর হবে না।

এদিন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ বলেন, যারা এ ধরনের হামলা ও নির্যাতন নিপীড়ন চালায়, তারা অসহিষ্ণু। তারা মনে করছে পৃথিবীতে একটিই ধর্ম থাকবে, অন্য কোনও ধর্ম থাকবে না। এই অসহিষ্ণুতার কারণেই সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটেই চলছে। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর যে নির্দেশে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল এবং তিনি বাংলাদেশের জন্য যে সংবিধান রচনা করেছেন সেখানে ধর্ম সহিষ্ণুতা ও ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা ছিল। বাস্তবে তা নেই, আমাদের মূলে হাত দিতে হবে।

হামলার ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিভিন্ন মন্দির ও মণ্ডপে হামলাগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে এটি পূর্ব পরিকল্পিত। হামলা হতে পারে এমন খবর পাওয়ার পর হাজীগঞ্জের রামকৃষ্ণ সেবা আশ্রমের পক্ষ থেকে পুলিশ প্রশাসনকে বিষয়টি জানানো হয় এবং তাদের সহযোগিতা চাওয়া হয়। বিষয়টি দেখবেন বলেও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন কোন উদ্যোগ নেয়নি। আশ্রম ও থানার দূরত্ব খুব বেশি না হলেও এক ঘন্টা ধরে আশ্রমে নির্বিচারে হামলা, ভাঙচুর ও অত্যাচার চালান হলেও প্রশাসনের কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি। এটি দুঃখজনক। তিনি বলেন, সরকার যদি কঠোর মনোভাব এবং অবস্থান নিতে পারত তাহলে এসব অনাকাঙ্খিত ঘটনা এড়ানো যেত এবং অঙ্কুরেই বিনাশ করা যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে কঠোর বার্তা দেওয়ার পরও অব্যাহতভাবে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটে চলেছে। আমরা এক্ষেত্রে সরকারের কঠোর উদ্যোগ দেখতে চাই। কঠোর শাস্তি বলতে কঠোরতম শাস্তির কথাই আমরা বলছি। আমরা বলতে চাই, যা হয়ে গেছে আর যাতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়।

এর আগে বেলা ১১টায় গোপীবাগে রামকৃষ্ণ মিশনের সামনের রাস্তায় কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালি, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পূজামণ্ডপ-প্রতিমা ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, বাড়িঘরে হামলা-লুটপাটের ঘটনার প্রতিবাদে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন এলাকায় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যে শাখা রয়েছে সেখানেও একই সময়ে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসী, বিবেকানন্দ শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি), সারদা সংঘসহ সমমনা বিভিন্ন সংগঠন এই মানববন্ধন কর্মসূচিতে নিজ নিজ ব্যানারে অংশ নেয়।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

মাদক মামালায় ৪ ঘণ্টার ম্যারাথন জেরা, সোমবার ফের ডাকা হল অনন্যা পাণ্ডেকে

মুম্বই, ২২ অক্টোবর (হি.স) : শুক্রবার টানা ৪ ঘণ্টা ধরে জেরার পর এনসিবির দফতর থেকে বেরালেন অভিনেতা চাঙ্কি পাণ্ডের মেয়ে অনন্যা পাণ্ডে। আরিয়ান খান মাদক কাণ্ডে বৃহস্পতিবারের পর তাঁকে ফের শুক্রবার ডেকে পাঠানো হয় এনসিবি দফতরে। সেইমতোই শুক্রবার ফের এনসিবি দফতরে হাজির হন অনন্যা। নিষিদ্ধ মাদকের ব্যবস্থা করে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে অনন্যাকে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ করেছিলেন আরিয়ান। তা জোগান দিতে রাজিও ছিলেন অনন্যা। এই প্রসঙ্গেই শুক্রবার ফের অনন্যাকে জেরা করেন এনসিবি কর্তারা। সোমবার তাঁকে ফের ডেকে পাঠানো হয়েছে।

এনসিবি সূত্রে খবর, মাদক মামলায় মূল অভিযুক্ত শাহরুখ খানের পুত্র আরিয়ানের সঙ্গে বহুবার হোয়াটসঅ্যাপে কথা হয়েছিল বলিউড অভিনেত্রী অনন্যা পাণ্ডের। সেই সব কথোপকথনে বার বার উঠেছিল মাদক প্রসঙ্গও। এমনকি এনসিবি-র হাতে আসা একটি কথোপকথনে আরিয়ানকে গাঁজার জোগান দেওয়ার আশ্বাসও দিতে দেখা যায় অনন্যাকে। যদিও এনসিবি জানিয়েছে, অনন্যার বিরুদ্ধে গাঁজা সংগ্রহ বা সরবরাহের কোনও প্রমাণ এখনও হাতে পায়নি তারা। অনন্যাও পাল্টা দাবি করেন, নিছক রসিকতা করতেই ওই সব কথা বলেছিলেন তিনি। এনসিবি জানিয়েছে, অনন্যা কখনও আরিয়ানকে মাদক সরবরাহ করেছিলেন বলে কোনও তথ্য হাতে আসেনি তদন্তকারীদের। যেমন পাওয়া যায়নি অনন্যার মাদক সংগ্রহের প্রমাণও। এসব জানার চেষ্টা করছে তদন্তকারীরা।

হিন্দুস্থান সমাচার/সঞ্জয়

মিঠু-ভিকির সঙ্গীদের খোঁজে পাথরপ্রতিমায় গোয়েন্দারা

কলকাতা,২২ অক্টোবর (হি. স.): চলতি সপ্তাহে গড়িয়াহাট জোড়া খুনের ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে সকলকে। ইতিমধ্যেই গড়িয়াহাট খুন কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত মিঠু হালদারকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরই মাঝে শুক্রবার মিঠু-ভিকির সঙ্গীদের খোঁজে পাথরপ্রতিমায় গোয়েন্দারা।

গত সোমবার গড়িয়াহাট থানা এলাকার কাঁকুলিয়া রোডে একটি দোতলা বাড়ি থেকে এক মালিক ও তাঁর গাড়িচালকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে গড়িয়াহাট থানার পুলিশ। গড়িয়াহাট পুলিশ সূত্রে খবর, সম্পত্তি বিবাদের জেরেই গড়িয়াহাটে খুন। কার কার সঙ্গে কথা, কাঁকুলিয়া রোডে জোড়া খুনের ঘটনায় মৃত প্রৌঢ়ের মোবাইলের কল ডিটেইলস ইতিমধ্যেই খতিয়ে দেখেছে পুলিশ।

কাঁকুলিয়া এলাকার তিনতলা একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় মালিক মৃত সুবীর চাকী ও তাঁর চালক রবীন মণ্ডলের ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত দেহ। ইতিমধ্যেই গড়িয়াহাট খুন কাণ্ডে অভিযুক্ত মিঠু হালদারকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, খুনের ব্লু প্রিন্ট থেকে পালানোর ছক, পুরোটাই করেছিলেন অভিযুক্ত মিঠু হালদার। পুলিশের অনুমান এই জোড় খুনে মিঠু হালদারই ষড়যন্ত্রী। পুলিশ সূত্রে খবর, খুনিরা পুলিশকে বিভ্রান্ত করতে একাধিক প্ল্যান কসেছিল। পুলিশের অনুমান এই খুনে মিঠু হালদারের সাথে জড়িত তাঁর বড় ছেলে ভিকি।

যদিও মিঠু হালদার গ্রেফতার হলেও, এখনও পলাতক ভিকি। খুনের সময় ঘটনাস্থলে না থাকলেও কাছাকাছি ছিলেন মিঠু। সাহায্য করেছিলেন ভিকিকে পালাতে। তাঁকে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করেন তদন্তকারীরা। অপরদিকে মিঠু-ভিকির সঙ্গীদের খোঁজে পাথরপ্রতিমায় হাজির গোয়েন্দারা। এমনকি কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদও করে তারা।

পুলিশ সূত্রে খবর, খুনের দিন তিনজন ছাড়াও মিঠুর ছেলে ভিকি এবং ভিকির জোগাড় করা একজনও ছিল ঘটনাস্থলে।

হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে শাহবাগে বিক্ষোভ সনাতন ধর্মাবলম্বীদের

ঢাকা, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অব্যাহত। সারাদেশে মন্দিরে হামলা, প্রতিমা ভাংচুর, অগ্নি সংযোগ ও হিন্দুদের উপর সহিংসতার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করছেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা। শুক্রবার বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে ইসকনসহ আরও ১০টি হিন্দু সংগঠন এ বিক্ষোভ সমাবেশ করে। সমাবেশে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি তাপস পাল বলেন, সারাদেশে হিন্দুদের ওপর হামলার, ভাংচুর, হত্যা ও হামলা করা হচ্ছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সরকার ও প্রশাসন ঘটনা ঘটার পর ব্যবস্থা নেয়। লোক দেখানো শান্তি সমাবেশ করে, আমরা এসব চাই না, আমরা বিচার চাই। আমরা এর বিচার না পাওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরে যাব না, আমাদের প্রতিবাদ অব্যাহত থাকবে।

ফের চিড়িয়াখানা মুখী শহরবাসী

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি. স.): সবেমাত্র শেষ হয়েছে দুর্গাপুজো। যার জেরে আবহাওয়া এসেছে পরিবর্তন। হালকা হালকা পড়েছে ঠান্ডা। ঠান্ডা পড়তে না পড়তেই পশু প্রেমীরা ভিড় জমিয়েছেন আলুপুর চিড়িয়াখানায়। ভ্রমন প্রিয় বাঙালির অন্যতম ডেস্টিনেশন চিড়িয়াখানা। নানান ধরনের পশু পাখির টানে চিড়িয়াখানা ভিড় জমায় পশুপ্রেমীরা। বর্তমানে বেশি করে ভিড় টানছে কাঁচের ঘর গুলো। কারন সেখানে রয়েছে সাপেদের রাজা। আর সেই রাজা হল অ্যানাকন্ডা। কিছুদিন আগে পর্যন্তও অ্যানাকন্ডার দেখা পেতে গেলে যেতে হতো আমাজনে। তবে, এখন অ্যানাকন্ডার দর্শন পেতে গেলে পা বাড়াতে হয় আলিপুর চিড়িয়াখানাততে। তাছাড়াও ভিড় জমছে বাবু ওরফে শিপাঞ্জির ঘরের সামনেও বাবু-র কান্ডকারখানা দেখতে আনন্দ পায় চিড়িয়াখানায় আগত দর্শনার্থীরা। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল

বাংলাদেশি শিল্পীর প্রদর্শনী স্থগিত, কেন্দ্রকে তোপ অধীর চৌধুরীর

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীর ৫০ বছর পূর্তিতে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল দিল্লিতে। বাংলাদেশের বিখ্যাত শিল্পী রোকেয়া সুলতানার চিত্রকলা প্রদর্শনী হওয়ার কথা ছিল দিল্লির ললিতকলা অ্যাকাডেমিতে।

আগামী রবিবার সেই প্রদর্শনীর অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে গিয়েছিল। অতিথিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়ে গিয়েছিল, একগুচ্ছ পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু আচমকাই সেই প্রদর্শনী বন্ধের পথে হাঁটল মোদী সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার আপাতত স্থগিত করল প্রদর্শনী। এই ঘটনার জন্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন লোকসভার কংগ্রেস দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তিনি টুইটে কেন্দ্রকে আক্রমণ করে বলেছেন, 'বাংলাদেশি শিল্পী রোকেয়া সুলতানার একক প্রদর্শনী কোনও কারণ না দেখিয়েই স্থগিত করা হয়েছে। বেঙ্গল ফাউন্ডেশন এবং ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ কালচারাল রিলেশনস-এর যৌথ উদ্যোগে প্রদর্শনীটি হওয়ার কথা ছিল।' ভারত-বাংলাদেশের ৫০ বছরের পূর্তিতে ঢাকাতে আগেই হয়েছে শিল্পীর চিত্রকলা প্রদর্শনী। যার আরও একটি প্রদর্শনী চলতি মাসের রবিবার থেকে দিল্লিতে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও অনুমতি শেষ মুহূর্তে স্থগিত করেছে কেন্দ্র। এই বিষয়ে প্রকৃত কারণ দেখায়নি কেন্দ্রীয় সরকার। ঘটনা প্রসঙ্গে প্রদর্শনীর অন্যতম আয়োজক সংস্থা বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের মহানির্দেশক লুভা নাহিদ চৌধুরী বলেছেন, 'আমাদের বলা হয়েছে, রোকেয়ার প্রদর্শনীর জন্য নতুন তারিখ জানানো হবে। আমরা তারই প্রতীক্ষায় রয়েছি।' হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

শিশুদের ফের স্কুলমুখী করতে শহরে প্রচার শুরু রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : শিশুদের দিয়ে কাজ করানো কিংবা ভিক্ষা করানো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। সভ্য হওয়ার চেষ্টায় উন্নত দেশের মত আইন সয়েছে বহু আগেই। জরিমানা এবং শাস্তির কথা বলা হলেও সেটি খাতায় কলমেই রয়েছে। দেশের প্রায় সব রাজ্যেই এই হাল। এর মধ্যেই শিশুশ্রম বন্ধ করে শিশুদের পুনরায় স্কুলমুখী করতে শহরে প্রচার শুরু করেছে রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ। শুক্রবার রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের এক আধিকারিক স্বীকার করেন, কতজনকে জরিমানা করা হয়েছে কিংবা শাস্তি দেওয়া হয়েছে, এই সংক্রান্ত কোনও তালিকা তাদের কাছে নেই। এমনকী রাজ্যে কত শিশু শ্রমিক রয়েছে সেই সংক্রান্ত কোনও তথ্য নেই তাদের কাছে। শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের সদস্য যশোবন্তী শ্রীমানির বক্তব্য, "শিশু শ্রমিকের তালিকা এই মুহূর্তে আমাদের কাছে নেই। শিশু শ্রমিক ব্যবহার করার জন্য কতজন অভিযুক্তকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে সেই পরিসংখ্যানও জানা নেই। আমাদের কাছে অভিযোগ এলে আমরা গিয়ে শিশুদের উদ্ধার করে নিয়ে আসি। অভিযুক্তদের শাস্তি ও জরিমানা করার কাজ পুলিশের।"

বিষয়টি নিয়ে লালবাজার অবশ্য কোনও মন্তব্য করতে চায়নি। দেড় বছরের অধিক সময় ধরে স্কুল বন্ধ রয়েছে। একটানা লকডাউনে বাড়ছে স্কুলছুটের সংখ্যা। অনেক শিশু স্কুল ছেড়ে কাজে যোগ দিয়েছে। শিশুশ্রম বন্ধ করে এইসব শিশুদের পুনরায় স্কুলমুখী করতে শহরে প্রচার শুরু করেছে রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ। পুজো থেকে এই প্রচারকার্য শুরু হয়েছে। কলকাতার ছ''টি রুটে এই প্রচার চলছে। ৩ নভেম্বর পর্যন্ত শহরে এই প্রচারকার্য চলবে।

করোনার আগে পর্যন্ত রাজ্যে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা অনেকটা কমেছিল। কিন্তু লকডাউনের পর থেকে ফের শিশুশ্রম বাড়তে থাকে। কোভিড অনেক শিশুকে অনাথ দিয়েছে। লকডাউনে অনেক পরিবারের রোজগার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে অনেক শিশু শ্রমিকের কাজ নিয়ে বাইরে চলে গিয়েছে। কেউ হকারি করছে। এইসব শিশুদের পুনরায় স্কুলে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়েছে শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ।

কাজটা কতটা সম্ভব তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছে রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ। তাদের মতে, লকডাউনে স্কুলছুট কতটা বেড়েছে তা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। স্কুল না খোলা পর্যন্ত স্কুলছুট শিশুদের তালিকাও তৈরি করা যাচ্ছে না। তবে স্কুলছুটদের পুনরায় কীভাবে স্কুলে ফিরিয়ে নিয়ে আসা যায়, সেই চেষ্টা করা হচ্ছে। এদিকে করোনা আবহে স্কুল বন্ধের সময় নাবালিকা বিয়ে বাড়ার ঘটনাও ঘটেছে। তা নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রশাসন সচেতনতা বাড়ানোর কাজে নামছে।

শিশুদের দিয়ে কাজ করানো কিংবা ভিক্ষা করানো আইনত দণ্ডণীয় অপরাধ। এই অপরাধে কেউ যুক্ত থাকলে তাকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং দুই বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। তবু রাজ্যে শিশুশ্রম, শিশুদের দিয়ে ভিক্ষেবৃত্তি বন্ধ করা যায়নি। এখনও রাস্তায়, বাসে, রেল স্টেশনে শিশুদের দিয়ে ভিক্ষা করানো হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের সদস্য যশবন্তী শ্রীমানি বলেন, শিশুশ্রম এবং শিশুদের দিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করার জন্য প্রচার চালানো হচ্ছে। দোকান, হোটেল, রেলস্টেশনে লিফলেট বিলি করা হচ্ছে। শহরে যেসব এলাকায় শিশুশ্রমিক ও শিশুদের ভিক্ষা করতে বেশি দেখা যায়, এরকম ছয়টি রুট চিহ্নিত করে প্রচারকার্য শুরু করা হয়েছে। উত্তর কলকাতা থেকে দক্ষিণ কলকাতায় রুটগুলো রয়েছে। উত্তর কলকাতায় দু''টি রুট যেমন, উল্টোডাঙা থেকে খান্না হাতিবাগান শ্যামবাজার- বাগবাজার, দ্বিতীয় রুট উল্টোডাঙা থেকে কাকুঁড়গাছি-ফুলবাগান, রাজাবাজার থেকে মানিকতলা-গিরিশ পার্ক। দক্ষিণ কলকাতায় গোলপার্ক, ল্যান্সডাউন ক্রসিং টালিগঞ্জ, চেতলা আর বি অ্যাভিনিউ, গড়িয়াহাট, বালিগঞ্জ ফাড়ি পর্যন্ত। পার্ক সার্কাস থেকে দরগা রোড, পিকনিক গার্ডেন। তারাতলা থেকে বেহালা চৌরাস্তা, শখেরবাজার ও শীলপাড়া।

হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

"পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের দাঁড়াতেই হবে বাংলাদেশের হিন্দুদের পাশে", তথাগতের দাবিতে সায় নেটিজেনদের

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : "পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের দাঁড়াতেই হবে বাংলাদেশের হিন্দুদের পাশে"। শুক্রবার ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়ের এই দাবিতে ব্যাপক সায় পড়ল নেটিজেনদের। এ দিন দুপুরে তিনি টুইটে এই মন্তব্য করেন। সন্ধ্যায় ফেসবুকে এটি পোস্ট করার পর থেকে দ্রুত বাড়তে থাকে প্রতিক্রিয়া। তিনি লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের দাঁড়াতেই হবে ইসলামী অত্যাচারে নির্যাতিত বাংলাদেশের হিন্দুদের পাশে। নচেৎ বাংলাদেশের হিন্দুদের নিস্তার নেই, এবং শেষপর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদেরও নিস্তার নেই।" প্রথম ৩৩ মিনিটে লাইক, মন্তব্য ও শেয়ারের সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬৩০, ১০৫ ও ১৭। সৌমেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, "এটাই একমাত্র রাস্তা বাংলাদেশের হিন্দুদের সমস্যা সমাধানের। হিন্দু ও বৌদ্ধদের জন্য ভূখণ্ড ভাগ ও পরিপূর্ণ জনবিনিময়। এবং এইকাজে আগেরবারের মতো ইণ্ডিয়ান আর্মির সহযোগিতা। ১৯৪৭ সালে সবথেকে বড় ক্ষতি হয়েছিল জনবিনিময় না করে।" সুব্রত ভট্টাচার্য লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি "হিন্দু"দের এমনিতেও নিস্তার নেই পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের অবাঙালি "হিন্দু"দের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিপীড়নের হাত থেকে।"

সোমবার গোয়া যাচ্ছেন বাবুল সুপ্রিয়, তোপ নেটানাগরিকদের

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : সোমবার গোয়া যাচ্ছেন বাবুল সুপ্রিয়। এ খবর প্রকাশ্যে আসার পর সামাজিক মাধ্যমে তোপ দাগলেন নেটানাগরিকরা। তৃণমূলে যোগের পর এটিই প্রথম কর্মসূচি বাবুল সুপ্রিয়র। ২৫ অক্টোবর তৃণমূলের নির্বাচনী কর্মসূচির আগে রবিবার তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে গোয়া যাচ্ছেন বাবুল সুপ্রিয়। শঙ্কর বিশ্বাস প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন, "আজকে বিজেপি করেছিল বলেই তার তৃণমূলে কদর বাড়ছে।" তপন নন্দী লিখেছেন, "বাবুল কোনো দিক থেকে নেতা নই সাধারণ একজন কর্মী।"

রঞ্জন ভট্টাচার্য লিখেছেন, "গোয়া দারুণ জায়গা! সি বীচে গান বাজনা হলে জমে ক্ষীর।" রাজা জানা লিখেছেন, "কিছু লাভ হবেনা গোয়া গেলে।" কমল বারুই লিখেছেন, "চরিত্রহীন তৃণমূলের দালাল।" প্রসেনজিৎ সিনহা লিখেছেন, "সবাই ছ্যা ছ্যা করছে দেকছি, এক বছর চুপ থেকে রং চেঞ্জ করলে হয়তো এতটা হত না, যেই মন্ত্রী গেলে অমনি সঙ্গে সঙ্গে লাফ মারাটাই কাল হল তার জনগনের কাছে।"

আদিত্য সাহা লিখেছেন, "গান করতে যাবে মনে হয়।আর তৃণমূলের লুঙ্গি ডান্স হবে।" রমেন গুপ্ত লিখেছেন, "ভেবেছিলো উপনির্বাচনে একটা টিকিট পেয়ে যাবে। মন্ত্রী হবে। কিন্তু এখন বোড়ে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

আরজি করে ক্লাসে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক, আন্দোলনের উপরে চাপ সৃষ্টির অভিযোগ পড়ুয়াদের

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.) :আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এবার পড়ুয়াদের উপর চাপ বাড়াতে নতুন পদ্ধতি নিল কলেজ কর্তৃপক্ষ। ক্লাসে উপস্থিতি বাধ্যতামুলক করার সিদ্ধান্ত নিল তারা। শুক্রবার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে আর জি কর হাস্পাতালের ডিন অফ স্টুডেন্ট জানিয়েছেন থিওরি ক্লাসে ৭৫ শতাংশ এবং প্র্যাক্টিকাল ক্লাসে ৮০ শতাংশ উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। এমবিবিএস পড়ুয়াদের জানান হয়েছে যে ডাবলুবিইউএইচএস ফাইনাল পরিক্ষায় বসার জন্য ছাত্র ছাত্রিদের এই উপস্থিতির নিয়ম মানতে হবে। অন্যথায় তারা পরীক্ষায় বসতে সমস্যার সম্মুখীন হবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। আগামি জানুয়ারি মাসে রয়েছে ফাইনাল পরীক্ষা।

গত আড়াই মাস ধরে চলছে আর জি করের আন্দোলন। এরপরে হাউস স্টাফ এবং পিজিটি-রাও যোগ দেন আন্দলনে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে হাউস স্টাফরা কাজে ফেরেন গত ২০ তারিখ। অধিকাংশ পিজিটি-রাও যোগ দিয়েছেন কাজে। যদিও অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন ইন্টার্নরা। ছাত্রছাত্রীরা জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ এই নির্দেশিকা জারি করার মাধ্যমে তাঁদের আন্দলনের উপরে চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। যদিও তারা এই আন্দলন চালিয়ে যাবেন বলেই জানিয়েছেন। অনশনের ফলে ইতিমধ্যেই অসুস্থ হয়ে পরেছেন এক ছাত্র। সেখ রাজকুমার নামের দ্বিতীয় বর্ষের ওই ছাত্রকে মেডিসিন বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে। রাজকুমার বর্ধমানের বাসিন্দা। তাঁর খিঁচুনি এবং বমির সমস্যা রয়েছে। ম্যালেরিয়া এবং ডেঙ্গু পরিক্ষা করা হয়েছে রাজকুমারের।

পড়ুয়াদের আন্দোলেন নিয়ে কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, ছাত্ররা পরিবারের সদস্যদের মতো। তাদের সঙ্গে কোনও সংঘাত হলে জেলে পাঠিয়ে নয়, তাদের বুঝিয়ে রাজি করাই বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। পড়ুয়াদের আন্দোলনের চাপে কয়েক দিন ধরেই রোগীদের হয়রানি চলছে। তবে হাউস স্টাফরা কাজে যোগ দেওয়ায় সেই হয়রানি কিছুটা হলেও কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

নরেন্দ্র মোদীকে সুধা চন্দ্রনের মানবিক আর্জিতে প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে উদ্দেশ্য করে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারকে উদ্দেশ্য করে বিশিষ্ট শিল্পী সুধা চন্দ্রন একটি অত্যন্ত মানবিক অনুরোধ করেছেন। কিন্তু তাঁর অনুরোধের ভিডিও দেখে শুনেই আঁতকে উঠেছে তামাম দেশবাসী।

অস্কার পিস্টোরিয়াসের মতো ব্লেড রানারদের উদয়ের অনেক আগে থেকেই আমাদের দেশের নানা রাজ্যের পাঠ্যপুস্তকে ঠাঁই হয়েছিল সুধা চন্দ্রনের। সঙ্গে তাঁর অদম্য জেদ, হার না মানা কাহিনী। সেই সুধা চন্দ্রন যাঁর কৃত্রিম পায়ের ছন্দে দুলে উঠেছিল গোটা দেশ। অবশ্যই বিদেশও। পা না থাকা অবস্থাতেও দিব্যি নিজের নৃত্যশিল্পে ভারতকে গর্বিত করেছেন তিনি। সঙ্গে অভিনেত্রীও বটে। সেই সুধা চন্দ্রনের সামাজিক মাধ্যমে ভিডিও ভাইরাল।

শুক্রবার ফেসবুকে সুধা চন্দ্রনকে নেটানাগরিকদের অনেকে সহানুভূতি জানিয়ে তাঁর দাবির মান্যতা দিয়েছেন। নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে ভিডিও পোস্ট করে সুধা চন্দ্রন লিখেছেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে বিনীত অনুরোধ আমার। আমি সুধা চন্দ্রন। পেশাদার নৃত্যশিল্পী এবং অভিনেত্রী। আমায় প্রায় প্রতিনিয়তই দেশ বিদেশ ঘুরতে হয় পেশাদার শিল্পী হিসেবে পারফর্ম করার জন্য। কিন্তু যতবারই বিমানবন্দরে যাই, নিরাপত্তারক্ষীরা আমার কৃত্রিম পা খুলে দেখাতে বলেন। আমি ওঁদের বারবার অনুরোধ করি, আপনারা অনুগ্রহ করে ইটিডি (এক্সপ্লোসিভ ট্রেস ডিটেক্টর) দিয়ে আমার নকল পায়ের পরীক্ষা করুন। কিন্তু ওঁরা কোনওবারই শোনেন না। আর আমাকে প্রতিবারই আমার কৃত্রিম পা খুলে দেখাতে হয়। ব্যাপারটার অসহনীয় হয়ে উঠেছে। এটাই কি আমার প্রাপ্য? অনুগ্রহ করে যদি একটা সিনিয়র সিটিজেন কার্ড করে দেওয়া হয়, তাহলে বাধিত হব।" কিংবদন্তি সুধা চন্দ্রনের এমন আর্তিতে নড়েচড়ে বসেছে সামাজিক মাধ্যম। অভিনেতা কর্ণবীর বোহরা তাঁর পোস্টটি ভাগ করে লিখেছেন, "আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত।" পাল্টা ধন্যবাদ জানিয়েছেন সুধা চন্দ্রনও।

হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

পূর্ব বর্ধমানে নিজে থেকেই কল থেকে বেড়িয়ে আসছে জল

কাটোয়া, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : তাজ্জব ঘটনা পূর্ব বর্ধমানে। কলের হ্যান্ডেলে হাত লাগাতেই হচ্ছে না। টিউবওয়েলের মুখ দিয়ে এক নাগাড়ে বেরিয়ে আসছে জল। শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম ২ ব্লকের জামতাড়া গ্রামে ঘটেছে এমনই ঘটনা। যা দেখে হতবাক এলাকার বাসিন্দারা। খবর পেয়ে আশপাশের গ্রাম থেকে অনেকেই টিউবওয়েলটি দেখতে আসেন। একেবারে যেন সাবমার্সিবল পাম্পের মতই তীব্র বেগে জল নিজে থেকেই মাটির তলা থেকে উঠে আসছে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জামতাড়া গ্রামের বাসিন্দা পেশায় কৃষক মহম্মদ হানিফের বাড়ির টিউবওয়েল থেকে এভাবেই নিজে থেকে জল বেরিয়ে আসছে। কাউকে টিউবওয়েল পাম্প করতে হচ্ছে না। হ্যান্ডেলে হাত পর্যন্ত লাগাতে হচ্ছে না। গৃহকর্তা জানান, বছর দু'য়েক আগে তিনি টিউবওয়েলটি বসান। তাতে ভালই জল ওঠে। তবে টিউবওয়েলের যেমন নিয়ম হ্যান্ডেল টিপে জল তোলা সেভাবেই অভ্যস্ত ছিলেন মহম্মদ হানিফরা। মহম্মদ হানিফের কথায়, "শুক্রবার হঠাৎ দুপুর নাগাদ লক্ষ্য করি আমার কলের হ্যান্ডেলে কেউ হাতই দেয়নি অথচ সেখান থেকে ক্রমাগত জল বের হচ্ছে। যেমন পরিষ্কার পানীয় জল হয় তেমনই জল।"স্থানীয় বাসিন্দা ভাল্কি অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি অরূপ মির্ধার দাবি," এমন ঘটনা এর আগেও ঘটেছিল।আমাদের ধারনা জামতাড়া গ্রামের ই জায়গায় জলস্রোতের বৈশিষ্ট্যের কারণেই এমন ঘটছে।" এ বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে আউশগ্রাম ২ বিডিও গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "কীভাবে ঘটনাটি ঘটছে তা খোঁজ নেওয়ার জন্য আমি বাস্তুকারকে পাঠাব।" ---হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

হেরোইন সহ আটক অসমের দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২২ অক্টোবর।। প্রশাসনের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে উত্তর জেলার ত্রিপুরা মিজোরাম সীমান্তের বিভিন্ন রুটকে ব্যবহার করে রাজ্যে সর্বনাশা ড্রাগস পাচার অব্যাহত রয়েছে।তবে এসব কান্ডে জড়িতদের বাগে আনতে হাত পা গুটিয়ে বসে নেই উত্তর জেলা প্রশাসন।ত্রিপুরা সহ অসম সরকার ড্রাগস নিয়ে জিরো টলারেন্স নীতি চালিয়ে যাওয়াতে প্রায় প্রতিদিন ধরা পড়ছে ড্রাগস মাফিয়ারা।এমনই এক অভিযানে ড্রাগস সহ দুই পাচারকারি ধরা পড়ল উত্তর জেলার দামছড়া পুলিশের জালে।ধৃতদের মধ্যে রয়েছে শাহিদ আহমদ(২৭)পিতা জালাল উদ্দিন ও খলিল উদ্দিন(২৪)পিতা সুরমান আলী।উভয়ের বাড়ি পাশ্ববর্তী রাজ্য অসমের করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানাধীন ঝেরঝেরি এলাকায়।এ মর্মে দামছড়া থানার ইন্সপেক্টর ওসি অমল দেববর্মা জানান, শুক্রবার বিকাল তিনটা নাগাদ একটি অটোতে করে দুই যুবক ড্রাগস পাচার করতে অসম থেকে মিজোরাম সীমান্ত দিয়ে দামছড়া এলাকায় পৌছে খেদাছড়া হয়ে বাহাদুরপাড়ায় যাবে বলে পুলিশের কাছে আগাম খবর ছিল।সে খবরের সুত্রে ওসি সহ পুলিশ কর্মীরা দামছড়ার ব্লক এলাকায় সাদা পোশাকে ওৎপেঁতে বসে থাকলে সাফল্য আসে।এমন সময় এএস দশ এ সি পাচ আট পাচ পাচ নম্বরের একটি অটো রিক্সা অকুস্থলে পৌছালে পুলিশ তাদেরকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গাড়ি সহ দুই যুবককে পাকড়াও করে।পরে তাদেরকে তল্লাশি করলে তাদের কাছ থেকে দুটি সাবানের প্যাকেটে মোট চুয়ান্ন গ্রাম হেরোইন জাতিয় ড্রাগস উদ্ধার হয়।যার বাজার মুল্য প্রায় দেড়লক্ষাধিক টাকার মত।পুলিশ ধৃতদের কাছ থেকে দুটি মোবাইল হ্যান্ডসেট সহ অটো গাড়িটিও জব্দ করেছে।এবং ধৃতদের নামে একটি এনডিপিএস ধারায় মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।শনিবার তাদেরকে নেশা সামগ্রী সহ ধর্মনগর সিজেএম আদালতে তোলা হবে জানিয়েছেন দামছড়া থানার ওসি অমল দেববর্মা।

বাগবাসখ আউট পোস্টের মদ বিরোধী অভিযানে উদ্ধার লক্ষাধিক টাকার বিলেতি মদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২২ অক্টোবর।। বাগবাসা আউট পোস্টের মদ বিরোধী অভিযান। অভিযানে উদ্ধার লক্ষাধিক টাকার বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিলেতি মদ।যদিও কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। সানীয় থানার ভূমিকায় বেজায় খুশি বাগবা বাসী।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার বাগবাসা আউট পোস্টের পুলিশ শুক্রবার দুপুর নাগাদ ধর্মনগর মহকুমার মিশনটিলা বাজার এলাকার একটি বাড়িতে অভিযান চালায়। অভিযান চালিয়ে উক্ত বাড়ি থেকে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের দুইশো বত্রিশ টি বিলেতি মদের বোতল উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধারকৃত বিলেতি মদের বাজার মুল্য আনুমানিক লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন বাগবাসা আউট পোস্টের ইনচার্জ রতন রবিদাস। তিনি আরো বলেন, বাড়ি মালিককে জালে তুলার জন্য বর্তমানে বাড়ি মালিকের নাম গোপন রেখেছে পুলিশ।তবে এধরনের অভিযান আগামী দিনেও জারি থাকবে বলে জানান ইনচার্জ রতন রবিদাস। এদিকে মিশন টিল্লা এলাকার স্থানীয়দের অভিযোগ,দীর্ঘ দিন ধরে মিশন টিলা বাজার এলাকায় অবৈধ বিলাতী মদের রমরমা চলছিল। তবে আজকের এই পুলিশি অভিযানে বেজায় খুশি স্থানীয়রা।

অপরদিকে আজকের মদ বিরোধী অভিযানে নেতৃত্ব দেন বাডবাসা আউট পোস্টের ইনচার্জ রতন রবিদাস।

বিজেপি কর্মীদের হাতের কবজি ভেঙে দেওয়ার হুঁশিয়ারি অনুব্রত মণ্ডলের

বোলপুর, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : ফের বিজেপি কর্মীদের হুমকি দিলেন বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। তৃণমূল কর্মীদের মারার আগেই বিজেপি কর্মীদের হাতের কবজি ভেঙে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি।

শুক্রবার লাভপুরের ফুল্লরা সিনেমাহলে লাভপুর ব্লক তৃণমূলের বিজয়া সম্মেলনীতে যোগ দিয়ে অনুব্রত মণ্ডল বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে একহাত নেন। তিনি বলেন, "এখন মানুষ কাজ চাইছে। লাভপুরে কাজের মানুষকে বিধায়ক করা হয়েছে। রানা মানুষের পাশে থেকে কাজ করবে।"

এদিন তিনি আরও বলেন, "আগে বাংলার বিজেপির রাজ্য সভাপতি ছিল ভেড়া। এখন একটা ছাগল এসেছে। তাই ওদের কেউ মানতে চাইছে না। কেন মানবে এই ভেড়া এবং ছাগলকে।" বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের তৃণমূলকে হুমকির পালটা বিজেপিকে একহাত নেন অনুব্রত মণ্ডল। তাঁর হুঁশিয়ারি, "বিজেপি হাত কিংবা লাঠি দিয়ে মারবে। কিন্তু মারার আগেই যদি হাতের কবজিটা ভেঙে যায় তখন কীভাবে মারবে? কবজিটা ভেঙে যেতে পারে মারার আগেই। তৃণমূলকে ভয় দেখিয়ে কোনও লাভ নেই।"এদিনের বিজয়া সম্মেলনীতে বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ, বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল, তরুণ চক্রবর্তী, মান্নান হোসেন-সহ ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েতর নেতা এবং সদস্যরা।

তৃণমূলের বিজয়া সম্মেলনীতে যোগ দিয়ে লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ রাজ্যের উন্নয়ন প্রসঙ্গে মুখ খোলেন। তিনি বলেন, "লাভপুরে একটা সময় বোমা, গুলি চলত। কিন্তু এখন শান্তি ফিরে এসেছে। এখন অনুব্রত মণ্ডলের হাত ধরে লাভপুরে উন্নয়ন শুরু হয়েছে। আমার মানুষের পাশে আছি। সবসময় পাশে থাকব।" —হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

বাংলাদেশে কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে হামলায় নিহত ৭ জন , আটক এক

কক্সবাজার, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : বাংলাদেশে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে জঙ্গি হামলা। শুক্রবার ভোরে উখিয়ার বালুখালী ১৮ নম্বর রোহিঙ্গা শিবিরের 'দারুল উলুম নাদওয়াতুল ওলামা আল-ইসলামিয়াহ' নামে একটি মাদ্রাসায় এই জঙ্গি হামলায় সাতজন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে দু'জন মাদ্রাসার ছাত্র, তিনজন শিক্ষক ও দু'জন ভলান্টিয়ার রয়েছেন। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ হামলাকারীদের একজনকে অস্ত্রসহ আটক করেছে। রোহিঙ্গা শিবিরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত ৮ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করে। ৮ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, শুক্রবার ভোর ৪টার দিকে বালুখালীর ১৮ নম্বর ক্যাম্পের 'দারুল উলুম নাদওয়াতুল ওলামা আল-ইসলামিয়াহ' নামে একটি মাদ্রাসায় হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা। এ হামলায় ঘটনাস্থলে চারজন এবং হাসপাতালে নেওয়ার পর তিনজন রোহিঙ্গা মারা যান। ঘটনাস্থলে নিহতরা হলেন- ১২ নম্বর ক্যাম্পের জে-৫ ব্লকের মাদরাসা শিক্ষক হাফেজ মো. ইদ্রীস (৩২), ৯ নম্বর ক্যাম্পের ২৯ নম্বর ব্লকের মৃত মুফতি হাবিবুল্লাহর ছেলে মাদ্রাসা ছাত্র ইব্রাহীম হোসেন (২৪), ১৮ নম্বর ক্যাম্পের এইচ ৫২ ব্লকের নুরুল ইসলামের ছেলে আজিজুল হক (২২) (ভলান্টিয়ার) ও একই ব্লকের আবুল হোসেনের ছেলে মো. আমীন (৩২) (ভলান্টিয়ার)। এছাড়াও হাসপাতালে নেওয়ার পর মারা যান ১৮ নম্বর ক্যাম্পের এফ ২২ ব্লকের মো. নবীর ছেলে মাদরাসা শিক্ষক নুর আলম ওরফে হালিম (৪৫), ২৪ নম্বর ক্যাম্পের রহিমুল্লাহর ছেলে মাদরাসা শিক্ষক হামিদুল্লাহ (৫৫) ও ১৮ নম্বর ক্যাম্পের এইচ ৫২ ব্লকের নুর মোহাম্মদের ছেলে মাদরাসা ছাত্র নুর কায়সার (১৫)। এপিবিএন আরও জানায়, এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ হামলাকারীদের একজনকে অস্ত্রসহ আটক করেছে। এ সময় তার কাছ থেকে ছয় রাউন্ড গুলি ও একটি ছুরি উদ্ধার করা হয়। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ৮ আর্মাড পুলিশ ব্যাটালিয়ন এপিবিএনের অধিনায়ক পুলিশ সুপার শিহাব কায়সার জানান, ঘটনার পর পরই এপিবিএন পুলিশ এবং জেলা পুলিশ বালুখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নিহতদের উদ্ধার এবং অস্ত্রধারীদের গ্রেফতারে অভিযান শুরু করেছে।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

তেলিয়ামুড়া মহকুমার সাংবাদিক ব্রতীন ভট্টাচার্য্যকে শেষ শ্রদ্ধা জানান ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়নের সম্পাদক প্রণব সরকার।

জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে মেরে ফেলা হল গবাদী পশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২২ অক্টোবর।। অত্যন্ত অমানবিক এবং বিবেকহীন ঘটনার সাক্ষী রইল আজকে মেলাঘর থানা দিন মোহনভোগ আর ডি ব্লকের অন্তর্গত কামরাঙ্গা তুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শফিক মিয়ার বাড়িতে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় শফিক মিয়ার ছোট ভাই কাবিল মিয়ার সাথে জমি সংক্রান্ত বিবাদ ঘটে এবং এই জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে কাবিল মিয়া তার বড় ভাই শফিক মিয়ার গরুর গামলায় জলে বিষ প্রয়োগ করে ,আর সেই বিষ যুক্ত জল খেয়ে শফিক মিয়ার একটি গাভী একটি বাছুর মারা যায়। ঘটনা গতকাল বিকাল ৩ ঘটিকার সময় গরু গুলি কে শফিক মিয়া প্রয়োজনীয় খাস খর খাওয়া নোর পর যখন গরুটিকে জল খাওয়ানোর জন্য গামলাতে নেওয়া হয় তখন গরু দুটি ওই গামলার বিষযুক্ত জল খেয়ে ছটফট করে প্রায়

আধাঘন্টা পর মৃত্যু কোলে ঢলে পড়েন।এই বিষয়ে গরুর মালিক জানান তার ছোট ভাই কাবিল মিয়া এই কাজ করেছে তাছাড়া জমিসংক্রান্ত বিবাদ চলছে কাবির মিয়ার সঙ্গে বড় ভাই শফিক মিয়ার। তাছাড়া ছোট ভাই কাবিল মিয়া বড় মিয়া বড় ভাই শফিক মিয়া কে হুমকি-ধমকি প্রায় সময় দিতেনএবং তার বড় ধরনের ক্ষতি করবেন বলতেন।এমন কথা বলতেন এমনটাই অভিযোগ করলেন বড় ভাই শফিক মিয়া।এই বিষয়ে গরুর মালিক মেলাঘর থানায় একটি মামলা করেন যতটুকু জানা গেছে তুই বান্দর ফারি থানার পুলিশ ওই ঘটনা গিয়ে প্রত্যক্ষ করেন এবং গরুর মুখ থেকে যে লালা রস বের হয়েছে সেগুলো নিয়ে যান এবং সেগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন বলে জানান। গরু দুটি আনুমানিক বাজার মূল্য হবে ৯০ হাজার টাকা এই বিষয় নিয়ে ওই এলাকা মিরাট চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে তাছাড়া একমাত্র আয়ের উৎস গরু দুটিকে হারিয়ে দিশাহীন অবস্থায় রয়েছেন। শেষ পর্যন্ত দেখা যাক গরু দুটির মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তি কে পুলিশ খুঁজে বার করতে পারে এটাই লাখ টাকা প্রশ্ন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সুখসাগর জলা শ্রমিক সমবায় সমিতির নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২২শে অক্টোবর।। সুখসাগর জলা শ্রমিক সমবায় সমিতির নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী। আজ উদয়পুর খিলপাড়া শীতলাবাড়ি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে সাধারন সভার মাধ্যমে এই পাঁচ জন আগামী পাঁচ বছরের জন্য বোর্ড অফ ডিরেক্টরস হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবেন । উল্লেখ্য গত এগারো অক্টোবর মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখে বিজেপি মনোনীত প্যানেল ছাড়া অন্য কেউ মনোনয়ন পত্র জমা দেন নি। তাই আজ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী ঘোষিত হলেন বিজেপির রাম কুমার চক্রবর্তী, করোনা বেগম,জাহিদ মিঞা, সেগুন মিঞা (বচা)ও উষা রানি দাস।এই পাঁচ সদস্যকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বলে ঘোষণা করেন নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত সৌম্যজিৎ চক্রবর্তী। এখানে উল্লেখ থাকে যে এই শ্রমিক সমবায় সমিতি গঠনের পর থেকে বাম সমর্থিত সি পি আই (এম এল) ক্ষমতায় ছিলো এবং সি পি আই এম এল নির্বাচন স্থগিত করার জন্য মনোনয়ন পত্র তোলতে বিজেপি সমর্থকরা বাঁধা দিয়েছেন এই অভিযোগ এনেছেন সমবায় নিয়ামকের নিকট। এখন দেখার আদালতের রায় কোন দিকে যায়।

নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২২শে অক্টোবর।। আবারো গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আর কে পুর থানা সাফল্য পেল নেশা বিরোধী অভিযানে। সংবাদ সূত্রে জানা যায় আর কে পুর থানার কাছে দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ ছিল মাতাবাড়ি এলাকায় একটি হোটেলে অবৈধভাবে বিলিতি মদ বিক্রি হয়। এই হোটেলের মালিক অবৈধভাবে বিলিতি মদ সংরক্ষণ ও বিক্রির করে এলাকার যুব সমাজকে নেশায় আসক্ত করে আসছিলো। সেই গোপন খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার দুপুর বারোটা নাগাদ আর কে পুর থানাযর ইন্সপেক্টর শংকর সাহার নেতৃত্বে মাতাবাড়ি এলাকায় বিশাল পুলিশবাহিনী হানা দেয় সেই হোটেলে এবং সাথে সাথে সাফল্যও মিলে। প্রায় ৮ হাজার টাকার বিলাতী মদ উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ, কিন্তু মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে পারেনি রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ। এ অভিযানে রব উঠেছে মাতাবাড়ির মতো একটি পবিত্র স্থানে নেশা সামগ্রী বিক্রির সাহস বিক্রেতারা কোথা থেকে পান- নিশ্চয়ই পৃষ্ঠা প্রমুখ, শক্তি ইনচার্জ, পঞ্চায়েতের প্রধান, নির্বাচিত সদস্যরা এই সব নেশা সামগ্রী বিক্রি বন্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে না।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহর জন্মদিনে মাতাবাড়িতে পুজা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,উদয়পুর, ২২শে অক্টোবর।। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে আজ মাতাবাড়িতে পূজো দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে এবং শিব মন্দিরে পূজো দিলেন। পূজো দেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু সহ মঙ্গল কামনা করে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মায়ের নিকট পূজো দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মাতাবাড়িতে আসার পর উনাকে স্বাগত জানাতে মাতাবাড়িতে উপস্থিত ছিলেন মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, গোমতী জেলা শাসক রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, গোমতী জেলা পুলিশ সুপার শাশ্বত কুমার, উদয়পুর মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায়, ৩২ মাতাবাড়ি বিজেপি মন্ডল সভাপতি মিন্টু চক্রবর্তী প্রমুখ।

ওটিপিসির উদ্যোগে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসা সামগ্রী প্রদান

আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। ও টি পি সি'র (ও এন জি সি ত্রিপুরা পাওয়ার কোম্পানি) উদ্যোগে শুক্রবার আগরতলা গভের্নমেন্ট মেডিকেল হসপিটাল এন্ড জি বি পি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে ২৪৪ টি ডি টাইপ অক্সিজেন সিলিন্ডার তুলে দেওয়া। এইদিন এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ও টি পি সি'র এম ডি সনিল নাম্বোদ্রিপাদ, এ জি এম সি এন্ড জি বি পি হাসপাতালে মেডিকেল সুপার ডাঃ এস দেববর্মা এবং ও টি পি সি'র পক্ষে প্রজেক্ট ডি জি এম তাপস ভৌমিক উপস্তিতিতে শুক্রবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন। এই উপলক্ষে ও টি পি সি এম ডি সনিল নাম্বোদ্রিপাদ বলেন কর্তৃপক্ষ তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির অংশ হিসাবে তাদের লভ্যাংশের ২ শতাংশ খরচা করে থাকে। গত দুই বছরে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এই ধরনের বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে ও টি পি সি। জি বি পি হাসপাতাল সুপার এস দেববর্মা বলেন, করোনা অতিমারি শুরুতেই বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নয়ন জন্য বেসরকারি সংস্থার কাছে সাহায্য চাওয়া হয়। ও টি পি সি কর্তৃপক্ষ এবছর তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির খাতে ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এর আগে আই জি এম হাসপাতালকেও ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই ধরনের অক্সিজেন সিলিন্ডার দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কর্তৃপক্ষকেও ২৫ লক্ষ টাকার সাহায্য করেছে সংস্থা। এই অক্সিজেন সিলিন্ডারগুলি ৪৭ কেজি ক্ষমতা সম্পন্ন ও বহনযোগ্য। ও টি পি সি আগামী দিনেও তাদের এই সামাজিক কর্মসূচি চালিয়ে যাবে বলে জানানো হয়।

তরুণ সাংবাদিক ব্রতীন ভট্টাচার্য্যের জীবনাবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ অক্টোবর।। সংবাদের মাধ্যমে থেমে গেছে লেখনি আর কলম ধরবে না ব্রতীন। কথা বলবেনা প্রতিবাদী লেখনীতে। অকালেই ঝরে গেল একটি সবুজ প্রাণ। দীর্ঘ পাঁচ দিন যাবত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থেকে চিকিৎসকের সকল চেষ্টাকে ব্যার্থ করে ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে পরলোক গমন করলেন তেলিয়ামুড়া তরুণ সাংবাদিক ব্রতীন ভট্টাচার্য। মৃত্যুকালে উনার বয়স হয়েছিল ৩৮ বছর। মৃত্যুকালে রেখেছেন পিতা,মাতা, স্ত্রী এবং ১২ বছর বয়সী এক কন্যা সন্তান।

খবরে জানা যায়, দীর্ঘ প্রায় পাঁচ দিন যাবত আগরতলার ত্রিপুরার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পেটের সমস্যা নিয়ে ভর্তি হয়। পরবর্তীতে ডাক্তারি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ধরা পরে লিভার জনিত সমস্যা রয়েছে উনার। বৃহস্পতিবার তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকের পরামর্শে আই.সি.ইউ-তে ভর্তি করা হয়। শুক্রবার ভোররাতে পৃথিবীর সমস্ত মায়া-মমতার বন্ধন ত্যাগ করে মৃত্যুকে বরণ করে সে। ব্রতীন দীর্ঘদিন যাবত বেশকিছু সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত ছিল। শুক্রবার ব্রতীনের মৃতদেহ আগরতলা থেকে নিয়ে আসা হয় তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রেসক্লাবে। সেখান থেকে বাইক মিছিল করে নিয়ে যাওয়া হয় ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটি কার্যালয়ের সামনে। সেখানে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের শেষে তেলিয়ামুড়া থানার সামনে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ শেষে নিয়ে যাওয়া হয় ব্রতীনের বাসভবনে। ব্রতীনের মৃত্যুর খবর পেয়ে আগরতলা থেকে ছুটে আসেন ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের রাজ্য কমিটি সম্পাদক প্রণব সরকার সহ ফোরামের রাজ্য সম্পাদক সেবক ভট্টাচার্য্য,. সুরজিৎ পাল সহ অন্যান্যরা। অন্যদিকে খবর পাওয়া মাত্রইআগরতলা থেকে ছুটে আসেন ত্রিপুরা এসেম্বলি অফ জার্নালিস্ট ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির অফিস সম্পাদক রাজন দত্ত। তিনি ব্রতীন ভট্টাচার্যের পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানান।

অন্যদিকে তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা কল্যাণী রায় ব্রতীনের মৃত্যুর খবর শুনে আগরতলা থেকে ছুটে আসে তেলিয়ামুড়া নেতাজি নগর স্থিত বাসভবন। সেখানে তার মৃতদেহের উপর শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন। ব্রতীন ভট্টাচার্য ছিল ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন খোয়াই জেলা কমিটির সহ-সভাপতি এবং তেলিয়ামুড়া মহকুমা কমিটির সভাপতি। সাংবাদিক প্রণব সরকার বলেন,ব্রতীন ছিল ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের এক সক্রিয় কর্মী। তার মৃত্যুতে ত্রিপুরার জার্নালিস্ট ইউনিয়নের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে। বিধায়িকা কল্যাণী রায় বলেন, বলার ভাষা নেই। সেই ছোট্টবেলা থেকে ব্রতীনের সঙ্গে পরিচয় উনার। ব্রতীনকে তিনি একজন সাংবাদিক হিসেবে নয় নিজের ছেলের মতোই দেখতেন।

"চন্দ্রবিন্দু" কাব্যগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২২ অক্টোবর।। বার্ষিক স্মরণসভায় বই প্রকাশ ও সামাজিক কর্মসূচী পালনে একটি অনন্য সাড়া পড়েছে বিলোনীয়ার বরোজকলোনী এলাকায়। ২২ শে অক্টোবর ছিল বিলোনীয়ার বরোজকলোনী এলাকার প্রাক্তন শিক্ষক সমাজদরদী ননীগোপাল মিত্র"র বার্ষিক স্মরণসভা। এদিন প্রয়াতের স্মৃতিতে পরিবারের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় সামাজিক কর্মসূচী। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উন্মোচক বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক হরিনারায়ণ সেনগুপ্ত, কবি চন্দন পাল,কবি অভীককুমার দে,কবি খোকন সাহা। অনুষ্ঠানে প্রয়াতের ছোট ছেলে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ান তথা কবি শিবাশীষ মিত্রের পিতার স্মৃতিতে রচিত "চন্দ্রবিন্দু" কাব্যগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এদিন অতিথিদের আলোচনায় উঠে আসে এ ধরনের ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানের গুরুত্বের কথা। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে মোট ৩২ জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয় পরিবারের পক্ষ থেকে।

ডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে আছেন বলে অভিযোগ উঠে আসে এলাকাবাসীর পক্ষে থেকে। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে আঙ্গুল তুলেন সাধারণ মানুষ।

টাকা

● প্রথম পাতার পর

থেকে কার্যকর করা হবে।

এদিন শ্রম মন্ত্রী নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কেও আলোকপাত করেন। কোভিড অতিমারী পরিস্থিতিতে রাজ্যের প্রায় ৪০ হাজার নির্মাণ শ্রমিক পরিবারকে এককালীন সহায়তা দেওয়া হয়েছে, জানিয়েছেন তিনি।

যুব মোর্চা

● প্রথম পাতার পর

অক্লান্ত পরিশ্রমে করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে টিকাকরণে ১০০ কোটির মাইল ফলক অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে। তেমনি, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের যোগ্য নেতৃত্বে রাজ্যে ৩৭ লক্ষ ত্রিপুরাবাসীকে টিকাকরণ সম্ভব হচ্ছে। তাই, আজ বিজেপি যুব মোর্চা ওই সাফল্যের জন্য ধন্যবাদ রেলির আয়োজন করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং করোনা যোদ্ধাদের এই রেলির মাধ্যমে ধন্যবাদ জানানো হচ্ছে। এদিন রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গন থেকে যুব মোর্চার সুবিশাল বাইক মিছিল আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেছে।

পৃথক

● প্রথম পাতার পর

মহিলার অবস্থায় আশঙ্কাজনক।

এদিকে, তেলিয়ামুড়ার হাওয়াই বাড়িতে পথ দুর্ঘটনায় দু''জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। আহতদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। একটি দ্রুতগামী মারুতি গাড়ি এসে পেছন দিক থেকে বাইকে ধাক্কা দিলে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। যান দুর্ঘটনা অব্যাহত তেলিয়ামুড়া মহকুমা জুড়ে। বৃহস্পতিবার রাতে বাইক ও মারুতি গাড়ির সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছে দুই জন। এর মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়,নিজেদের বাইক চালিয়ে বাড়ি ফেরার পথে তেলিয়ামুড়া থানাধীন হাওয়াইবাড়ি শূকরের ফার্ম সংলগ্ন এলাকায় আসা মাত্রই টিআর০৬ বি ৮২২৩ নম্বরের একটি পালসার বাইকের পেছনের দিক থেকে সজোরে ধাক্কা দেয় একটি টিআর ৬এ ০৫৬১ নম্বরের একটি মারুতি গাড়ি। এতে বাইকে থাকা দুজন যথাক্রমে প্রবণ বণিক ও সুমন সাহা আহত হয়। এর মধ্যে প্রণব বণিকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রথমে তাকে প্রেরণ করেন উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলা জিবি হাসপাতালে। পরবর্তীতে সুমন সাহাকেও পাঠানো হয় আগরতলা জিবি হাসপাতালে। এর মধ্যে প্রণব বণিকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তার মাথার পেছনে গুরুতর আঘাত লাগে। তারা কালী পুজোর চাঁদা আদায় করে বাড়ি ফেরার পথেই এই দুর্ঘটনা বলে জানা গেছে। যে গাড়িটি তাদের পেছন দিক থেকে ধাক্কা দিয়েছে সেই গাড়ির চালক নাকি বিভিন্ন অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত।

নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে এই গাড়িতে থাকা গাড়ির চালক এবং অপর আরেক যুবক ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়।তবে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা যাচ্ছে দ্রুত গতিতে যান চালানোর ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ এ ব্যাপারে মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ভোট

● প্রথম পাতার পর

রাজ্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এদিন ঘোষণা দেন, ২৭ অক্টোবর পুর ও নগর সংস্থা নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। ওইদিন থেকেই মনোনয়ন জমা দেওয়া যাবে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার অন্তিম তারিখ ৩ নভেম্বর। স্ক্রুটিনি করা হবে ৫ নভেম্বর। মনোনয়ন প্রত্যাহারের অন্তিম তারিখ ৮ নভেম্বর দুপুর ৩টা পর্যন্ত। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২৫ নভেম্বর। তিনি বলেন, সকাল ৭টা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হবে, চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। সাথে তিনি যোগ করেন, পুণরায় ভোট গ্রহণের প্রয়োজন হলে ২৭ নভেম্বর সূচী নির্ধারিত হয়েছে। ফলাফল ঘোষণা দেওয়া হবে ২৮ নভেম্বর। তিনি বলেন, সকাল ৮টা থেকে গণনা শুরু হবে। এদিন তিনি জানান, ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, আজ নির্বাচন ঘোষণার সাথে সাথেই নির্বাচনী এলাকায় আদর্শ আচরণ বিধি লাগু হয়ে গেছে।

কেন্দ্র

● প্রথম পাতার পর

করেছে বলে অভিযোগ তুলেছিল রাজ্য সরকার। শীর্ষ আদালতে এই মর্মে পিটিশনও দাখিল হয়। সেখানে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রাজ্য সরকারের অনুমতি বিনাই ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনাগুলির তদন্ত প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে সিবিআই। তদন্তে স্থগিতাদেশ চেয়ে আবেদনও করা হয়েছিল। সেই মামলার শুনানিতেই এদিন কেন্দ্রের তরফে বলা হয়, সিবিআই তদন্তে হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাজ্যের নেই। ভোট পরবর্তী হিংলা মামলায় সিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট।

হাইকোর্টের সিবিআই তদন্তের ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য। শীর্ষ আদালতের বিচারপতি বিনীত সরণ ও বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসুর ডিভিশন বেঞ্চে হয় শুনানি। রাজ্যের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী কপিল সিব্বল। আদালতের কাছে তিনি আবেদন করেন, এখন রাজ্যে তদন্ত জারি রেখেছে সিবিআই। এই মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তারা তদন্ত বন্ধ রাখুক। এবং তারা যাতে কোনও ব্যবস্থা না নেয় সেই নির্দেশও দিক আদালত। কিন্তু এই আবেদনের বিরোধিতা করে কেন্দ্র।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

গর্ব করা উচিত, কারণ ভারতের সম্পূর্ণ টিকাকরণ কর্মসূচি "বিজ্ঞান-চালিত এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর ভিত্তিশীল।'

জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'ভারতের অর্থনীতি সম্পর্কে ভারত ও বিদেশের বিশেষজ্ঞরা খুবই ইতিবাচক। বর্তমানে ভারতীয় কোম্পানিতে শুধু রেকর্ড বিনিয়োগই আসছে না, বরং তরুণদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হচ্ছে।' বিনামূল্যে ১০০ কোটি টিকা দিয়ে ভারত নজির সৃষ্টি করেছে বলেও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদীর কথায়, 'দেশে বিনামূল্যে করোনার টিকা দেওয়ার কাজ জোরকদমে চলছে। ইতিমধ্যেই বিনামূল্যে ১০০ কোটি টিকা দিয়ে নজির তৈরি করে ফেলেছে ভারত। গোটা বিশ্ব এই কৃতিত্ব দেখে ভারতের শক্তির আঁচ পেয়েছে। এর আগে আমাদের বাইরে থেকে টিকা আমদানি করতে হোত। এখন আমরা গোটা বিশ্বকে টিকা সরবরাহ করছি। সবচেয়ে বড় কথা, ভারতের টিকাকরণ অভিযান সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। উৎপাদনের সঙ্গেই আমাদের কাছে মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ ছিল তা সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া। মানুষের কাছে টিকা পৌঁছনোর ক্ষেত্রে আমরা দৃষ্টান্তমূলক কাজ করেছি। দেশের স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।'

করোনার প্রকোপ ভারতের নিম্নমুখী হলেও, একেবারে নির্মূল হয়নি মারণ এই ভাইরাস। তাই দেশবাসীকে সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী। জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, আসন্ন উৎসব অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে উদযাপন করুন। যারা টিকার প্রথম ডোজ এখনও নেননি, তাঁদের বলছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টিকা নিয়ে নিন। যাঁরা টিকা নিয়েছেন, তাঁদের বলছি অন্যদের উৎসাহিত করুন।'

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

শক্তি অনেকটাই বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। কারণ, কেন্দ্রের ঢালাও সহযোগিতা সেই অবস্থানে পৌছাতে সাহায্য করেছে। তাঁর দাবি, সারা দেশের সাথে ত্রিপুরায় ১৬ জানুয়ারী থেকেই কোভিডের টিকাকরণ শুরু হয়েছে। ৬টি ধাপে সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর টিকাকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তাঁর কথায়, প্রথমে স্বাস্থ্য কর্মী, তারপর সামনের সারির যোদ্ধা, ষাটোর্ধ প্রবীণ নাগরিক, তারপর ৪৫ বছরের উর্ধে, ৪৫ বছরের উর্ধে সকলে এবং সবশেষে ১৮ উর্ধদের টিকাকরণের মাধ্যমে ত্রিপুরায় কোভিড মোকাবিলা করা হয়েছে। তাঁর দাবি, ৯০ শতাংশ টিকাকরণে দেশের বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরা অন্যতম অবস্থানে রয়েছে। এমনকি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে।

ত্রিপুরায় টিকাকরণের সাফল্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৪০ লক্ষ ২১ হাজার ৭০৬টি করোনার টিকা দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ১৫ লক্ষ ১৮ হাজার ৯১৬ জনের সম্পুর্ন টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। অন্তত টিকার একটি ডোজ নিয়েছে এমন মানুষের সংখ্যা ২৫ লক্ষ ২ হাজার ৭৯০। সাথে তিনি যোগ করেন, বিশেষ টিকাকরণ অভিযানের মাধ্যমে ওই দুর্গম পথ পেরিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় ১৩৪২টি টিকাকরণ কেন্দ্রে কোভিডের টিকা দেওয়া হয়েছে। বিশেষ অভিযানের অন্তর্গত ২৪ থেকে ২৬ মার্চ ২.২৬ লক্ষ, ২১ থেকে ২২ জুন ৩.৪৮ লক্ষ, ২১ থেকে ৩১ জুলাই ২.২২ লক্ষ এবং ১৩ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ৪৪ হাজার ১৩৬ জনকে টিকা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, টিকাকরণে প্রায়োরিটি গ্রুপ তৈরী করা হয়েছিল। সাংবাদিক সহ বিভিন্ন বর্গের মানুষের ওই গ্রুপের অন্তর্গত টিকাকরণ করা হয়েছে।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় ১২ হাজার সরকারী কর্মচারীদের সাথে নিয়ে বিশেষ অভিযানের অন্তর্গত মানুষের বাড়ি বাড়ি স্বাস্থ্যের খোজ নেওয়া হয়েছে। তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। তাছাড়া, মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব প্রকল্পের মাধ্যমে ১৮ বছরের কম বয়সীদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রায় ১৩ লক্ষ এমন ছেলেমেয়েদের জন্য ভিটামিন-এ, কৃমি নাশক ঔষুধ, ফলিক অ্যাসিড এবং ডায়েরিয়ার ঔষুধ বাড়িতে পৌছে দিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর।

আজ তিনি অনেকটাই আবেগের সুরে বলেন, এখন মনে হচ্ছে কোভিড মোকাবিলা অনেকটাই সহজ। কিন্ত, শুরুতে এমনটা পরিস্থিতি ছিল না। তিনি বলেন, হেপাটাইটিস-বি, টিবি রোগের টিকা আবিষ্কার হওয়ার অনেক বছর পর ভারতে তা পাওয়া গেছে। অথচ, কোভিডের টিকা আবিষ্কারের একই সময়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তা বিশ্বের দরবারে পৌছে দিয়েছেন। তাই, স্বস্তির নি:শ্বাস ফেলতে আমরা সক্ষম হয়েছি।

তাঁর আবেদন, কোভিডের টিকাকরণ হয়েছে তবুও আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ, এখনো মানুষ কোভিডে আক্রান্ত হচ্ছেন। তাঁর পরামর্শ, কোভিডকে জীবনের অঙ্গ করে নেওয়া উচিত। কিন্ত, সতর্কতার সাথে সাবধানতা অবলম্বন করা খুবই জরুরি। তিনি প্রত্যয়ের সুরে বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কোভিড মোকাবিলা এক ঐতিহাসিক ঘটনা। তাই তাঁকে সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁর দাবি, দেশবাসী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মতো যোগ্য নেতৃত্ব পেয়েছেন বলেই কোভিড মোকাবিলা সম্ভব হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় অক্সিজেনের কোন ঘাটতি নেই, এমনকি কোভিডের তৃতীয় ঢেউ মোকাবিলায় পর্যাপ্ত পরিকাঠামো রয়েছে।

আহত তিন

● প্রথম পাতার পর

ওই ঘটনা নিয়ে আমতলী থানার এসডিপিও অনির্বাণ দাস বলেন, আজ দুপুর দেড়টা নাগাদ আমতলী বাজারে গাড়ি ভাংচুরের খবর পেয়েছি। খবর পেয়েই পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে। দুইটি গাড়ি থানায় আনা হয়েছে। তাঁর দাবি, আজ তৃণমূলের তিনজন আঘাত পেয়েছে জানতে পেরেছি। তবে, তাঁদের আঘাত খুবই সামান্য বলে জেনেছি। তিনি বলেন, তৃণমূল সাংসদ সুস্মিতা থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। মামলা নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করবে।

রবিবার থেকে কোহলীর সামনে সুযোগ বিশ্বরেকর্ড গড়ার

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর (হি.স) : শুধু পাকিস্তানকে হারানোই নয়, বা টি-২০ বিশ্বকাপ জেতাই নয়, বিরাট কোহলীর সামনে রয়েছে বিশ্বরেকর্ড করার সুযোগও। রবিবার থেকে সেই লক্ষ্যেও নামবেন ভারত অধিনায়ক। আর ২৩৯ রান করলেই তিনি টি-২০ বিশ্বকাপে সবথেকে বেশি রানের মালিক হবেন। টপকে যাবেন মাহেলা জয়বর্ধনের রেকর্ড। কোহলীর আগে এই রেকর্ড ভাঙার সুযোগ রয়েছে ক্রিস গেলের সামনে। তাঁর দরকার ৯৬ রান। এখন বিশ্বরেকর্ড রয়েছে শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন ক্রিকেটার জয়বর্ধনের সামনে। তিনি ৩১টি ম্যাচে ১০১৬ রান করেছেন। গড় ৩৯.০৭, স্ট্রাইক রেট ১৩৪.৭৪। তাঁর ঠিক পরেই রয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের গেইল। ২৮ ম্যাচে তাঁর রান ৯২০। গড় ৪০.০০, স্ট্রাইক রেট ১৪৬.৭৩। লড়াইয়ে রয়েছেন বাংলাদেশের শাকিব আল হাসান এবং ভারতের রোহিত শর্মাও। টি-২০ বিশ্বকাপে শাকিবের মোট রান ৬৭৫। মাত্র ২ রান পিছনে রয়েছেন রোহিত (৬৭৩)। দু'জনেই ২৮টি করে ম্যাচ খেলেছেন। শাকিবের গড় ২৯.৩৪, রোহিতের ৩৯.৫৮। শাকিবের স্ট্রাইক রেট ১২৬.৪০, রোহিতের ১২৭.২২। গেইল, কোহলী, শাকিব, রোহিতের মাঝে এই তালিকায় রয়েছেন তিলকরত্নে দিলশান এবং এবি ডিভিলিয়ার্স। দিলশানের মোট রান ৮৯৭, ডিভিলিয়ার্সের মোট রান ৭১৭। এঁরা কেউই এখন আর খেলেন না। হিন্দুস্থান সমাচার/সঞ্জয়

আয়ারল্যান্ডকে হারিয়ে সুপার টুয়েলভে উঠল নামিবিয়া

শারজা, ২২ অক্টোবর (হি.স) : শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশের পর এবার সুপার টুয়েলভে জায়গা করে নিল নামিবিয়া। টি-২০ বিশ্বকাপে গ্রুপ এ''র মরণবাঁচন ম্যাচে নামিবিয়ার মুখোমুখি হয়েছিল আয়ারল্যান্ড। প্রথম ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে দাপুটে জয় পেলেও শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে বসেছিলেন পল স্টার্লিংরা। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে পরাজয় দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযানের সূচনা করলেও ডেভিড ওয়াইজের দুরন্ত ইনিংসে ভর করে নেদারল্যান্ডসকে হারিয়েছিল নামিবিয়া। শুক্রবার আয়ারল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়ে সুপার টুয়েলভের যোগ্যতা অর্জন করেলেন ইরাসমাস-ওয়াইজরা। এদিন শারজায় টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আইরিশ অধিনায়ক অ্যান্ড্রু বলবার্নি। পল স্টার্লিং -কেভিন ও ব্রায়ানের ওপেনিং জুটির দৌলতে ভালো শুরু করে আয়ারল্যান্ড। অষ্টম ওভারে পল স্টার্লিংকে (২৪ বলে ৩৮) ফিরিয়ে প্রথম ধাক্কা দেন স্কল্টজ। পরের ওভারেই ফ্রাইলিঙ্কের শিকার হন কেভিন ও ব্রায়ান (২৪ বলে ২৫)। ১২৬ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ক্রেগ উইলিয়ামসের সৌজন্যে ভালো শুরু করেছিল নামিবিয়া। পাওয়ার প্লে''র শেষ ওভারে কার্টিস ক্যাম্ফারের বলে দারুন ক্যাচ নিয়ে ক্রেগ উইলিয়ামসকে (১৬ বলে ১৫) প্যাভিলিয়নের পথ দেখান কেভিন ও ব্রায়ান। ১০.১ ওভারে ৫০ রানের গন্ডি টপকায় নামিবিয়া। ক্রিজে সেট হয়ে যাওয়া গ্রিনকে (৩২ বলে ২৪) ফিরিয়েছেন ক্যাম্ফারই। ক্রিজে এসেই আক্রমণাত্মক ব্যাটিং শুরু করেন গত ম্যাচের নায়ক ডেভিড ওয়াইজ। ১৮তম ওভারে সিমি সিংকে চমক দিতে চেয়েছিলেন আইরিশ অধিনায়ক। সেই ওভার থেকে ১২ রান নেন ওয়াইজরা। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে অধিনায়কোচিত অর্ধশতরান করেন ইরাসমাস। ১৮.৩ ওভারেই জয়ের রান এনে দেন ওয়াইজ।

হাসপাতালে নয়, শুক্রবার সকালে কলকাতা ছেড়ে দুবাইয়ে রওনা সৌরভের

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স) : বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় শুক্রবার কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে এসেছিলেন বলে যে খবর প্রকাশিত হয়েছিল, তা পরে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে সৌরভ দুবাইয়ের পথে রওনা দিয়েছেন। বুধবার ও বৃহস্পতিবার তিনি কলকাতায় ছিলেন। আইপিএল-র মাঝপথে পুজোর সময় কলকাতায় এসেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি সৌরভ। তারপর ফাইনালের আগে ফের দুবাই উড়ে গিয়েছিলেন। গোটা আইপিএল-এই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। কোথাও তাঁর বিন্দুমাত্র শারীরিক অসুস্থতা চোখে পড়েনি। বেশ কয়েকটি ম্যাচে তাঁকে দুবাই, শারজার গ্যালারিতে খোশ মেজাজে দেখা গিয়েছে। আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে চেন্নাই সুপার কিংস অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির হাতে সৌরভই ট্রফি তুলে দিয়েছিলেন।

ABRIDGED NOTICE INVITING E-TENDER

It is hereby nut ified for general information that c-tender is invited for settlement of one defunct (non- functioning) Battala FL shop No-4 under West Tripura District for the remaining period of the financial year 2021-22 (September 2021 to March 2022) & for the financial year 2022-23 subject to certain terms and conditions through e-procurement website of the Government of Tripura, https://tripuratenders.gov.in.

Details related to e-tender can be seen and obtained from the website haps://tripuratenders.gov.in and available in the office notice Board of the Collector of Excise (DM & Collector), West Tripura District, Agartala.

Last date of submission of e- tender addressed to the Collector of Excise, West Tripura District is 5.30 PM on 12/11/2021. The technical bids will be opened at 11.00 AM on15/11/2021.

Corrigendum/ addendum, if any will be published only on the above website.

Collector of Excise
West Tripura, Agartala.
ICA-C-2483/2021-22

ভারতীয় টেবিল টেনিস দলে প্রত্যাবর্তন মণিকার, কোচের পদ থেকে সরানো হল সৌম্যদীপকে

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর (হি.স) : টোকিও অলিম্পিক থেকেই বিতর্কের সূত্রপাত। গ্রেটেস্ট শো অন আর্থের মঞ্চে অভূতপর্ব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মণিকা। নিজের সিঙ্গলস ম্যাচ চলাকালীন ভারতীয় দলের কোচ সৌম্যদীপ রায়ের পরামর্শ নিতে অস্বীকার করেন তিনি। দেশের ফিরে সৌম্যদীপের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছেন মণিকা। সেই জল গড়িয়েছে আদালতেও। জাতীয় শিবিরে যোগ না দেওয়ার ভারতীয় দল থেকেও বাদ পড়ে গিয়েছিলেন দেশের এক নম্বর মহিলা টেবিল টেনিস খেলোয়াড়। আসন্ন তিউনিশিয়া ওপেনের ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছেন মণিকা। সৌম্যদীপকেও জাতীয় দলের কোচের পদ থেকে সরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে টেবিল টেনিস সংস্থা।

সৌম্যদীপের বদলে ভারতীয় দলের কোচ নিযুক্ত করা হয়েছে তপন চন্দ্রকে। রবিবার শুরু হতে চলা প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে তিউনিশিয়া সফরে যাচ্ছে ১১ সদস্যের ভারতীয় দল। দেশে ফিরতেই মণিকার কাছে ওই সিদ্ধান্তের কারণ জানতে চায় ভারতীয় টেবল টেনিস সংস্থা। মণিকার বিস্ফোরক উত্তরে সাড়া পড়ে যায় ক্রীড়ামহলে। দেশের এক নম্বর মহিলা টেবল টেনিস তারকার অভিযোগ নিজের ছাত্রীকে সুবিধা করে দিতে তাকে গড়াপেটার প্রস্তাব দিয়েছিলেন সৌম্যদীপ রায়। নিজের ছাত্রী যাতে অলিম্পিকের যোগ্যতাঅর্জন করতে পারে সে জন্যে মণিকাকে ম্যাচ ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন জাতীয় কোচ। মণিকা সেই কথা ভারতীয় টেবিল টেনিস সংস্থার কার্যকর্তাদের জানালেও ফল হয়নি। হিন্দুস্থান সমাচার/সঞ্জয়

কুলুবাড়ী প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ
রেজিঃ নংঃ- ৫৪১, তাংঃ- ২৮/০৫/১৯৭৯ ইং
গ্রাম+পোঃ কুলুবাড়ী, সোনামুড়া, সিপাহীজলা, ত্রিপুরা।

সাধারণ সভা
নোটিশ/বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অত্র কুলুবাড়ী প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ এর সকল সভ্য/ সভ্যাগনকে জানানো যাইতেছে যে আগামী ২৪/১১/২০২১, বুধবার সকাল ১০ ঘটিকায় কুলুবাড়ী প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ এর অফিস প্রাঙ্গনে সভার দিন ধার্য করা হইয়াছে।

উক্ত সভায় যথা নির্দিষ্ট স্থানে ও সময়ে উপস্থিত হইয়া নিম্নে আলোচ্য সূচী প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতঃ সভার কার্য্যকে সাফল্য মন্ডিত করার জন্য প্রত্যেক সভ্য/ সভ্যাগনকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে।

বিস্তারিত বিবরণ সমিতির নোটিশ বোর্ডে পাওয়া যাবে।

ইতি
অনুমত্যানুসারে
স্বাক্ষর- মোঃ সিরাজুল ইসলাম
ম্যানেজার
কুলুবাড়ী প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ
সোনামুড়া, সিপাহীজলা, ত্রিপুরা

PRESS NIeT. NO. 52/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22 Dated: - 18/10/2021

The Executive Engineer, DWS Division Udaipur, Gomati District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender from the approved and eligible Contractors / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / P&T / Other State PWD / Central & State Sector undertaking and also having trade license & having work shop with 3-Phase connection (for SI No. 1) for the following works :-.

SI. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIeT. No. 224/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	₹ 6,50,065.01	₹ 6,501.00
2	DNIeT. No. 225/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 4,49,500.00	₹ 4,495.00
3	DNIeT. No. 226/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	₹ 10,83,542.90	₹ 10,835.00
4	DNIeT. No. 228/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	₹ 37,64,405.00	₹ 37,644.00
5	DNIeT. No. 230/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 3,69,200.00	₹ 3,692.00

Last date and time for document downloading and bidding : Up to 15.00 Hrs on 08-11-2021

Place, Time and date of opening of online bid : O/o the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur at 15:30 P.M. on 08-11-2021 if possible

Details tender notice may be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur and office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division No- I/II, Udaipur/Kakraban/Killa/Rig/Amarpur/ Karbook/Ompi and the website https://www.tripuratenders.gov.in

ICA-C-2474/2021-22

(ER. S.H Jamatia)
Executive Engineer
DWS Division Udaipur
Gomati District, Tripura

Educational Notification for Mop-Up Counselling and Diploma Engineering Admission through DEEET-2021

This is for information to all concerned that a special Mop-Up Counselling will be held for admission into vacant seats of various Polytechnic Institutes under DHE, Tripura; CIPET Agartala; Techno College of Engg. Agartala and Regional Institute of Printing Technology, Jadavpur, Kolkata, as per the schedule given below:

Sl. No.	Event	Date & Time
1.	Mop-Up Counselling date & venue	**24th October 2021, at CSC Office, Birchandra State Central Library, Agartala**
2.	Mop-Up Counselling time	**Counselling will start at 12 noon and candidates must report before 12 noon**
3.	Admission in respective institutes for allotted seats in Mop-Up counselling	**25th October 2021**

Important Instructions:

1. **The candidates who have Merit Position in the Common Merit List of DEEET-2021 and not yet taken admission in any institute through CSC-2021 are eligible for this special Mop-Up Counselling that will be held as per the schedule mentioned above.**
2. For the Mop-Up Counselling, candidates have to report to the CSC Office at the premises of Birchandra State Central Library, Agartala. Counselling will be started at 12 noon and seats will be allotted as per the merit position of **physically present candidates up to 12 noon along with DEEET-2021 Result Sheet (Merit position), Madhyamik Mark sheet, Madhyamik Admit Card, PRTC, Caste Certificate etc**. Seats will be allotted as per availability and maintaining common merit list of DEEET-2021.
3. Candidate must be physically present in the Mop-Up Counselling process before 12 noon on **24th October 2021** with one guardian/parent only, to avoid mass gathering. Candidates and guardians/parents are advised to strictly adhere to COVID-19 guidelines.
4. A **'Seat Allotment Letter'** will be issued to candidates manually on the spot.

ICA-D-1105/2021-22

Chairman
Central Selection Committee-2021

টেস্ট সিরিজ জিততে ফের ইংল্যান্ডে যেতে হবে ভারতকে, ক্রীড়াসূচিতে বদল

লন্ডন, ২২ অক্টোবর (হি.স) : আগামী বছর ২০২২ সালের জুলাইয়ে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের অসমাপ্ত টেস্ট সিরিজের ভাগ্য নির্ধারণ হবে। ম্যাঞ্চেস্টারে বাতিল হওয়া টেস্টের জন্য শুক্রবার নতুন ক্রীড়াসূচি ঘোষণা করা হল। নতুন বছরে ১ জুলাই এজবাস্টনে হবে সেই ম্যাচ। বোর্ডের সঙ্গে আলোচনার পরই নতুন দিন ঘোষণা ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের।

ভারতীয় দলে করোনা সংক্রমণের জেরে গত মাসে ওল্ড ট্রাফোর্ডে ভারত-ইংল্যান্ড টেস্টটি স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে পাঁচ টেস্টের সিরিজে তখন বিরাট কোহলিরাই এগিয়ে ছিলেন ২-১ ব্যবধানে। এর পর এই টেস্ট ও সিরিজের ভবিষ্যত কী হবে তা নিয়ে চলতে থাকে নানা জল্পনা। এদিন তার অবসান হল।

পঞ্চম টেস্টটিতে ভারতীয় দল মাঠে নামতে না পারায় ইংল্যান্ডকে বিজয়ী ঘোষণার দাবি উঠেছিল। যা মানতে চায়নি ভারতীয় শিবির। করোনা সংক্রমণের জেরে ম্যাচ স্থগিত বা বাতিল হওয়াও আইনের মধ্যেই পড়ে। বিসিসিআইয়ের তরফে এরপর বলা হয়েছিল, ইংল্যান্ডের ক্ষতি মেটাতে সবরকম সহায়তা করা হবে। বোর্ডের কর্তারা অবশ্য এমনও দাবি করেছিলেন, ভারত ইংল্যান্ডে গিয়ে অতিরিক্ত টি -২০ খেলবে, আর যদি টেস্ট ম্যাচ খেলতে হয় তাহলে সেটা পাঁচ টেস্টের সিরিজের বলে গণ্য হবে না। অন্যদিকে, ইসিবিও হাত গুটিয়ে না থেকে আইসিসির ডিসপুট রেজলিউশন কমিটিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আর্জি জানায়। এরই মধ্যে আইপিএলের উদ্বোধনের পর ইংল্যান্ডে গিয়ে ইসিবি কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তারপরই পরিষ্কার হচ্ছিল, দ্রুত ওল্ড ট্রাফোর্ড টেস্টের ভবিষ্যত নির্ধারণ সময়ের অপেক্ষা।

অবশেষে নৈতিক জয় হল ইংল্যান্ডের। অসমাপ্ত সিরিজের পঞ্চম তথা শেষ টেস্টই আগামী বছর ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে জো রুটদের বিরুদ্ধে খেলতে হবে বিরাট কোহলিদের। তবে ওল্ড ট্রাফোর্ডে নয়, টেস্টটি খেলা হবে এজবাস্টনে। এই টেস্টের পরই নিশ্চিত হবে ভারত সিরিজ জিততে পারল, নাকি পারল না। শেষ টেস্ট স্থগিত হওয়ার পর আইপিএলের আসরে যোগ দিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটাররা যতই মনে করুন না কেন তাঁরা ২-১ ব্যবধানে ইংল্যান্ডে সিরিজ জিতে এসেছেন, বাস্তবে তা কিন্তু হল না। সিরিজ জিততে হলে এজবাস্টন টেস্টে এখন অপরাজেয় থাকতে হবে। আগামী বছর ১ জুলাই থেকে খেলা হবে ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের পঞ্চম টেস্টটি।

ভারত-ইংল্যান্ড টেস্টের পর একদিনের ম্যাচের পরিবর্তে ভারত-ইংল্যান্ড টি ২০ ম্যাচ ৯ জুলাই হবে এজবাস্টনে। একনজরে দেখে নেওয়া যাক ভারতের ইংল্যান্ড সফরের ক্রীড়াসূচি-

১ জুলাই থেকে ৫ জুলাই - পঞ্চম টেস্ট (এজবাস্টন)
৭ জুলাই - প্রথম টি ২০ আন্তর্জাতিক (এজিয়াস বৌল)
৯ জুলাই - দ্বিতীয় টি ২০ আন্তর্জাতিক (এজবাস্টন)
১০ জুলাই - তৃতীয় টি ২০ আন্তর্জাতিক (ট্রেন্ট ব্রিজ)
১২ জুলাই - প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক (কিয়া ওভাল)
১৪ জুলাই - দ্বিতীয় একদিনের আন্তর্জাতিক (লর্ডস)
১৭ জুলাই - তৃতীয় একদিনের আন্তর্জাতিক (এমিরেটস ওল্ড ট্রাফোর্ড)

হিন্দুস্থান সমাচার/সঞ্জয়

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/47/2021-22 dated 22/10/2021

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD (Building), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking /enterprise and eligible Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State PWD having valid electrical contractor license issued by Tripura Electrical Licensing Boardup to 3.00 P.M. on **12/11/2021.**

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIeT No.EE-IED/AGT/102/2021-22	₹ 1,138,062.00	₹ 11,381.00	120 (one two zero)
2	DNIeT No.EE-IED/AGT/103/2021-22	₹ 1,364,594.00	₹ 13,646.00	120 (one two zero)

Last date and time for document downloading and bidding is on **12/11/2021** upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on **12/11/2021**, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

Note:
NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER

For and on behalf of the Governor of Tripura

ICA-C-2497/2021-22

(DHRUBAPADA DEBNATH)
Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura

NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 14/AGRI/EE(MECH)/2021-22

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer (Mech), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Matripalli, Badharghat, Agartala invites Percentage Rate e-Tenders from the eligible bidders Up to 12/11/2021 at 3:00 PM for the following works:

Sl. No.	e- D.N.I.T No.	Estimated Cost	Earnest Money	Last date of e-bidding	Date of opening
1.	08/AGRI/EE(M)/2021-22 (2nd Call)	Rs. 10,71,350/-	Rs.10,700.00	On 12/11/2021 at 03:00 PM	on 12/11/2021 at 04:00 PM (If possible)
2.	09/AGRI/EE(M)/2021-22 (2nd Call)	Rs. 7,64,000/-	Rs.7640.00		
3.	10/AGRI/EE(M)/2021-22 (2nd Call)	Rs. 1,36,995/-	Rs.1370.00		
4	11/AGRI/EE(M)/2021-22 (2nd Call)	Rs. 4,00800/-	Rs.4008.00		

For details, please visit website www.tripuratenders.gov.in and contact 9774318681.

ICA-C-2490/2021-22

Executive Engineer (Mech),
Department of Agriculture & F.W,
Matripalli, Badharghat, Agartala

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে রাজধানী আগরতলায় গণধরনা দিয়েছেন সাধারণ জনগণ। শুক্রবার তোলা নিজস্ব ছবি।

ভারতে করোনা-মুক্ত ৯৮.১৬ শতাংশ ২৩১ বেড়ে মৃত্যু ৪.৫৩-লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর (হি.স.): আগের দিনের তুলনায় ভারতে কিছুটা কমে গেল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, তবে মৃত্যুর সংখ্যা একধাক্কায় অনেকটাই বেড়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৫ হাজার ৭৮৬ জন। গত ২৪ ঘন্টায় কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ২৩১ জনের। বৃহস্পতিবার সারাদিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৮,৬৪১ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে মোট সুস্থতার হার ৯৮.১৬ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ১,৭৫,৭৪৫ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় রোগীর সংখ্যা কমেছে ৩,০৮৬ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ১৫,৭৮৬ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ৪১ লক্ষ ৪১ হাজার ৬৭১ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.৫১ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৬১ লক্ষ ২৭ হাজার ২৭৭ জন প্রাপক, ফলে ভারতে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,০০,৫৯,০৪,৫৮০ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২৩১ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৫৩,০৪২ জন (১.৩৩ শতাংশ)। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা স্বস্তি দিয়ে রোজই বাড়ছে, বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৮,৬৪১ জন। ফলে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৩৫,১৪,৪৪৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.১৬ শতাংশ।

ভারতে ১০০.৫৯-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনাভাইরাসের টিকাকরণ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৬১.২৭-লক্ষের বেশি প্রাপক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা ১,০০,৫৯,০৪,৫৮০ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৬১ লক্ষ ২৭ হাজার ২৭৭ জনকে।

নতুন মাইলফলকে পৌঁছে গিয়েছে ভারতের করোনা-টেস্টও। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২১ অক্টোবর সারা দিনে ভারতে ১৩,২৪,২৬৩ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৫৯,৭০,৬৬,৪৮১-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৩,২৪,২৬৩ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৫ হাজার ৭৮৬ জন।

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে শল্য চিকিৎসা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। আগামী তেইশ অক্টোবর এসোসিয়েশন অব অটোলারিগোলোজিস্টস অব ইন্ডিয়া, ত্রিপুরা রাজ্য শাখার উনকোটি জেলা হাসপাতালে একটি শল্য চিকিৎসার নিশুল্ক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত শিবিরে, বিনামূল্যে বহু নাক, কান ও গলার রোগীরা, শল্য চিকিৎসার দ্বারা উপকৃত হবেন। এই শুভ উদ্যোগে সংগঠনের ও ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর অনুগ্রহ করে অংশগ্রহণ করবে। এই শিবিরে একাধিক রোগী নাম নথিভুক্ত করেছেন ও ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে ভরতি হয়েছেন। আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজ, ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ, ঊনকোটি এবং গোমতী জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকগণ অংশগ্রহন করবেন। একাধিক নার্স এবং অন্য স্বাস্থ্যকর্মীরা অংশগ্রহণ করবেন।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ তন্ময় দেব শুক্রবার এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের সিএসআর ফান্ড থেকে স্বাস্থ্য চিকিৎসা সামগ্রী প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ অক্টোবর।। শুক্রবার সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের কনফারেন্স হলে সকাল ১১ টায় পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক এর কর্পোরেট রেস্পন্সিবিলিটি ফান্ড থেকে সিপাহীজলা জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর এর হাতে স্বাস্থ্য চিকিৎসা সামগ্রী প্রদান করা হয়। সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের কনফারেন্স হলে স্বাস্থ্য চিকিৎসা সামগ্রী প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের ডিজিএম আনন্দ কুমার এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা শাসক বিশ্বশ্রী বি, সিপাহীজলা জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর রঞ্জন বিশ্বাস। সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের কনফারেন্স হলে স্বাস্থ্য চিকিৎসা সামগ্রী প্রদান অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে ডিজিএম আনন্দ কুমার বলেন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের সিএসআর ফ্রান্ড থেকে ৯ লক্ষ ৭৪ হাজার ৫০০ টাকা চেক তুলে দেন। এছাড়াও দিব্যাঙ্গ দের জন্য চেয়ার স্টিক সহ বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় সিপাহীজলা জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক রঞ্জন বিশ্বাস এর হাতে। যদিও ডিজিএম আনন্দ কুমার বলেন রাজ্যে আটটি জেলাতেই পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের সিএসআর ফান্ড থেকে কোভিড মেডিকেল পরীক্ষার উন্নয়নের জন্যই এই অর্থ দেওয়া হয়েছে। সিপাহীজলা জেলাশাসক এর কনফারেন্স হলে আলোচনা করেন জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক সিএসআর ফান্ড থেকে রাজ্যের আটটি জেলাতে এধরনের স্বাস্থ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়। কোভিড এর সময়ে এই সামগ্রীগুলো দেওয়া গেলে স্বাস্থ্য দপ্তরে আরো উপকৃত হতো,এও আলোচনায় উঠে। শুক্রবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সিপাহীজলা জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক রঞ্জন বিশ্বাস এর হাতে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক এর সিএসআর ফান্ড থেকে চেক তুলে দেওয়া হয়। আগামী দিনেও পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক সি এস আর এর এই উদ্যোগ জারি থাকবে বলে জানান।

পৌর পরিষদের ভোট ঘোষণা হতেই বিশালগড়ে বিজেপির মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ অক্টোবর।। শুক্রবার সন্ধ্যায় ভারতীয় জনতা পার্টি বিশালগড় মন্ডল কার্যালয়ের সামনে থেকে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক পৌর ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হতেই শাসক দল বিজেপির বিশালগড়ে মিছিল সংঘটিত করে। নির্বাচন কমিশন আগামী ২৫শে নভেম্বর নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেন। নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতেই বিশালগড় বিজেপি কার্যালয়ে সামনে থেকে বিশালগড় পৌর পরিষদ এলাকায় বিজেপি প্রার্থীদেরকে জয়ী” করার আহ্বান জানিয়ে বিশালগড় বিজেপির মিছিল। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা বিজেপির সভাপতি অঞ্জন পুরকায়স্থ, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ যুব মোর্চার সভাপতি নবাদল বণিক, বিশালগড় বিজেপির মন্ডল সভাপতি সুশান্ত দেব সহ বিজেপির অন্যান্য কার্য কর্তারা। নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতেই শাসক দল বিজেপির মিছিলে কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। মিছিলটি বিশালগড় বিজেপি কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয় বিশালগড় বাজার এলাকা ঘুরে অফিসটিলা বাজার ঘুরে বিজেপি কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। বিশালগড়ের শাসক দল বিজেপির প্রার্থী জয়ীকরা আহ্বান জানিয়ে মিছিলটি সংগঠিত করা হয়।

দিল্লীতে তিন দিনের বৈঠক শুরু সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির

দিল্লি, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : নির্বাচনে একের পর এক হেরে লজ্জাকর অবস্থা সিপিএম-এর। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জামানত বাজেয়াপ্ত হচ্ছে। রাজ্যের ক্ষেত্রে তৃণমূল সম্পর্কে অবস্থান ঠিক করতে গিয়ে নাজেহাল হচ্ছে সিপিএম। এই অবস্থাতেই শুক্রবার থেকে দিল্লিতে তিনদিনের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে বসছে সিপিএম।

জাতীয় স্তরে বিজেপি বিরোধী জোটে থাকা নিশ্চিত। কিন্তু বিতর্কে নামছে সিপিএম। বৈঠকে আগামী লোকসভা নির্বাচনে পার্টির রাজনৈতিক রণকৌশলের লাইন নিয়েও আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে।একাধিক মতামত ঘুরেফিরে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। আগামী বছর এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে কেরলের কান্নুরে হবে সিপিএমের পার্টি কংগ্রেস। তার আগে জানুয়ারিতে শেষ কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক। আর এবার, শুক্রবার থেকে তিনদিনের বৈঠকে পার্টির রাজনৈতিক ও সাংগাঠনিক খসড়া প্রস্তাবের বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসছে কেন্দ্রীয় কমিটি। সেক্ষেত্রে দেশজুড়ে বিজেপি বিরোধী যে জোট গঠন হবে, তার পক্ষে সওয়াল করেই প্রস্তাব রাখা নিশ্চিত।

উদয়পুরে গ্রেফতার বাংলাদেশী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। উদয়পুর রাজারবাগ এলাকা থেকে। গত ২০শে অক্টোবর ঐ এলাকা থেকে এক মহিলাকে আটক করে এলাকাবাসী আর কে পুর থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ ঐ মহিলাকে গ্রেফতার করে এবং আদালতে হাজির করেন। ঐ মহিলার জেল হাজত হয়। শুক্রবার আবারো রাজারবাগ ঐ একই এলাকা থেকে আটক করে এক বাংলাদেশি ব্যাক্তিকে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় কুমিল্লা জেলার মোরাদ নগর থানার অন্তর্গত কালা মিয়া নামে এই ব্যক্তি ৫০০ টাকার বিনিময়ে দালাল মাধ্যমে ত্রিপুরার সোনামুড়া এলাকা দিয়ে উদয়পুর রাজারবাগ এলাকায় চলে আসেন, রাজারবাগ এলাকায় আসার পর ঐ ব্যক্তির কথা এবং চলনে বলনে অসঙ্গতি দেখতে পেয়ে স্থানীয় জনগণ য আর কে পুর থানায় খবর দেন।

খবর পেয়ে আর কে পুর থানার পুলিশ ঐ ব্যক্তিকে থানায় নিয়ে আসেন। এবার স্ত্রীকে দেখতে এসে স্বামীও রাধাকিশোর পুর থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়। আগামী কাল শনিবার তাকে আদালতে প্রেরণ করা হবে। আর কে পুর থানার কেস নং ১৬৪/২১, ধারা সংযুক্ত করা হয়েছে থ্রি অফ পাস পোর্ট এক্ট।

কোভিড টিকাকরণ ১০০ কোটি বিলোনীয়া, চড়িলাম সহ নানা জায়গায় ধন্যবাদ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া/ চড়িলাম, ২২ অক্টোবর।। কেভিড অতিমারির কারণে দেশ যখন এক জটিল সন্ধিক্ষণে দাড়িয়েছিল,মানুষ বাঁচবে না মরবে এই নিয়ে যখন চরম দুশ্চিন্তায় দিন কাটছিল ঠিক সেই সময় পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন আমাদের দেশের প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী,ওনার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ আমাদেরকে এই করোনা নামক মহাব্যাধি থেকে মুক্তির দিশা দেখিয়েছে।বিজ্ঞানীদের চেষ্টায়, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীর মধ্যে এক উল্লেখ যোগ্য মাইলস্টোন অতিক্রম করেছে,ইতিমধ্যে দেশে ১০০ কোটি মানুষের টিকাকরণ হয়ে গেছে, সাড়া পৃথিবী যেটা পারেনি ভারত সেটাই করে দেখিয়েছে,এই জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভারতের একশ কোটি মানুষকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কোভিভ বিধি মেনে কোভিভ কে পরাস্ত করেছেন বলে,সঙ্গে অভিনন্দন জানিয়েছেন গবেষক,স্বাস্থ্য কর্মী,আরক্ষ্যা প্রশাসন ও সাধারণ প্রশাসনকে,আমাদের রাজ্যে ও আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর চেষ্টায় প্রথম দফায় ৯৬ শতাংশ ও দ্বিতীয় দফায় ৬৭ শতাংশ টিকাকরণ হয়েছে এবং সেটা সম্পুর্ণ বিনা মূল্যে।এখনও ৩০,০০০ হাজার টিকা মজুত রয়েছে, যাদের এখনো টিকাকরণ হয়নি তাদেরকে অতি সত্তর টিকা নেওয়ার কথা বলেছেন রাজ্যের মন্ত্রী রাম প্রাসাদ পাল, শুক্রবার দক্ষিণ জেলায় কোভিড নিয়ে দেশের প্রধান মন্ত্রীর বিশেষ বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি মুখ্য মন্ত্রীর নির্দেশে দক্ষিণ জেলা সফর করেন, সফরে তিনি বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে যান সেখানে তিনি হাসপাতালের কোভিড সেন্টারটি পরিদর্শনদ্দ করেন কথা বলেন রোগী ও স্বাস্থ্য কর্মীদের সাথে, পড়ে বিজেপি মণ্ডল কার্যালয়ে তিনি সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন।

এদিকে, শুক্রবার বিকাল ৪ ঘটিকায় সিপাহীজলা জেলা বিজেপি উত্তরের কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপির সহ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সিপাহীজলা জেলা উত্তরের সভাপতি অঞ্জন পুরকায়স্থ,এবং বিশালগড় বিজেপি মন্ডল সভাপতি সুশান্ত দেব। সাংবাদিক সম্মেলনে মূল বিষয় ছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে কোভিড ভ্যাকসিন ১০০ হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ বিজেপি সহ-সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য বলেন সিপাহীজলা জেলার কোভিড ভ্যাকসিন নিয়েছে মোট ৫ লক্ষ ২৭ হাজার ৮৬৪ জন, প্রথম ডোজ নিয়েছেন নিয়েছেন ৩ লক্ষ ৩০ হাজার ৩২৬ জন, সেকেন্ড ডোজ নিয়েছেন ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ৫৩৭ জন। সিপাহীজলা জেলা ১৮ থেকে ৪৫ বছরের প্রথম ডোজ নিয়েছেন এক লক্ষ আশি হাজার চারশ চৌরাশি জন ,দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছেন একাশি হাজার দুইশ পনের জন। ৪৫ থেকে ৬০ বছরের প্রথম ডোজ নিয়েছেন ৮৭ হাজার ১৯০ জন, দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছেন ৬৫ হাজার ৯১৪ জন। ৬০ বছরের উর্ধে প্রথমডোজ দিয়েছেন ৪৬ হাজার তিনশো কুড়ি জন ,দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছেন ৩৫ হাজার ৯২৬ জন। সাংবাদিক সম্মেলনে সিপাহীজলা জেলা বিজেপি কার্যালয়ে প্রদেশ বিজেপি সহ-সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য্য করোনা কালে যোদ্ধা হিসেবে যারা কাজ করছেন স্বাস্থ্যকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, আশা কর্মী, সংবাদ মাধ্যমের কর্মী, বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা ও ক্লাব সহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের টিকাকরণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন প্রদেশ বিজেপি সহ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।

অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতবর্ষে একশো কোটি কোভিড ভ্যাক্সিন প্রদান করার জন্য বিজেপি ঊনকোটি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান মন্ত্রী স্বান্তনা চাকমা। কৈলাসহরের পাইতুরবাজার এলাকায় অবস্থিত বিজেপি ঊনকোটি জেলা কমিটির অফিসে শুক্রবার সন্ধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুস্টিত হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শান্তনা চাকমা, বিজেপি ঊনকোটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অরুন সাহা, যুব মোর্চার ঊনকোটি জেলা কমিটির সভাপতি অরুপ ধর। সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী শান্তনা চাকমা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মূখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের উচ্চ প্রশংসা করেন।

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন ঃ বাগমায় বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগে প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি,উদয়পুর, ২২শে অক্টোবর।। বাংলাদেশের কুমিল্লায় দুর্গা পূজা মন্ডপে হনুমানের বাহুতে কোরান সরিফ রাখার সুবাদে দুর্গাপূজার সময় দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুর, হিন্দুদের আশ্রম-মঠ- ধর্মীয় পীঠস্থান ধ্বংস করা সহ হিন্দুদের ওপর নির্যাতন ও সাধু সহ হিন্দু লোকজনদের খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও হিন্দু জাগরণ মঞ্চ বাগমা শাখার উদ্যোগে শুক্রবার এক প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি বাগমা বাজার থেকে শুরু হয়ে বাগমা এলাকার বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে পুনরায় বাগমা বাজারে এসে মিলিত হয়। মিছিল থেকে বাংলাদেশ সরকারের ওপর তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের দাবি বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার কারীদের আইনের আওতায় এনে তাদের কঠোর শাস্তি প্রদান করতে হবে। এদিন এই প্রতিবাদ মিছিলে হিন্দু জাগরন মঞ্চ এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সমর্থকদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষ্যণীয়। বহুদিন পর বাগমাবাসি এই ধরনের এক প্রতিবাদী মিছিল দেখলো।

রাজ্যে কোভিড-১৯ টিকাকরণ কর্মসূচির সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। ১৬ জানুয়ারি, ২০২১ থেকে সমগ্র দেশের সঙ্গে রাজ্যেও কোভিড-১৯ টিকাকরণ কর্মসূচি শুরু হয়। রাজ্যে ২০ অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত ৪০ লক্ষ ১০ হাজার ১০৯ জন নাগরিককে কোভিড-১৯ টিকা দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ২৫ লক্ষ ২ হাজার ৩৩ জন নাগরিককে টিকার প্রথম ডোজ এবং ১৫ লক্ষ ৮ হাজার ৭৬ জন নাগরিককে টিকার দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৯৫.৩৫ শতাংশ নাগরিক (১৮ বছর উর্ধে) টিকার প্রথম ডোজ নিয়েছেন। রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৬০.২৭ শতাংশ নাগরিক (১৮ বছর উর্ধে) টিকার দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছেন। প্রথম পর্যায়ে ১৬ জানুয়ারি, ২০২১ থেকে রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী কর্মীদের টিকার প্রথম ডোজ দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫ ফেবয়ারি, ২০২১ থেকে ত্রিপুরায় প্রথমসারির কর্মীদের টিকাকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৬ জানুয়ারি, ২০২১ থেকে ২০ অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত রাজ্যে কোভিড-১৯ টিকাকরণে ৫৩ হাজার ৯১৭ জন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী কর্মীদের টিকার প্রথম ডোজ এবং ৪৪ হাজার ৬২০ জন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী কর্মীদের টিকার দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়েছে। ৫ ফেবয়ারি, ২০২১ থেকে ২০ অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত রাজ্যে কোভিড-১৯ টিকাকরণে ৯৬ হাজার ৫৭৯ জন প্রথমসারির কর্মীদের টিকার প্রথম ডোজ এবং ৭৪ হাজার ৯১৪ জন প্রথমসারির কর্মীদের টিকার দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়েছে।

১ মার্চ, ২০২১ থেকে রাজ্যে ত’তীয় পর্যায়ে ৬০ বছর ও তাঁর উর্ধে নাগরিক এবং ৪৫ বছর বয়স থেকে ৫৯ বছর বয়সের নাগরিকদের টিকাকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১ মার্চ, ২০২১ থেকে ২০ অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত রাজ্যে কোভিড-১৯ টিকাকরণে ৭ লক্ষ ১০ হাজার ৩২৬ জন ৪৫ বছর বয়স থেকে ৫৯ বছর বয়সের নাগরিকদের টিকার প্রথম ডোজ এবং ৫ লক্ষ ১৬ হাজার ২১৬ জন ৪৫ বছর বয়স থেকে ৫৯ বছর বয়সের নাগরিকদের টিকার দ্বিতীয় দেওয়া হয়েছে। ১ মার্চ, ২০২১ থেকে ২০ অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত রাজ্যে কোভিড-১৯ টিকাকরণে ৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ৭৮৭ জন ৬০ বছর বয়সের উপর ব্যক্তিদের টিকার প্রথম ডোজ এবং ২ লক্ষ ৭৮ হাজার ৯৫৪ জন ৬০ বছর বয়সের উপর ব্যক্তিদের টিকার দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়েছে।

১৩ মে, ২০২১ থেকে রাজ্যে চতুর্থ পর্যায়ে ১৮ বছর থেকে ৪৪ বছর বয়স পর্যন্ত নাগরিকদের টিকাকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৩ মে, ২০২১ থেকে ২০ অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত রাজ্যে কোভিড-১৯ টিকাকরণে ১২ লক্ষ ৬৩ হাজার ৪২৪ জন ১৮ বছর থেকে ৪৪ বছর বয়স পর্যন্ত নাগরিকদের টিকার প্রথম ডোজ এবং ৫ লক্ষ ৯৩ হাজার ৩৭২ জন ১৮ বছর ও তার উর্ধে নাগরিকদের টিকার দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়েছে।

জেলাভিত্তিক কোভিড-১৯ টিকাকরণের সাফল্য : ধলাই জেলায় প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে ২,৫৭,৯৪১ জনকে (৯৯.০৪ শতাংশ)। দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়েছে ১,৪৭,২৪৫ জনকে (৫৭.০৮ শতাংশ)। গোমতী জেলায় প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে ২,৭৮,৬৮০ জনকে (৮৬.৬৫ শতাংশ)। দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়েছে ১,৪৯,৫২৬ জনকে (৫৩.৬৬ শতাংশ)। খোয়াই জেলায় প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে ২,০১,৪১৯ জনকে (৯০.৮৪ শতাংশ)। দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়েছে ১,০০,০৫৮ জনকে (৪৯.৬৮ শতাংশ)। উত্তর ত্রিপুরা জেলায় প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে ২, ৮৩,০৬৪ জনকে (৯৮.১ শতাংশ)। দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়েছে ১,৮১, ২৪০ জনকে (৬৪.০৩ শতাংশ)। সিপাহীজলা জেলায় প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে ৩,৩০,২৫৩ জনকে (৯৩.২৯ শতাংশ)। দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়েছে ১,৯৬,৪৮৯ জনকে (৫৯.৫ শতাংশ)। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে ৩,০৩,৫৬০ জনকে (৯৫.০৭ শতাংশ)। দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়েছে ২,০২,১৩৭ জনকে (৬৬.৫৯ শতাংশ)। ঊনকোটি জেলায় প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে ১,৭২,৪৬৪ জনকে (৯৬.৮৫ শতাংশ)। দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়েছে ৮৮,১৬৫ জনকে (৫১.১২ শতাংশ)। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে ৬,৭৪,৬৫২ জনকে (৯৯.১৭ শতাংশ)। দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়েছে ৪, ৪৩,২১৬ জনকে (৬৫.৭ শতাংশ)। ২১ অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত রাজ্যে ৮ লক্ষ ১৭ হাজার ৫২০টি টিকার ডোজ মজত রয়েছে। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে শুক্রবার আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারি হাইকমিশনে ধরণা সিপিআইএমএল এর। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।